বন্দনা

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

১৩২৯

প্রকাশক—
শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়,
৫০, বাগবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬৭৮।২১

প্রকাশকের কথা

বাল্যবন্ধু সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাল্যকাল হইতে নিভৃতে অনাড়ম্বরে বাণী-সাধনায় ব্যাপৃত। জানি না কেন তাঁহার রচিত কবিতাগুলি আমার হৃদয়-দ্বারে আঘাত করে। বন্ধু-বাৎসল্যেও এরূপ ঘটিতে পারে। যাহাই হউক, আমি এই সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন যে আমার সাহস একেবারে ভিত্তিহীন নহে। বঙ্গ-বাণীর বহু প্রসিদ্ধ সাধক এই নিভৃত বাণী-সেবকের পূজার ফুলগুলি আপনাপন সাহিত্য-মন্দিরে বাণী-সাধনায় ব্যবহার করিয়া নির্ম্মাল্যের মত বঙ্গীয় কাব্য-পাঠক-সমাজকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। আমিও সেই পুরাতন নির্ম্মাল্যগুলি সংগ্রহ করিয়া উপহার-ডালি পুনরায় ধরিলাম। দেবী-পূজায় উৎসর্গিত বলিয়া এগুলি মানুষসেবিত বাসি-ফুলের মত শুকাইয়া যায় নাই—এখনও পুণ্য-গন্ধে আমোদিত করিবে এই ভরসা। আর এক কথা—যুগাবতার মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিশ্ব-মানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে চিহ্নিত থাকা যেমন অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাদের জন্ম-ভূমির সাহিত্যেও সে প্রভাব যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান থাকিবে তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। 'বন্দনা'র নানা স্থানে সেই প্রভাব পরিস্ফুট,—তজ্জন্য বোধ হয় আমাদিগকে বিশেষ কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না।

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়,
৫০, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

কাব্য-কথা

প্রাণের আবেগে বাণী-সাধনায়
ভাব-ভক্তিভরে গেয়েছি গান।
সে সুর-লহরী বাণী-মহিমায়
মোহিত ক'রেছে কয়েক প্রাণ।

যাঁহার অপূর্ব্ব সঞ্চার-সরসে
ঝঙ্কৃত হইল ক্ষীণা এ বীণা ;
সারদা-চরণ-কমল-পরশে
সফলা হউক 'বন্দনা' দীনা।

যাঁদের সাহায্যে* এ বীণার সুর
বাণীর মন্দিরে উঠিল বাজি',—
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সাহিত্য-বন্ধুর
প্রদানি সম্মান প্রকাশ্যে আজি।

কিরণ

* সম্পাদক—'সৌরভ,' 'বীণাপাণি,' 'প্রভা', 'পূর্ণিমা,' 'উদ্বোধন,' 'সুহৃদ,' 'তত্ত্ব-মঞ্জরী,' 'নাট্য-মন্দির,' 'প্রতিবাসী,' 'প্রভাত,' 'বাঁশরী,' 'জগজ্জ্যোতিঃ,' ও 'কায়স্থ-পত্রিকা'—ইত্যাদি।

পিতামহ কবিবর ৺ঠাকুরদাস দত্ত, জ্যেষ্ঠতাত সুকবি

৺শ্যামাচরণ দত্ত ও পিতৃদেব ভক্ত-কবি

৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়গণের

শ্রীচরণ-বন্দনান্তে

উপহার

পতিব্রতা সাধ্বী সহধরমিণী,
প্রদানি' অপূর্ব্ব প্রেমের সেবা,
তুলেছিল হৃদে এ বাণী-রাগিণী,—
নিভৃতে প্রফুল্ল হইত যেবা ;—
কন্যারূপে আর যে মোর জননী
মরুতে সৃজিল নন্দন-বন ;
আঁধার গৃহের আলোকবরণী,
বাণী-অনুরাগে ভরা'ত মন ;—
পুণ্য-চরিতের পুণ্য-মহিমায়
ভাতিয়া করিত হৃদয় আলা ;
তা'দের পবিত্র স্মৃতির সেবায়
উপহার দিনু কিরণমালা।

কিরণচন্দ্র

ভূমিকা

আজকাল ভূমিকাবিহীন পুস্তক প্রায়ই দেখা যায় না। তাই আমি কবি-বন্ধুর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বঙ্গ-সাহিত্যের দুই ধুরন্ধর মহারথীর দুইখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাকী কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ঈশ্বরাশ্রম, বাগবাজার। শ্রীঅনাথনাথ।

(প্রথম আশীর্ব্বাদ পত্র)

নব্যবঙ্গের সাহিত্যাচার্য্য 'সাহিত্য' সম্পাদক—

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহোদয়।

২।১, রামধন মিত্রের লেন,

সাহিত্য শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

কল্যাণীয় শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত—

ভ্রাতৃ-স্নেহাস্পদেষু।

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

পত্রবাহক শ্রীযুত চুনীলাল দাস আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী। ইনি গুণীব্যক্তি। নন্দরাম সেনের গলি হইতে ৩রা চৈত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে। ইঁহারা একটি গানের জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু 'ও রসে বঞ্চিত দাস সুরেশ', তা ত জানেন। তাই আমি আপনার নিকট চুনীবাবুকে পাঠাইতেছি। আপনি ভক্ত, সুকবি ও শক্তিশালী। একটি গান বাঁধিয়া দিবেন। সুরের চেহারা চুনী বাবুর নিকট পাইবেন। আশা করি আপনার সমস্ত কুশল।

ইতি ৬ই ফাল্গুন, ১৩১৯।

কল্যাণকামী

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

(দ্বিতীয় আশীর্ব্বাদ পত্র)

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের কর্ণধার

মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এম, এ ; সি, আই, ই, মহোদয়।

৪৪, নিলখেৎ রোড্, রাম্না পোঃ আঃ

ঢাকা, জুলাই ১৫ই, ১৯২২।

কল্যাণবরেষু—

কিরণ, তুমি আমার অভ্যর্থনায় যে দুটী পদ্য * লিখিয়াছ অবসর মত পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল তুমি কবির পুত্র কবি। কবির মতই গুরু-দক্ষিণা দিয়াছ। অন্যে পড়িয়া কি বলিবে জানি না। আমার ত বড়ই ভাল লাগিয়াছে। তুমি দীর্ঘায়ু হও এবং তুমি দিন দিন ধনী, মানী, যশস্বী হইতে থাক ইহাই আমি জগদীশ্বরের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি।

*　　　*　　　*

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

* (পর পৃষ্ঠায়)

হরপ্রসাদ-বরণগীতি

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌বরণোৎসবে)

(আজি) মিলেছি, (আজি) মিলেছি, মিলেছি সকলে
গাইবারে বরণের গান।
(আজি) সারস্বত-প্রতিষ্ঠানে এসেছি আনন্দমনে,
ভক্তি-অর্ঘ্য করিতে প্রদান ॥

(আজি) বুধকুল-ধুরন্ধর বরণের আয়োজন
দীনভাবে করিয়াছে বাণীর সেবকগণ,—
সাহিত্য-নায়ক তুমি, গৌরবিত বঙ্গভূমি,
বাড়ায়েছ বাঙ্গালীর মান।
তোমার প্রতিভা-ভায়, বুধগণ গুণ গায়,
উল্লসিত মোদের পরাণ ॥

"বাল্মীকির জয়"-গানে প্রতিভা স্ফুরণ।
ধীরে ধীরে আসে কত রত্ন অগণন ॥
'ভারত-মহিলা' তব সুসন্দর্ভ অভিনব,
'মেঘদূতে' ঘোষিছে গৌরব।
'কাঞ্চনের মালা' পরি', 'বেণে মেয়ে' অঙ্কে ধরি'
বঙ্গবাণী ছড়ায় সৌরভ ॥

প্রাণপাতী পরিশ্রমে গাঁথিয়াছ হার,
সাজাইতে কমতনু বঙ্গ-সারদার ;—
কিন্তু তব শ্রেষ্ঠ দান,—(হে) দেশভক্ত, মহাপ্রাণ,
প্রত্নতত্ত্ব-ইতিহাস-কথা।
বঙ্গভাষা, সমাজের, মনীষা ও ধরমের
থরে থরে তথ্য তাহে গাঁথা॥

কত যে নূতন কথা হ'য়েছে প্রকাশ,
প্রভাময় হইয়াছে বৌদ্ধ ইতিহাস !
তোমার নূতন পথে ল'য়ে ইতিহাস-রথে
আজ কত ধায় রথিগণ।
তুমি তাহাদের গুরু, স্থাপিয়াছ কীর্ত্তি-মেরু,
হে আচার্য্য, বিদিত-ভুবন !
এস, কর বরণ গ্রহণ।

প্রণত সেবক
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

'উৎসব-পুস্তিকা,'
শ্রীশ্রীরথ-যাত্রা, ১৩২৯

সূচী

নাম	প্রকাশিত কিসে বা রচিত কখন্	পত্রাঙ্ক
অভিষেকোৎসব	উদ্বোধন	১১০
অবতরণ	ঐ	৭৯
অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি	নাট্য-মন্দির	১৪৬
অর্দ্ধেন্দু-প্রশস্তি	(পাঠাগার-প্রতিষ্ঠা)	১৯৭
আত্ম-নিবেদন	উদ্বোধন	৫৭
আত্ম-বিসর্জ্জন	প্রভাত	১৪১
আয় শিশু	(১৩০২)	৪
উচ্ছ্বাস	প্রতিবাসী	১৪০
উপেন্দ্র-স্মৃতি	(১৩০৬)	৩৯
ঊষা-সমাগমে	পূর্ণিমা	৩৪
কর্ম্ম	উদ্বোধন	৯৩
কাশী-পঞ্চক	ঐ	১৫৩
গুরু-পূজা (১)	উদ্বোধন ও তত্ত্ব-মঞ্জরী	৬৯
ঐ (২)	ঐ	৭১
ঐ (৩)	ঐ	৭৬
ঐ (৪)	তত্ত্ব-মঞ্জরী	৮২
জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা	(পরিষৎ-পুস্তিকা)	১৯২
জন্ম-তিথি	তত্ত্ব-মঞ্জরী	৬৬

নাম	প্রকাশিত কিসে বা রচিত কখন্	পত্রাঙ্ক
জন্মোৎসব-সঙ্গীত	নাট্য-মন্দির	১৩৭
জীবন্মুক্তের গীতি	মাধুরী ও "বীরবাণী"	১৭৪
তর্পণ	উদ্বোধন	৫০
দিনাজপুরাধিপতি গিরিজানাথ	কায়স্থ-পত্রিকা	১৮৮
দীপান্বিতা	(১৩১৮)	১০৪
দেব-বোধন	উদ্বোধন	৬৫
নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ	অমর-লাইব্রেরী-বিবরণী	১৮৯
নিদ্রিতা সুন্দরী (অনুবাদ)	প্রভাত	১৪
পতিতার খেদ	বীণাপাণি	১০
প্রকৃতি-পুরুষ-পঞ্চক	উদ্বোধন	৮৫
প্রণয়-মগনা	পূর্ণিমা	৩৬
প্রণয়ীর আশা (অনুবাদ)	(১৩০৪)	১৮
প্রফুল্লের প্রস্থান	(সন্‌ডে স্কুল)	১৫৮
প্রভাত	প্রভাত	১৩২
প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি	(১৩২০)	১৬১
প্রার্থনা	নাট্য-মন্দির	১৩৩
ঐ (নাট্য কবিতা)	ঐ	১৫০
ঐ	বীণাপাণি	১৬
প্রেম-তত্ত্ব (অনুবাদ)		১৩
বন্দনা	(বিবেকানন্দ-উৎসব ১৩২২)	১৬৬
বাণী-আরাধনা	প্রতিবাসী	১৩১
বাণী-বন্দনা		১৬৯
বাৎসরিকী	উদ্বোধন	৬০

নাম	প্রকাশিত কিসে বা রচিত কখন্	পত্রাঙ্ক
বাঁশরীর গান	বাঁশরী	১৬৭
বিদায়	(১৩০২)	৬
বিলাপ	বীণাপাণি	১৯
বিল্বমঙ্গল	প্রতিবাসী	৯২
বিশ্ব-নাট্যশালা	নাট্য-মন্দির	১৩০
বুদ্ধদেব (১)	জগজ্জ্যোতিঃ ও মাধুরী	১৭১
ঐ (২)	ঐ	১৮৪
ঐ (৩)	ঐ	১৯৩
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ (১)	উদ্বোধন	৫৬
ঐ (২)	(বিবেকানন্দ-উৎসব ১৩২১)	১৬৫
ভক্তি	উদ্বোধন	১২২
ভারত-বন্দনা-গীতি	নাট্যমন্দির	১৩৫
ভিখারী প্রিয়নাথ	তত্ত্ব-মঞ্জরী	১০৬
মদিরা	(১৩০২)	৫
মহাপুরুষের মহাসমাধি	উদ্বোধন	২০৩
যীশু খৃষ্ট	(ধর্ম্ম-যাজককে প্রদত্ত ১৩০৪)	১৭
শান্তি	উদ্বোধন	৩৮
শান্তি (অনুবাদ)	ঐ	১৯৮
শিশুগণের স্তব	তত্ত্ব-মঞ্জরী ও প্রতিবাসী	৪২
শ্যামচারণ-স্মৃতি-পূজা	(শ্রাদ্ধ-বাসরে ১৩১৪)	২০২
শ্রীরাধিকার উক্তি	(১৩০২)	২
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	তত্ত্ব-মঞ্জরী	৬৭
শ্রীবিবেকানন্দ	সুহৃদ্	১৪৫

নাম	প্রকাশিত কিসে বা রচিত কখন্	পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীসারদা দেবী	মাধুরী	১৭৭
সমাজ-সম্মেলন	(সোসিয়াল ইউনিয়ন ১৩১৬)	৭৪
সখার প্রতি	পূর্ণিমা	৩২
সারদার প্রতি	বীণাপাণি	৭
সারদা-মঙ্গল	কায়স্থ-পত্রিকা	১৭৯
সুন্দরী শিশু কন্যার প্রতি	(১৩০২)	৩
সুশীল (আখ্যায়িকা)	বীণাপাণি	২২
সৌরভ	সৌরভ	১
স্বপ্ন না সত্য	তত্ত্ব-মঞ্জরী	১২১
সাহিত্যাচার্য্য সমাজপতি	(পরিষৎ-কার্য্য-বিবরণী)	১৯০
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	উদ্বোধন	৮৮
স্মৃতি	ঐ	৪৩
হারাধন (গাথা)	ঐ	১১৪
হাসি	পূর্ণিমা	৩০
ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রতি (অনুবাদ)	উদ্বোধন	২০০

(পরিশিষ্ট)

নাম	প্রকাশিত কিসে বা রচিত কখন্	পত্রাঙ্ক
ললনা-মহিমা	বীণাপাণি	১।২০
গিরীশ-গৌরব	তত্ত্ব-মঞ্জরী ও প্রতিবাসী	১।১০
চারু-স্মৃতি	(শ্রাদ্ধ-বাসরে ১৩২৪)	১।১০

বন্দনা

মঙ্গলাচরণ

দীর্ঘকাল পরে এসেছে আবার
হৃদি-কুঞ্জবনে অমর-বালা !
ঘুচিয়া গিয়াছে মনের আঁধার,
পরাণে প্রেমের তরঙ্গ-খেলা ।

২

কাহার শ্রীকর-কমল-পরশে
বাজিয়া উঠিল হৃদয়-বীণা ?
আতট-তরঙ্গ মানস-সরসে
কেবা সে মরালী তুলিল নানা ?

৩

কার কল-কণ্ঠ পশিয়া শ্রবণে,
মরমে মরমে মারিল তান !
আকুল করিয়া অভাগা-পরাণে,
গাইল অমরাবতীর গান !

৪

বহু বর্ষ-ব্যাপী হিমানীর
সরস বসন্ত কেন রে এল ?
শত-অমানিশা-ঘোর-অন্ধকার
দামিমী-চমকে মিলায়ে গেল !

৫

কে তুমি রূপসী পরাণ-রঞ্জিনী
আনন্দ-দায়িনী মহিমাময়ী,
রূপে গুণে মোর মানস-মোহিনী,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে র'য়েছ ওই ?

৬

কে গো তুমি বালা উদয় হইয়ে,
শান্তি-সুধা ঢাল পরাণে মোর !
আনন্দের স্রোত হৃদয়ে ঢালিয়ে
নূতন প্রেমেতে কর গো ভোর !

৭

এ হৃদি-বিপিনে নিভৃত নিকুঞ্জে
বসে না কোকিল, গায় না গাথা
নাহি ফুটে ফুল, অলি নাহি গুঞ্জে—
হেরি বুক-জোড়া বিষাদ-ব্যথা !

৮

পাপিয়ার গান, দয়েলের তান
উঠে নাই কভু হৃদয়-বনে !
শুধু দীর্ঘশ্বাস-ভরা এ পরাণ,
শুধু হা-হুতাশ এ পোড়া মনে !

৯

সুধু তুমি, দেবি, সুর-সীমন্তিনী,
ক্ষণে ক্ষণে আসি' উদয় হও।
শুধু তুমি রাণী, হৃদয়-চারিণী,
দামিনীর সম মানসে রও।

১০

তাই ক্ষণে ক্ষণে, এ ভগ্ন-বিপিনে
নন্দনের শোভা ফুটিয়া উঠে।
তাই ফুটে ফুল ধীর সমীরণে
স্বর্গ-সুধা-গন্ধ উথলি' ছুটে!

১১

তাই গো তখনি আসে পিকবর
হৃদি-সহকারে গাইতে গান!
দয়েল, পাপিয়া ঢালি মধুস্বর
মাতাইয়া তোলে অভাগা-প্রাণ!

১২

তাই করি' সাধ হে সুর-সুন্দরি,
আজীবন তোমা' মানসে সেবি!
দাসে কৃপা করি' এস সুরেশ্বরি;
দীন-হীনে ঢাল করুণা দেবি!

শ্রীচরণ-রজঃপ্রার্থী চির-সেবক
শ্রীকিরণচন্দ্র

নাট্য-মন্দির, ২য় বর্ষ, ৭।৮ সংখ্যা, ১৩১৮

বন্দনা

সৌরভ

কোথা' পেলে গন্ধবহ এ হেন সৌরভ,
মাতিয়াছে চারিদিক প্রভাবে যাহার ?
উছলিতে বঙ্গদেশে সাহিত্য-গৌরব
চুমিয়াছ সমীরণ কোন ফুল-হার ?
সাহিত্য-কাননে ছিল যত ফোটা ফুল
অনন্ত কালের স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া !
পরিমল-আশে পুনঃ ছোটে অলিকুল,
নূতন সৌরভ যাহা দিয়াছে আনিয়া !
সুরভি কুসুম এক সৌরভ বিলায়,
মানবের বিলাসিতা করে সম্পাদন !
শান্তি করে মানবের জ্ঞান-পিপাসায়
সাহিত্য-"সৌরভ", হের নয়ন-শোভন !
পুষ্পের সুগন্ধ বহে অনিলের সনে।
সাহিত্য-সৌরভ ধায় নগরে, কাননে ॥

নাট্য-সম্রাট মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ও খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যকার ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশিত 'সৌরভ' নামক মাসিক পত্রের উদ্দেশে লিখিত ও উহাতে প্রকাশিত—সৌরভ—১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩০২।

শ্রীরাধিকার উক্তি

বসন্তের জ্যোছনায় ও কে, সখি, গান গায়,
মোহন-মুরলী-রবে মাতায় ভুবন।
নীরদবরণ মরি, অপরূপ ও মাধুরী,
বাঁশরী শোভিছে করে মন-বিমোহন॥
আহা কি মধুর গান, মুগ্ধ নরনারী-প্রাণ,
মনোহারী সুধামাখা মধুর ঝঙ্কার।
বুঝেছি, বুঝেছি সই, বিপিনবিহারী অই,
মদনমোহন অই—প্রেম-অবতার॥
এক মনে, এক প্রাণে, হারাইয়া বাহ্য-জ্ঞানে,
আহা কি গাহিছে সখি, অপরূপ গান।
সংসারের কলরব জিনি' ও মুরলী-রব
মরমে মারিছে আহা সুমধুর তান॥
কাজ নাই কুল-শীলে, ধরি গিয়ে শ্যাম-গলে,
শীতল হউক মোর তাপিত পরাণ।
হৃদে হৃদি মিশাইয়া, সমর্পিয়া নিজ হিয়া,
শুনিব বিভোর হ'য়ে মধুমাখা গান॥
অই ডাকে শ্যামরায়, চঞ্চলা হ'য়েছি হায়,
আর না ধৈরয ধরে, যা'ব ত্বরা করি।
দে, লো সখি, বনমালা, সাজা'ব শ্যামের গলা,
অই শুন, ডাকে পুনঃ প্রেমময় হরি॥

রচিত—১৩০২, ইং—৪-৩-৯৬

সুন্দরী শিশুকন্যার প্রতি

কে প্রেরিল তোরে হেথা' মন্দার-কলিকা,
শুকাইতে অনাদরে বসুন্ধরা মাঝে ?
স্বরগ-সুষমা মরি, স্বভাব-বালিকা,
কি হেতু আসিলি হেথা' বিমোহন সাজে ?
জান না কি এ জগতে কত সুরবালা
এসেছিল তোমা' সম পবিত্রিতে ধরা ?
কিন্তু হায় ! চ'লে গেছে দিয়ে অশ্রুমালা,
স্মৃতির স্বপন শুধু আছে হৃদি-ভরা !
তুই রে সুখের পাখী বনবিহারিণী.
বদ্ধ হ'য়ে অবনীর প্রণয়-শৃঙ্খলে,
কেমনে রহিবি হেথা' মন-বিমোহিনী ?
কেমনে জানিব আমি কি বা আছে ভালে ?
পরমেশপদে মম প্রার্থনা প্রধান,
সুদীর্ঘ জীবন তোরে করুন প্রদান।

রচিত—১৩০২

আয় শিশু

আয় রে, আয় রে শিশু, আয় তোরে করি বুকে,
আয় রে সোনার যাদু, চুমো দিই তোর মুখে ;
পথ-ভ্রান্ত, স্বর্গচ্যুত তুই মন্দারের কলি,
বড় ভালবাসি আমি তোর আধ আধ বুলি।
রাজার প্রাসাদে তুই—দীপ্ত মরকত-মণি,
দরিদ্র-কুটীরে তুই—ক্ষুদ্র আলোকের খনি।
তো'র তরে নারীজাতি পেয়েছে জননী-নাম,
তো'র হাসি সুধাধারা, তুই শিশু গুণধাম।
স্নেহময়ী স্নেহলতা—কোথা' হ'তে হ'ল বালা ?
স্নেহের কুসুম তুই, হেরে তোর লীলা-খেলা।
তুই যে কি এক টুকু, কি এক স্বপনপারা!
কি এক সুধার উৎস, কি এক অমিয়ধারা!
তাই ডাকি, আয় শিশু, আয় তো'রে রাখি বুকে,
আয়, আয় খোকামণি, চুমো দিই তোর মুখে।

মদিরা

কি মদিরা পান ক'রে জীব এ সংসারে
প্রমত্ত সদাই তুমি, দেহ টল টল ?
সামাল, সামাল সবে বলিছে তোমারে,
কোথায় পাইলে তুমি হেন পরিমল ?
হে মাতাল, তব নেশা যদি নাহি ছোটে,
যগুপি প্রমত্ত থাক এ জনমভোর,
সংসার-মত্ততা যদি কভু নাহি টুটে,
সাবাসি সে সুরা, আর তব নেশাঘোর।
অনিত্য মাতাল তুমি দেখ নিরখিয়া,
জ্ঞান-চক্ষু আজি তব কর উন্মিলন ;
অনিত্য তোমার ক্রিয়া বুঝ বিচারিয়া,
তুদণ্ডে মত্ততা তব করে পলায়ন।
আনন্দ-মদিরা জীব, পিয়ে প্রাণভরি'
প্রেমানন্দে একবার বল হরি ! হরি !

বিদায়

বিদায়, বিদায় ও মা, প্রিয় জন্মভূমি,
চরণে মেলানি মাগে অধম সন্তান,
উচ্চ কার্য্যে ধায় মন, যা'ব ত্বরা আমি,
বিষয়ের মত্ততায় বিকল পরাণ।
ভ্রমিয়াছি বহুদিন আমি শূন্য মনে,
তব কোলাহলময় হৃদয়-মাঝারে,
ভাসে যথা ক্ষুদ্র তরী তরঙ্গের সনে
কাণ্ডারিবিহীন্ হ'য়ে অকুল পাথারে।
বিষয়-সম্পদ-ভোগে যত বাঁধি মন,
খুলে যায় জীবনের গ্রন্থি সমুদয়,
হৃদি-প্রতি-ধ্বনি কহে—চরমের ধন—
লভিবারে যত্ন কর, ও রে নীচাশয়!
অকৃতী সন্তান তাই মাগিছে বিদায়,
আশীষ—রাতুল পদে যেন স্থান পায়।

সারদার প্রতি

১

থেকে থেকে পড়ে মনে মরুময় এই প্রাণে,
আলোক-প্রতিমাখানি কি জানি কাহার ?
কে যেন আসিয়ে হৃদে ভাঙ্গা বুক দেয় বেঁধে,
নিরাশা-সাগরে করে আশার সঞ্চার !
চারিদিকে জ্বালাতন, নিয়ে এই মরা মন
কেমনে বাঁচিয়ে থাকি, বল গো আমায় ?
শুধু এক নীর-বিন্দু, প্রাণ-সঞ্জীবন-সিন্ধু,
মরা প্রাণে, মরা মনে আবার জীয়ায় ;
কা'র প্রেম-বিন্দু সেটী, কহ গো আমায় ?

২

অধীর উন্মাদমনে, মিষ্টভাষে সযতনে,
কে আসি' গো থেকে থেকে প্রদানে সান্ত্বনা ?
কা'র সে মধুর বাণী, কা'র সেই মুখখানি
মরুময় মনে জাগে যখনি বেদনা ?
কা'র সেই প্রেম-মূর্ত্তি প'ড়ে মনে, হয় স্ফূর্ত্তি,
কা'র আঁখি সচঞ্চল বিদ্যুৎ খেলায় ?
নাশে হৃদি-অন্ধকার, আলোকের সুসঞ্চার
ক'রে,—মোর মরা প্রাণ আবার জীয়ায়,
কা'র প্রেমালোক সেটী, কহ গো আমায় ?

৩

কিন্তু, বহুদিন হায়, অন্তর মরুভূপ্রায়,
কেন গো দেয় না দেখা সে প্রতিমাখানি ?
বোধ হয় চ'লে গেছে, আর না আসিবে কাছে,
আর না দানিবে সুধা সেই সুধা-খনি !
কই, কই, কোথা' গেল, কই সে প্রাণের আলো,
কোথায়, কোথায় হায়, জীবনদায়িনী !
অন্ধকারে যাই মারা, কোথা' সে সারাৎসারা,
মানস-মরালী মম, প্রেম-সঞ্জীবনী ?
কোথায়, কোথায় হায় জীবনদায়িনী !

৪

ডাকিলে পাইনা দেখা, কিন্তু নিজে দেয় দেখা,
কেন ও গো লুকাচুরি-খেলা মোর সনে ?
কি জানি, কেন গো হায়, কোমলে কঠিনা প্রায়,
প্রেমের পাষাণী-মূর্ত্তি পড়ে মোর মনে !
ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বাণি, শ্বেতভুজে "বীণাপাণি",
প্রাণনাশা ওই তব লুকাচুরি-খেলা !
আয়, বস্ হৃদাসনে, পালাস্‌নে ক্ষণে ক্ষণে,
তব অদর্শনে আমি বড় ঝালাপালা !
ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বাণি ! লুকাচুরি-খেলা !

৫

সংসারের জ্বালাতন, তা'য় মোর মরা মন,

তুমি মোর এ জগতে জীবন-সম্বল !

চাই না সম্ভোগ-তৃপ্তি, তাহে নাই পূর্ণ-দীপ্তি,

তুমি আসি' আলো কর হৃদয়-কমল।

চাই না বিষয়-বিষ, কালকূট মহাবিষ,

বিলাস-কলুষ-বিষে করে জ্বর জ্বর ;

মানবের ভালবাসা, তায়ে মোর নাহি আশা,

মিটিয়াছে সে পিয়াসা, তুমি কৃপা কর !

আঁধার হৃদয় বাণি ! তুমি আলো কর !

'বীণাপাণি', ৪র্থ বর্ষ—১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৩

পতিতার খেদ

১

বিলাসিনী মোর নাম, হৃদয় শ্মশান,
বিলাস-কলুষ-বিষ হৃদে পায় স্থান !
কলিজা ভেঙ্গেছে মোর, ঝরে সদা আঁখি-লোর,
তথাপি আছে গো বল, বেঁধেছি পরাণ !

২

সিঁথিতে সিন্দূর-বিন্দু, করেতে কঙ্কণ,
কিসের অভাব মোর, প'রেছি ভূষণ !
তীব্র কালিমার রেখা দিয়াছে আননে দেখা,
তথাপি নূতন রাগে রঞ্জিত আনন !

৩

নিত্য নব সাজে সাজি, ফুল দি'গো মাথে,
প্রাণ ত সাজে না মোর তার সাথে সাথে,
নলিনাক্ষ আর নাই, তথাপি কটাক্ষ চাই,
সোহাগের সোহাগিনী—তবু পথে পথে !

৪

ছিলাম রমণী আমি স্বভাবসুন্দরী,
আজি হেয়, ঘৃণ্য আমি, নাম—বারনারী,
নাই সে সন্তোষ-হাসি, যা দেখ—এ বাসি-হাসি,
জাগরণে নাশে প্রাণ নিত্য বিভাবরী !

৫

মধু-আশে কাছে আসে মত্ত মধুকর,
মনে করে আমি বুঝি মধুর আকর,
মধুচক্র ভেঙ্গে গেছে, ছল মাত্র তার আছে,
ফিরে যাও মধুলোভী মধুপনিকর !

৬

কেহ আসে প্রেম-আশে, কোথা দরশন—
হে প্রেম, অনন্ত, মৃত-সঞ্জীবন-ধন !
হৃদে মোর নাই যাহা কেমনে প্রদানি তাহা,
ফিরে যাও নিজ গৃহে প্রেমিক সুজন !

৭

প্রাণপতি-উপহার—প্রাণের নন্দন—
অঙ্কেতে পাইয়া বালা পুলকিত মন !
কি কঠিন মম হিয়া দেখ মনে বিচারিয়া,
জননী হইয়া বধি সন্তানে আপন !

৮

আছে কি গো মম সম পিশাচী ললনা,
ধাতার এ ধরা মাঝে দিতে গো তুলনা ?
হে প্রেমিক ফিরে যাও, প্রেতিনীরে ভুলে যাও,
মায়াবিনী ছদ্মবেশা রাক্ষসী ভীষণা !

৯

হে কুলকামিনী, শুন মোর নিবেদন,
পতিব্রতা সতী সাধ্বী সীমন্তিনীগণ,
মাধবীলতার মত থাকিও সদা জড়িত,
এ সংসারে চারিদিকে নাচে প্রলোভন।

১০

হে যৌবন-উদ্বেলিত ভাসমান জন,
উচ্ছিষ্ট রূপের মোহে ভুল না কখন।
ঘরেতে পাইবে যাহা কোথাও নাহি ক তাহা,
পবিত্র প্রেমের খনি অঙ্গনা আপন!

* 'বিলাসিনীর আত্মবিলাপ' নামে "বীণাপাণি" ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩০৩ সালে প্রকাশিত। (পরিবর্ত্তিতাকারে)

প্রেম-তত্ত্ব

(Shelly—Love's Philosophy)

তটিনী নিঝরে হয় মেশামেশি,
ছোটে প্রবাহিণী সাগর পানে,
স্বরগ-অনিল ছোটে দশদিশি,
বাঁধা যেন সব একই তানে !
এ জগতে সবে দুই ভাব মেলা,
ত্রিদিব-নিয়ম পালিছে যেন,
যুগলে যুগলে চিরতরে খেলা,
দূরে দূরে মোরা রহিনু কেন ?
হের মহীধর চুম্বিছে আকাশ,
কোলাকুলি করে তরঙ্গমালা,
মুকুলে আদর না করে প্রকাশ,
দুষিবে সকলে কুসুমবালা।
রবি-খর-কর ধরণী জড়ায়,
শশী-সুধা চুমে সাগর-বারি,
এ সবে আমার কিবা এসে যায়,
না পেলে চুম্বন ললনে তোরি !

১৮ই আগষ্ট ১৮৯৭—ভাদ্র, ১৩০৪।

নিদ্রিতা-সুন্দরী

(The Sleeping Beauty—Madmle. Ackermann)

১

ঘুমে অচেতন এক অনিন্দ্য-সুন্দরী,
শতেক বৎসর ধরি' বিজন বিপিনে ;
শীত, গ্রীষ্ম, ঋতুরাজ, বরষা সুন্দরী—
ব'হে গেল কত শত নীরবে কাননে !
নীরব নিস্পন্দ সব বিশ্বচরাচর,
গতিহীন গন্ধবহ, কাল ব'হে যায়,
লতা, পাতা আজি হেথা করে না মর্ম্মর ;
নির্ঝর, তটিনী-বারি নাহি দোলে হায় !
গায় না আরণ্য পাখী সুমধুর গাথা,
শ্যামল সে ক্ষণস্থায়ী বৃন্তের উপরে
গোলাপ-কলিকা, আহা অর্দ্ধবিকাশিতা—
ফুটিল না—আধফোটা আছে চিরতরে !
কি জানি কি ইন্দ্রজালে বহুকাল ধরি'
খসিল না, ঝরিল না একটী পাপড়ি !

২

অকস্মাৎ ওই হের, পরম সুন্দর
নবীন যুবক এক আসিল তথায়,

অনিন্দ্য-সুন্দরী সেই মুর্ত্তি মনোহর
অনুপমা, অতুলনা—হেরিল নিদ্রায়।
চন্দ্রমাশালিনী সেই নীরব নিশীথে,
কি জানি অজ্ঞাত এক নিয়মের বশে,
একটি চুম্বন ঢালি' তার অধরেতে
ভাঙ্গাইল সেই ঘুমে—অনন্ত অলসে!
সন্ত্রস্তা, চকিতা আহা, ফুল্ল-হাস্যময়ী
জাগিয়া উঠিল মরি, নিরূপমা বামা!
প্রতিদিন হেরি তোরে, অয়ি শোভাময়ি,
চিনিতে পারি না মোরা তোরে অনুপমা;
নিদ্রিতা-সুন্দরী—'আত্মা'—নরদেহ-বনে,
জাগরিত হয় 'প্রেম'-যুবা-সম্ভাষণে।

* রচিত শুক্রবার, জন্মাষ্টমী ১৩০৪।

'প্রভা' নামক মাসিক পত্রের ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় *Mrs. Ackermann*এর ফরাসি কবিতার কুমারী তরু দত্ত কৃত ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনূদিত।

প্রার্থনা

স্বপনে কি জাগরণে কে তুমি গো হৃদাসনে
এই এস, এই যাও—নাহি কিছু স্থির ;
হৃদি-পদ্মে পদ-ছায়া ক্ষণতরে মিশাইয়া,
তখনি চলিয়া যাও, বড়ই অধীর !
কোন পাপে অভাগারে কাঁদাইয়া বারে বারে,
এইরূপে কর চির-বিষাদে মগন ;
ক্ষণমাত্র দেখা দিয়ে, কেন যাও পলাইয়ে,
কি দোষে বঞ্চিত দা ও রাঙ্গা চরণ ?
ছিল স্থির মন মম, কে তুমি বিদ্যুৎ সম
আলোড়িত করি' প্রাণ অনন্তে মিশাও ?
পুনঃ অন্ধকার আসে কম্পিত করিছে ত্রাসে,
দূরে যা'ক্ তমোরাশি, জ্ঞানালোক দাও।
লোকে কয়—জ্ঞানময়, দয়াময়, প্রেমময়,
কিঞ্চিৎ করুণা কর এ দাসের প্রতি ;
ভজন-সাধনহারা, হইয়াছি দিশেহারা,
কৃপা-চক্ষে হের নাথ, অগতির গতি।
তুমি হে অনাথবন্ধু, পতিতপাবন।
শ্রীপদে অভাগা কবি মাগিছে শরণ ॥

বীণাপাণি—৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৪

যীশু-খৃষ্ট

পূতপ্রবাহিণী আহা, 'জর্দ্দানে'র তীরে
ফুটেছিল যেই ফুল প্রকৃতি-কাননে,
বাঁচাইতে কলুষিত মগ্নপ্রায় নরে,
কেন রে শুকাল ? কেন রে লুকাল আজি
সেই সে মহিমাপূর্ণ কীর্ত্তি অমরার ?
একে একে অনন্তের যত লীলারাজি
কেন রে লুকায়, ধরা করিয়া আঁধার ?
স্বরগ-সুষমাপূর্ণ সেই পারিজাত—
অনন্তের অংশ আজি অনন্তে বিলীন—
ছড়াইয়া গেছে হেথা সৌরভ সুজাত,
সঞ্জীবিতে মুগ্ধ নরে জ্ঞান-চক্ষুহীন।
যাও দেব লীলাময়, করুণা-নিধান,
পাইবে তোমার তরে পাপী পরিত্রাণ !

ডাফ্‌ কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড মিষ্টার এ, টমরি মহাশয়ের ইচ্ছায় রচিত ও তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত। ১৩০৪

প্রণয়ীর আশা

(A Lover's Wish)

(৺তরু দত্তের কবিতা হইতে)

বিস্তারি' কালিমামাখা মূরতি ভীষণ
নিঠুর করাল কাল কুটিলতাবশে
বিদায়-চুম্বনে করে বঞ্চিত যখন
রুদ্ধ করি' শ্বাস,—যবে জীব-তারা খসে
আমাদের দেহাকাশে, দেবে কি গো স্থান
অভাগা যুগলে যুগ্ম-প্রস্তরের-তলে
করিতে শয়ন ? আহা, কুসুম-প্রধান—
ফুটিবে কি এক বৃন্তে গোলাপ-যুগলে
উজলিয়া দশদিশি রূপের প্রভায় ?
ছড়াইবে সুধামাখা অপূর্ব্ব সুবাসে !
যেমতি প্রেরিত হবে এই আত্মদ্বয়
ভুঞ্জিতে অনন্ত জ্যোতিঃ প্রেমময়পাশে !
অদূরে বিটপিশাখে কপোত-কপোতী
প্রণয়-স্মারকরূপে করিবে বসতি ?

১৩০৪

বিলাপ

বল, বল ত্বরা করি' কোথা' প্রেমময় হরি,
ধৈরয ধ'রে সখি, রহি কেমনে ?
সখি লো, পরাণ কাঁদে, তাই খুঁজি শ্যামচাঁদে,
সে বিনে ঘুচায় কে মন-বেদনে !
হৃদি মম জ্ব'লে যায়, শুধু শ্যাম-বারি চায়,
ঢালিবে সুধারাশি মম পরাণে।
সে আমার—আমি তাঁর, অন্য কেহ আপনার—
ধরাতে নাহি হায় পোড়া জীবনে !
কেমন ক'রেছে সখি, আমি সদা তাঁরে দেখি,
ঝরে গো মম আঁখি তাঁরি স্মরণে !
প্রাণ কাঁদে উভরায়, মন-চোরা সে কোথায়,
ব্যাকুলা আমি বড় শ্যাম-বিহনে !
হৃদাকাশে শ্যামচাঁদ, পেতেছে মোহন-ফাঁদ,
বিভোলা আমি সদা তাঁরি ছলনে !
মোহন-মুরলী-রবে কুল-মান নাহি র'বে,
পাগল ক'রেছে সে ভব-ভবনে !
সুপ্রভাতে সু-প্রভাতে এলে মোর নিকুঞ্জেতে,
কহিও সখি, তাঁরে মিষ্ট ভাষণে,—
সে আমার মন-প্রাণ, জলাঞ্জলি দিয়ে মান
যায়ব যথা যায় তাঁহারি সনে।

বন্দনা

পেলে আমি বনমালী, মাথায় কলঙ্ক-ডালি
তুলিয়া নিব সখি, অতি যতনে !
পাইলে প্রাণের হরি কি না পারে ব্রজনারী,
কে বা না বাসে ভাল মনমোহনে !
সারা নিশি ধ'রে জাগি আমরা তাহারি লাগি',
কৈ সে আসে না হেথা আপন-মনে !
যেন মোরা জোর ক'রে ল'য়ে আসি করে ধ'রে,
পাই না তবু মন এত যতনে !
তাঁহার নাহি ক দোষ, সব (ই) মম ভাগ্য-দোষ,
অনেকে তাঁরে চায় বিশ্ব-ভবনে !
শ্যামের অনেক আছে, মোর শুধু শ্যাম আছে,
তাহারি লাগি' তাই ঘুরি বিপিনে !
শ্যাম হে প্রাণের সখা, একবার দাও দেখা,
বুঝি বা ফাটে হৃদি তব বিহনে !
অনেক স'হেছি হায়, অবলায় রাখ পায়,
পরাণ-বঁধু এস কুঞ্জ-কাননে !
পেলে সখা তোমা ধনে যমুনা বহে উজানে,
ধীর-সমীর দোলে কদম্ব-বনে !
হাম্বা রবে গাভী সব, শুনিয়ে মুরলী রব,
ধায় গো উচ্চ পুচ্ছে তৃপ্ত পরাণে !

বন্দনা

সকলে ত সুখী হয় পেয়ে তোমা' প্রেমময়,

বঞ্চিত আমি কেন তব চরণে ?

এস, এস কালাচাঁদ, দূর কর অবসাদ,

ডাকিছে রাধা-দাসী তোমারে বনে।

বীণাপাণি, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩০৪

সুশীল

বিমল বিভাতী বায়, মন্দ আন্দোলিয়া কায়,
ধীরে ধীরে কুঞ্জবনে করিতেছে কেলি !
পাখিগুলি শাখি'পরে মনোহর তান ধ'রে
গাহিতেছে নানা রবে মধুর কাকলী !
থরে থরে ফুলকুল, ধরায় নাহি ক তুল,
সৌরভ-অমিয়া ঢেলে করে মন চুরি !
কুসুম-কলিকাবালা, হের ওই করে খেলা,
মন্দ মন্দ সমীরণে উঠিবে মুঞ্জরি' !
মনোরম কুঞ্জবন, মনোরম নিকেতন,
আহা কি সুরম্য হর্ম্ম্য নয়ন-শোভন !
সুসজ্জিত গৃহ সব, মরি কিবা ধব্ ধব্,
আলেখ্য শোভিছে তায় মন-বিমোহন !
কারুকার্য্য-বিনির্ম্মিত, মখ্‌মলে বিমণ্ডিত
সাজান আসনাবলী শোভে সারি সারি!
প্রতিবিম্ব ধরিবারে, সুন্দর দেউল'পরে
সুন্দর মুকুর রাজে প্রতিবিম্বধারী !
সম্মুখেতে সরোবর, হের স্বচ্ছ মনোহর,
দিয়াছে নিকুঞ্জবনে অপরূপ সাজ !
ফুটেছে নলিনীফুল, তায় ছোটে অলিকুল,
মানবসুন্দরী সবে পাইতেছে লাজ !

রাজহংস করে কেলি, সন্তরিছে মীনাবলী,
মলয়া-হিল্লোলে নাচে সরসীসুন্দরী !

তীর'পরে ঝাউ সরু, সারি সারি চাঁপা-তরু
করিয়াছে সরোবরে মনমুগ্ধকারী।

এ হেন নিকুঞ্জ বনে খেলে শিশু ফুল্লমনে,
পাছে পাছে ফিরিতেছে দাসদাসীগণ !

কভু হাসে, কভু কাঁদে, দিনমানে চায় চাঁদে,
কভু বা গম্ভীর ভাবে যোগে নিমগন !

ফুল্ল নবনীত কায় অলঙ্কারে শোভা পায়,
কটিদেশে কটিবন্ধ, গলে হেম-হার,

মাথে হের বাঁধা চূড়া, যেন বৃন্দাবন-চূড়া
হেলে দুলে করে খেলা, নাহি চিন্তাভার !

অতীব সুজন পিতা, তায় গুণবতী মাতা,
সযতনে করিতেছে সন্তান-পালন !

প্রফুল্ল শিশুর চিত, তায় অতি সুশোভিত,
হর্ষফুল্ল পিতামাতা রহে অনুক্ষণ !

প্রফুল্ল শিশু-বালকে— "সুশীল" বলিয়া ডাকে,
প্রফুল্ল সুশীল শোভে প্রীতি-ফুল্ল মনে !

সরসী-লহরীসম, হের শোভা মনোরম,
হাসির ফোয়ারা ছোটে শিশুর বদনে !

বন্দনা

এইরূপে করে খেলা, বাড়িছে জীবন-বেলা,
সুমধুর বাল্যকাল একে একে গত !
বাল্যসনে ধূলা-খেলা, হাসির সে মহালীলা,
হ'তেছে বিলীন, ক্রমে কৈশোর আগত !
কৈশোরেতে অধ্যয়ন করে শিশু প্রাণপণ,
প্রতিভা-কাননমাঝে ক্রমে অগ্রসর !
জ্ঞান-পুষ্প বিলোভক প্রদানিছে নবালোক,
নবালোকে আলোকিত সুশীলসুন্দর !
বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে, সুশীলের বার মাসে,
সর্ব্বোচ্চ-প্রধান স্থান আছে অধিকার !
সুশীল সুবোধ অতি, তায় মাতা গুণবতী,
সাজায়েছে তারে দিয়া নানা অলঙ্কার !
লভিবারে জ্ঞান-রত্ন কৈশোরে সদাই যত্ন,
সদাই প্রমত্ত থাকে জ্ঞান-অন্বেষণে !
বিদ্যা-শিক্ষা নানা মত করিতেছে অবিরত,
বিজ্ঞান-সাহিত্যসেবা বিবিধ বিধানে !
পরীক্ষা-মন্দিরে যায়, কভু না বিফল হয়,
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না সদা তা'র প্রতি !
যে' কর্ম্মে সুশীল ধায়, কৃতকার্য্য সুনিশ্চয়,
জ্ঞান-মার্গে বিশেষতঃ অতি দ্রুতগতি !

ধনীর সন্তান বটে, এ হেন কভু না ঘটে,
দীনের সন্তান প্রতি করা অবহেলা।
সকলেরে মিষ্টভাষে সুশীল সদাই তোষে,
সরল সবা'র প্রতি, নাহি কোন ছলা।
বিদ্যা-শিক্ষা—অধ্যয়নে কৈশোর কাটিল ক্রমে,
সরস যৌবন আসে মৃদু-মন্দগতি !
যেন কোন দেব-বালা করে ল'য়ে ফুল-মালা,
ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সুশীলের প্রতি !
লাবণ্য উথলে যায়, গণ্ড গোলাপের প্রায়,
সুশীল যৌবন-রাগে অতি মনোরম !
শুভ-পরিণয়তরে পিতামাতা যত্ন করে,
সুন্দরী বালিকা খোঁজে ফুলবালাসম !
যৌবনের সনে সনে সুখ-লিপ্সা মনে মনে—
নানা আশা জেগে উঠে সুশীলের প্রাণে !
তীব্র বিষাদের রেখা দিয়াছে আননে দেখা,
চিন্তা-কুহুকিনী ঘন ঢেকেছে বদনে !
সে সুষমা নাহি আর, শুকায়েছে ফুল-হার,
তাই যুবা বহুক্ষণ নিভৃতে কাটায়।
যখন সম্মুখে আসে হাসিতে বয়ান ভাসে,
কিন্তু সে যে বৃথা-হাসি—আঁখিতে জানায়॥

বন্দনা

নর-নারী-সম্মেলন করে যা'রা অনুক্ষণ,
আনিল কুমারী এক সুরবালাসম !
রূপেগুণে অতুলনা, সুধাময়ী সে ললনা,
মন্দার-কলিকাসম অতি মনোরম !
শুভ-পরিণয়-ক্ষেত্রে মিলিত বিবাহ-সূত্রে,
বরমাল্য দেয় বালা সুশীলের গলে !
সুশীলের পাশে বালা, তমালেতে তরুবালা,
অথবা চন্দ্রমা যেন সরসীর জলে।
'মনোরমা' মনোরমা, হৃদি-ব্যথা হরে বামা,
সুশীলের মলিনতা ঘুচায় যতনে !
ফুল্ল মনে করে খেলা, আনন্দের মহামেলা,
আঁখিতে আঁখিতে থাকে সদাই দু'জনে !
যুবক যুবতীসনে করে কেলি ফুল্ল মনে,
ভুলে আছে বাহিরের সংসার-ব্যাপার !
রসেতে অলস তা'রা, প্রেম-মদে মাতোয়ারা,
সদাই প্রফুল্ল মনে করিছে বিহার !
এ হেন রূপের খেলা, প্রমোদের মহামেলা,
সহিল না বিধি-হৃদে, ঘটে পরমাদ !
ঘুচিল সে' রূপ-খেলা, ভাঙ্গিল সে মহামেলা,
অকস্মাৎ বিধি আসি' সাধিল গো বাদ !

সুশীলে সরল-মতি হেরিয়ে সবার প্রতি,
দংশিল কুসঙ্গ-কাল-ফণি ভয়ঙ্কর !
বিমোহন ফণাহার ঢালিল বিষের ধার,
সুশীল সরল-মতি বিষে জ্বর জ্বর !
প্রলোভন নামে বালা, দশ দিশি ক'রে আলা,
ছুটাইল মায়াবিনী রূপের তরঙ্গ !
সুশীলসুন্দর হায়, তায় হাবুডুবু খায়,
বিশ্ব-বিমোহিনী খেলা—যৌবনের রঙ্গ !
সুশীল কু-সঙ্গীসহ ভ্রমিতেছে অহরহ,
সাধের সে কুঞ্জবন—নর্ত্তকী-আলয় !
যে' কুসুমে দেব-সেবা, আজি বিলাসিনী-সেবা,
কি পরিবর্ত্তন হের—সঙ্গ-বিনিময় !
ধন-মান আদি যত ক্রমে হের পলায়িত,
ক্রমে ক্রমে পলাইল শৈশব-ভূষণ !
মধুমাখা সুধা-হাসি আর কভু নাহি আসি'
সাজা'বে সে সুধালয় সুশীল-আনন !
সরলতা-কপটতা, মধুরতা-কঠিনতা,
শৈশবে-যৌবনে হের, কত বিনিময় !
এক চন্দ্রমার হাসি, রবির কিরণরাশি,
মধুরে-কঠোরে কত বিভিন্নতা হয় !

মিথ্যাচার, ব্যভিচার হইয়াছে অলঙ্কার,
রূপ-জীবিনী-প্রণয়—কণ্ঠের ভূষণ!

পবিত্র দেবী-মূরতি, আহা মনোরমা সতী,
না পায় হৃদয়ে স্থান—ঝরিছে নয়ন!

পতি-ভালবাসা ধনি, মনোরমা সীমন্তিনী,
পেয়েছিল যাহা—তাহা কোথায় এখন!

এখন দেখিলে তা'রে সুশীল প্রহার করে,
শুভদৃষ্টি যা'র সনে—বিষের নয়ন।

অলক্ষ্যে নয়ন-জলে ভাসায় সুগণ্ডস্থলে,
সম্মুখেতে দীর্ঘশ্বাস হ'য়েছে সম্বল!

সোহাগের সোহাগিনী, আজি হের বিষাদিনী,
উদাসিনীসম সদা আঁখি ছল ছল!

সতীর সে অপমান বিঁধিল বিধির প্রাণ,
হের শোক-বাণ ত্যজে সুশীলের প্রতি!

অব্যর্থ শর-সন্ধান, বধিল পিতার প্রাণ,
ল'য়ে যায় দিব্যধামে অতি দ্রুতগতি!

কিন্তু হায়, এ কি রীত, হিতে হল বিপরীত,
বাড়িল আনন্দমাত্রা পিতার মরণে!

গৃহে আর নাহি যায়, বাহিরে বাহিরে রয়,
সাধের সে কুঞ্জ-বন নাহি ধরে মনে।

কুঞ্জ-বন বনতুল্য, নহে এবে মহামূল্য,
হতাদর করে সবে, কাছে নাহি যায়।
দিব্য-স্থান ছিল যাহা, আজি হেয়, ঘৃণ্য তাহা,
সংসারের মোহ-মেলা দু'দণ্ডে ফুরায়!
মনোরমা একাকিনী কুঞ্জবনে বিষাদিনী,
সুশীল-জননী হায়, ত্যজেছে জীবন!
একে একে সব গেল, সব খেলা ফুরাইল,
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা হইল পূরণ!
সুশীলের বন্ধু যারা ক্রমে হের সরে তারা,
মধুচক্র ভেঙ্গে গেলে ভৃঙ্গ নাহি রয়!
আজি হের পথে পথে, কোন বন্ধু নাহি সাথে,
ঐশ্বর্য্যের অনাদরে এইরূপ হয়!
কুঞ্জবনে ও কে ধায়, লাল-আঁখি, মত্তপ্রায়,
কারে হের মারে লাথি, বুক ফেটে যায়!
সতী-সাধ্বী মনোরমা, প্রাণ-বায়ু ত্যজে বামা,
ছিন্ন-ব্রততীর মত ভূমেতে লুটায়!
সাধের বাসর হায়, অকালে ভাঙ্গিয়া যায়,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাস্যে সুশীল হাসিল!
অবশেষে বাপী-জলে সুশীল পরাণ ঢালে,
"সুশীল" বলিয়া তোরে কেন রে ডাকিল?
কি কুক্ষণে পিতামাতা ও-নাম রাখিল!

বীণাপাণি ৪র্থ বর্ষ, ১১।১২ সংখ্যাদ্বয়, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০৪

হাসি

কি হাসি হাসিছ তুমি,
হাসিতে জগৎ-আলো !
কুন্দ-দন্ত পরকাশি,'
নয়নে লেগেছে ভালো !
স্বরগ-সুষমাভরা
ও হাসি, যে সুধাহাসি !
প্রাণ-কাড়া, মনোহরা,
আমি বড় ভালবাসি !
কোথা' হ'তে পেলে বল—
ও হেন অমৃতধারা ?
মম হৃদি-শতদল
করিয়াছে মাতোয়ারা !
ও যে গো প্রাণের প্রাণ,
চকিতে চপলা-খেলা!
মরমে মারে রে তান,
বসন্তের মহামেলা !
স্বরগ-প্রসূনে গাঁথা—
ও যে পারিজাতমালা !
সুবাসে ছেয়েছে হেথা,
লুপ্ত জগতের জ্বালা !

বন্দনা

নিদাঘে শীতল বাত—

জগতের তাপহারী!

বসন্তের সুপ্রভাত—

প্রাণ-মন-মত্তকারী!

প্রাবৃটের জলধর—

কর হে জীবন দান!

শিশিরের রবিকর

তুমি হে জগৎ-প্রাণ!

শরতের পূর্ণ ইন্দু—

জগজ্জন-মনোলোভা!

হেমন্তের হিমবিন্দু

দুর্ব্বাদলে কি বা শোভা!

পূর্ণিমা, ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩০৪

বন্দনা

সখার প্রতি

সখে,

যৌবনের প্রথম উন্মেষে,
একদিন বসন্ত-প্রভাতে,
সেই প্রাণ-মনোহরা উষা
এসেছিল নয়নের পথে !

সে' অবধি ত্রিদিব-সুষমা
জাগে সদা নয়নের আগে ;
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমি
মুগ্ধ তার নব নব রাগে !

লোলুপ এ ললাম হৃদয়
সে' বাঞ্ছিত অমরার ধন !
পৃথিবীর সামান্য উন্নতি
নাহি চাহে এ মন-বারণ !

অকূল এ জীবন-পাথারে
আসিয়াছে তরঙ্গ ভীষণ !
সাদরে সে' উর্ম্মিমালে আমি
প্রদানিব প্রেম-আলিঙ্গন !

বন্দনা

কোটী কোটী বিংশতি-বরষ
কাল-স্রোতে ভেসে যায় যা'ক ;
সেই বিশ্ববিমোহিনী ছবি
এ জগতে চির-ফুল্ল থাক !

কার সাধ্য মুছিবারে লেখা—
খোদিত যা' হৃদয়-প্রস্তরে !
কি ছার সে' কাল-প্রবাহিণী,
মুছিবে না জন্ম-জন্মান্তরে !

জীবনের সায়াহ্ন-সময়ে
নাহি চাই স্নিগ্ধ সমীরণ !
নাহি চাই কুসুম-সৌরভ—
জাগাইতে মম সুপ্ত মন !

চাই শুধু সেই উষা-হাসি—
প্রাণ-কাড়া ধীরা সৌদামিনী !
সে আমার আঁধারে-আলোক—
সুখ-শান্তি-আরামদায়িনী !

পূর্ণিমা, ৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৫

উষা-সমাগমে

কি আনন্দ ভাসে এ বিশ্ব-সংসারে,
বসুন্ধরা শ্যামা আলোক-সাজে !
কি আনন্দ আহা ! পূরব গগনে—
মোহন মধুর নূপুর বাজে !

প্রাণকাড়া-রব বিহঙ্গ-ঝঙ্কারে—
ললিত-বিভাস-রাগিণী ভাসে !
পুলকিত তনু শীতল সমীরে,
প্রকৃতি-কাননে কুসুম হাসে !

আলোক-বসনা, ত্রিদিব-সুন্দরী,
প্রবাল-কপোলা—কে তুমি বালা
বিশ্ব-বিমোহিনী ও রূপ-লহরী
জগৎ-সংসার ক'রেছে আলা !

কে দিল তোমায় হে সুর-রূপসি,
ও রূপ-লাবণ্যে অমিত-আভা ?
কোন চিত্রকর তুলিকা-রঞ্জিত
ও হেন সৌন্দর্য্য লোচনলোভা ?

বন্দনা

পবিত্র প্রভায় পুলকিত কায়—
স্নুহাসিনী উষা আসিছে ধীরে !
নখরে ঠিকরে মণি দ্যুতিমান্,
জ্বলে কত শত মাণিক-হীরে !

ওই উষা হাসে অনবগুণ্ঠিতা—
মধুরা অমিয়া ঝরিয়া পড়ে !
ললাম-ললনা ও চারুলতিকা,
রূপ রাশি রাশি জগত-বেড়ে !

আয় বিশ্বরমে, বিশ্ববিনোদিনী,
হৃদয়-রঞ্জিনী, পরাণ-চোরা !
বহুদিনপরে হেরিয়ে তোমারে—
স্নুর বাঁধে বীণা পাগলপারা !

তুমিই আমার স্নুখ-শান্তি-আশা,
জ্বলন্ত-জীবনে জীবন-বিন্দু ;
ঢাল প্রাণে মম অনন্ত ধারায়
করুণার বারি, অমৃত-সিন্ধু !

পূর্ণিমা, ৬বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩০৫

প্রণয়-মগনা

লাজে-ঢাকা তনু সরমবতীর,
আধ আধ ঢাকা সলাজ মুখ!
আবেশে অলস প্রতিমা সতীর,
আধ-আধ-ঢাকা নবীন বুক!

আহা কি মধুরা মোহিনী মূরতি!
আধ-বিধু-মুখে মধুর হাস!
আহা কি মধুরা সরলা প্রকৃতি!
অলস আঁখিতে আঁখির ফাঁস!

কে গো তুমি সতি, নয়ন-রঞ্জিনী,
প'রেছ মধুর সলাজ-বেশ?
কে গো তুমি দেবি, মানস-মোহিনী,
ঢুলিছে সুচারু চাঁচর কেশ?

বল বল দেবি, সলাজ-সুন্দরী,
কি আবেশে তুমি র'য়েছ ভোর?
বোধ হয় যেন—স্বপ্ন-সহচরী,
এখন' র'য়েছে ঘুমের ঘোর!

বল সুহাসিনী, ভাবের ঈশ্বরী,
কোথা' হ'তে পেলে আবেশ হেন?

বন্দনা

আমিও ঘুমাই দিবস-শর্ব্বরী,
ও হেন স্বপন দেখি না কেন ?

ও কি গো ত্রিদিব-সুধা-সঞ্জীবনী,
আরামদায়িনী অমিয়ধারা ?
পিয়ে যাহা তুমি জীবিত-রূপিণী,
আবেশে বিভোরা মুগুধাপারা ?

দেবতা-দুর্ল্লভ ওই সুধারাশি—
কোথায় পাইলে রূপসী বালা ?
কবির নয়নে লাগায়েছে ফাঁসি—
আলু থালু ওই রূপের ডালা !

কিম্বা উহা সেই, হে মুগ্ধ-নয়নে,
অমর-বাঞ্ছিতা পীরিতি-লতা—
জড়া'য়ে ধরিয়া ও লো বরাননে,
হরিয়াছে তব হৃদয়-ব্যথা ?

তাই বুঝি, আজি প্রফুল্ল আননে
প্রেমালস-আঁখি করে ঢল ঢল !
তাই তোমা' হেরে অধীরনয়নে,
প্রেমহীন চোখে ঝরিছে জল !

পূর্ণিমা, ৬ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩০৫

শান্তি

কোথা' শান্তি এ সংসারে—বৃথা অন্বেষণ !
বিষাদ-কালিমামাখা এই বসুন্ধরা !
শান্তি-আশে কেন জীব করিছ ভ্রমণ ?
কোথা' পাবে শান্তি-বারি—এ যে শুষ্ক ধরা !
ওই দেখ—কত শত মানব-হৃদয়,
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ শান্তির আশায়,
মগ্নপ্রায়-জীব-মত করিছে আশ্রয়
অতীব সামান্য তৃণ—সকলি বৃথায় !
ভ্রান্ত জীব, পা'বে শান্তি বিলাস-বৈভবে ?
শান্তিতরে ভালবাস রমণীর রূপ ?
কাল-অলি-মধুপানে সব লীন হ'বে ;
জান না কি এ জগতে সকলি বিরূপ ?
দয়াময়-নাম শুধু শান্তির আধার !
হরি, সত্য-সনাতন—কর জীব সার !

উদ্বোধন—১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০৬

উপেন্দ্রচন্দ্র-স্মৃতি

আজি মহাষ্টমী-নিশি, মাতিয়াছে দশ-দিশি,
মহানন্দে মগ্ন যত বঙ্গ-নরনারী।
চৌদিকে বাজিছে ঢোল, আনন্দের মহাগোল,
শোভিছে আনন্দময়ী গৃহ-আলো করি' ॥

এ কি হ'ল অকস্মাৎ, শিরে কেন বজ্রাঘাৎ,
হরিষে বিষাদ কেন ও গো মহামায়া।
না পোহা'তে শুভ-নিশি কোথায় 'উপেন্দ্র'-শশী
পলাইল চারিদিক আঁধার করিয়া ॥

অয়ি নদি ভাগীরথী, স্রোতস্বিনী, পূণ্যবতী,
কা'র ভস্মরাশি আজি তব কলেবরে।
এ ত নহে মহেশের— প্রাণখোলা পাগলের—
সে' বিভূতি—শোভে যাহা সিত-গাত্র'পরে ॥

ও মা সুরতরঙ্গিণি, ভোগবতি, মন্দাকিনি,
এ' যে তোর তনয়ের চিতা-ভস্মরাশি।
কোথায় চ'লেছ সতি, অঙ্কে ল'য়ে সুত-স্মৃতি,
ওই হের কাঁদে মাতা, যত পুরবাসী ॥

মহাষ্টমী—৩০শে আশ্বিন, ১৩০৬

বন্দনা

কাঁদে নরনারীবৃন্দ, কোথায় 'উপেন্দ্রচন্দ্র',
চারিদিকে হা-হুতাস আজি তোমা'তরে।
তব 'নাট্য-সম্প্রদায়' করিতেছে হায়-হায়,
তা'দের সকল ভার তোমার উপরে॥

কা'রে দিয়ে সেই ভার চলিলে নটের সার,
কে আর হইবে আজি ও হেন সহায়।
অহোরাত্র অকাতরে পরিশ্রম কে বা করে,
তোমার সমান নেতা পাইবে কোথায়॥

তাহাদের নিন্দা শুনি', আপন প্রমাদ গণি',
কে আর নিন্দুকদলে করিবে লাঞ্ছনা।
নিজ-পরিবারমত অভিনেতা দল যত—
কে গণিবে? কে করিবে অপার করুণা॥

ভীমরূপে 'ভীম'-বেশে রণ-স্থলে মহোল্লাসে
কে করিবে অভিনয় শ্রবণ-রঞ্জন।
'নরাধম রে বর্ব্বর, দ্বার পরিত্যাগ কর'—
কে আর গম্ভীর স্বরে শুনা'বে এখন॥

'জয়দ্রথ, ত্যজ অস্ত্র'— কে হইয়ে মহাব্যস্ত
শুনা'বে সে' শোকাকুল অনুনয়-ধ্বনি।
আহা—'দন্তে তৃণ করি'— গীত শ্রুতি-সুখকরী
কে গাহিবে আর হেথা অপূর্ব্ব রাগিণী॥

উঠ দেব, হের আর, সাধের 'পুস্তকাগার'—
তোমারি অভাবে আজি চালকবিহীন॥
নাহি হেথা' হেন জন করে তার সুযতন—
তুমি তার একমাত্র আচার্য্য প্রবীণ॥

আজি সব সভ্যগণে মিলিয়াছে একস্থানে,
তোমার বিরহে তারা আকুল ভাবিয়া।
সমিতি-'মন্দির'তরে সবে বহুযত্ন করে,
ভূমি যার ক্রয় করি' গিয়াছ চলিয়া॥

তোমার গুণের কথা কি আর কহিব হেথা,
বাল-বৃদ্ধ তব তরে সবে মুহ্যমান!
যাও দেব, যাও তথা, কর্ম্ম-রথিগণ যথা
রহিয়াছে তব আশে হ'য়ে আগুয়ান!

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সম্পাদক ও গীতাভিনয় সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

শিশুগণের প্রাতঃস্তব

হে ঈশ্বর, প্রণিপাত করি তব পায়।
সুপ্রভাত হ'ক আজি তোমার কৃপায়॥
তুমি রবি, তুমি রুদ্র, তুমি সমুদয়।
তোমা' হ'তে হয় এই বিশ্বের উদয়॥
তুমি কালী, তুমি কৃষ্ণ, তুমি গণপতি।
থাকে যেন আমাদের তব পদে মতি॥
তুমি রাম, বলরাম, বুদ্ধ-নরেশ্বর।
তুমি যীশু, মহম্মদ, আচার্য্য শঙ্কর॥
তুমি গোরা মাতোয়ারা প্রেম-অবতার।
রামকৃষ্ণ-রূপে পুনঃ ধরায় প্রচার॥
তোমার যে কত নাম কোথা' সংখ্যা তার।
কত-রূপে কর তুমি জীবের উদ্ধার॥
বুঝিতে শকতিহীন আমরা বালক।
অনন্ত তোমার খেলা হে বিশ্ব-পালক॥

তত্ত্বমঞ্জরী, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩০৭
প্রতিবাসী ১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৮

স্মৃতি

ও-পারে বেলুড়-মঠে কা'র চিতা জ্বলে রে—
কার চিতা জ্বলে ?
কে ওই পুরুষবর, বেষ্টিত অমর-নর,
ত্যজিল এ ধরাধাম, মুখে হাসি খেলে রে—
মুখে হাসি খেলে ?
আজি ভাগীরথী-তীরে কে ওই শয়ান রে—
কে ওই শয়ান ?
বেলুড়ে আনন্দ-গেহে নিরানন্দ-স্রোত বহে,
কেন রে, চলিল কোন পুরুষ-প্রধান রে—
পুরুষ-প্রধান ?
এ কি গো মা ত্রিপথগে, কা'র স্মৃতি-আশে মা—
কার স্মতি-আশে ?
তনয়ে করিয়া কোলে এসেছ যাইতে চলে,
কারে মা লইয়া যাবে কৈবল্য-আবাসে মা—
কৈবল্য-আবাসে ?
কে গো তুমি মহাজন ছাড়িলে সংসার গো—
ছাড়িলে সংসার ?
পশু-পক্ষি-তরু-লতা গায়িছে তোমার গাথা,
কে তুমি আনন্দময় আনন্দ-আধার গো—
আনন্দ-আধার ?

কে তুমি আচার্য্য দেব, জ্ঞান-গরীয়ান্ গো—
জ্ঞান-গরীয়ান্ ?
বুদ্ধি-রথ-আরোহণে হারায়েছ জগ'জনে ;
বিরাট সে' ধর্ম্মক্ষেত্রে কে ছিল সমান গো—
কে ছিল সমান ?

যোগীন্দ্র হ'য়েও তুমি ভক্তচূড়ামণি গো—
ভক্তচূড়ামণি ;
যে' দেশে গিয়েছ তুমি, পবিত্র সে' দেশ-ভূমি ;
গেয়ে 'তত্ত্বমসি'-গান রাখিলে অবনী গো—
রাখিলে অবনী।

শত শত ভ্রান্ত জনে করিলে উদ্ধার গো—
করিলে উদ্ধার ;
দিয়া জ্ঞান-রত্ন-ধনে, শাস্ত্র-জ্যোতিঃ-বিকিরণে,
অপূর্ব্ব ভাষায় তব নাশিলে আঁধার গো—
নাশিলে আঁধার।

শ্রীমুখ-নিঃসৃত-ভাষা অমৃত-সমান গো—
পীযূষ-সমান।
জগতের বুধজনে স্তম্ভিত সে' ভাষ শুনে ;
ষট্‌চক্র-ভেদ-ব্যাখ্যা নাশিল অজ্ঞান গো—
নাশিল অজ্ঞান।

ধর্ম্মের তরঙ্গ তব ব্যাপিল ধরণী গো—
ব্যাপিল ধরণী।
ভিন্ন জাতি নরনারী বাজায় ধর্ম্মের ভেরী ;
বেদান্ত বেদান্ত রব ছাইল অবনী গো—
ছাইল অবনী।

বেদান্ত-নিশান ল'য়ে গিয়েছ যেখানে গো—
গিয়েছ যেখানে ;
চারিদিকে জয়-রব, এক-মত হ'ল সব ;
ব্রহ্ম সত্য, মিথ্যা সব—জেনেছে সেখানে গো—
জেনেছে সেখানে।

জগৎ শিখেছে দেব, তোমার সদনে গো—
তোমার সদনে—
নর-হিত-ব্রত-ধর্ম্ম— জীবের প্রধান কর্ম্ম,
অপূর্ব্ব সে আত্মত্যাগে মুগ্ধ জগ'জনে গো—
মুগ্ধ জগ'জনে।

"উঠ-জাগো"—মহাগান গাহিবে কে আর গো—
গাহিবে কে আর ?
'না পেলে ফিরো না কভু, যায় যাবে বর বপু'—
উদ্বোধন-মহামন্ত্র দানিবে কে আর গো—
দানিবে কে আর ?

বন্দনা

এস দেব, দেখ এসে তব 'উদ্বোধনে' গো—
তব 'উদ্বোধনে'—
'প্রবুদ্ধ-ভারত' আজ— দূরে ফেলে সব কায,
"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—গাহিছে সঘনে গো—
গাহিছে সঘনে

নিত্যসিদ্ধ ছিলে তুমি—কহে বুধ-জন গো
কহে বুধ-জন
বিশ্বগুরু 'রামকৃষ্ণ' হ'য়ে তব প্রেমাকৃষ্ট—
দিল মহামন্ত্র—যাহে উদ্বুদ্ধ ভুবন গো—
উদ্বুদ্ধ ভুবন।

বিবেক-বৈরাগ্য তব নিত্য-সহচর গো—.
নিত্য-সহচর।
ভবের মোহিনী মায়া স্পর্শিল না তব কায়া,
অনায়াসে চ'লে গেলে ব্রহ্মের গোচর গো—
ব্রহ্মের গোচর।

ধর্ম্মের যে' মহাবীজ করিলে বপন গো
করিলে বপন,
আজি শোভে ফুলে-ফলে, নরনারী কুতূহলে
তাহার আশ্রয়ে দেব, করিছে ভ্রমণ গো—
করিছে ভ্রমণ।

অকালে সে' সব ফেলে কেন তিরোধান গো—
কেন তিরোধান ?
'ভাব্দা-অনাথাগারে' ডাকে শিশু সকাতরে,
'কঙ্খলে' সন্ন্যাসিবৃন্দ গায় তব গান গো—
গায় তব গান।

দেশের চৌদিকে যবে হাহাকার রব গো—
হাহাকার রব ;
কে ভাসি' নয়ন-জলে পাঠাইবে নিজ-দলে,
দুর্ভিক্ষ-বন্যায়-রোগে ভেসে যাবে সব গো—
ভেসে যাবে সব।

কি অপূর্ব্ব প্রেম তব জীবের লাগিয়া গো—
জীবের লাগিয়া।
মার্কিন-ইংলণ্ডবাসী- কোল-ভীল-সিংহলিসী—
হরষিত ছিল সবে তোমারে পাইয়া গো—
তোমারে পাইয়া।

অধম বাঙ্গালী জাতি—সবে ঘৃণ্য ভাবে গো—
সবে ঘৃণ্য ভাবে।
সেই কুল পবিত্রিয়া, উচ্চে বাঁধি' তব হিয়া
রাখিলে হিন্দুর মান জগৎ-সকাশে গো—
জগৎ-সকাশে।

বন্দনা

হিন্দুর গগনে তুমি রবি দ্যুতিমান্ গো—
রবি দ্যুতিমান্।
দ্বিতীয় শঙ্কর তুমি, কি আর কহিব আমি,
যে জেনেছে—সে পেয়েছে তাহার সন্ধান গো—
তাহার সন্ধান।

তুমি না উদিলে দেব, হিন্দুর আকাশে গো—
হিন্দুর আকাশে;
নিভে যেত' শাস্ত্রজ্যোতিঃ—হিন্দুর মহিমাভাতি—
জড়বাদী এ জগতে কে আর প্রকাশে গো—
কে আর প্রকাশে?

জ্বালিয়া জ্ঞানের দীপ ভারত-আঁধারে গো—
ভারত-আঁধারে—
অকালে মোদের ফেলে, গেলে দেব, গেলে চ'লে,
কেমনে জ্বলিবে দীপ সেই দীপাধারে গো—
সেই দীপাধারে?

তব প্রদর্শিত পথে চ'লেছে যাহারা গো—
চ'লেছে যাহারা—
আশীর্ব্বাদ কর তুমি, হে বিবেকানন্দ স্বামী,
বীর্য্যবান, শক্তিমান হউক তাহারা গো—
হউক তাহারা।

বন্দনা

কিসের ভিখারী মোরা আছে তব জানা গো—

আছে তব জানা।

কি আর কহিবে দাস, নাহি অন্য অভিলাষ,

অনন্ত জ্ঞানের তব দাও এক কণা গো—

দাও জ্ঞান-কণা।

উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩০৯

তর্পণ

আজি সেই দিন, যে দিনে আমার
প্রাণের দেবতা চলিয়া গেছে !
আজি চতুর্দ্দশী, সেই মহানিশি,
এখন(ও) আঁধারে ছাইয়া আছে !
ঘন অন্ধকার, চৌদিকে আঁধার,
ঘোর তমিস্রায় ধরণী ঘেরা !
নিশি তমোময়ী, নীরব অবনী,
শুধু ঝিল্লি-রবে প্রকৃতি ভরা !
এমন আঁধারে, এমন নিশায়
কা'রা ওরা আসে নদীর পারে ?
ভাগীরথি-বক্ষে ক্ষুদ্র নৌকা ধায়—
কি সংবাদ ল'য়ে, জানা'তে কা'রে ?
পরদিন প্রাতে শুনিল জগৎ
নিদারুণ সেই নিঠুর বাণী !
আনন্দের হাট ভাঙ্গিল রে আজ,
শুনিল, কাঁদিল জগৎপ্রাণী !
শেলসম বিদ্ধ হৃদয়ে আমার,
কারে জানাইব মরম-কথা ;
বুক চিরে গেছে, শুধু প্রাণ আছে
গায়িতে তাঁহার(ই) পবিত্র গাথা !

জগতের গেছে, কাঁদুক জগৎ,

তাহাতে আমার কি ক্ষতি হবে !

সহায়-ভরসা নাহিক আমার—

তিনি ছাড়া কেহ বিপুল ভবে।

ভিখারীর ধন করিল হরণ,

ও রে তো'রা কেউ দিলি না বাধা !

তোমরা মানব, স্বর্গদেব সব—

তাদের(ও)কি আজ লাগিল ধাঁধাঁ !

জানি স্বার্থপর এ জগতে সবে,

চাহিব না কিছু কাহার(ও) কাছে ;

গুরুদেব মম প্রাণের ঈশ্বর—

কাঁদিয়া ধাইব তাঁহার(ই) পাছে।

এস, এস দেব, হে আনন্দময়,

একবার মোরে দেখিয়া যাও।

বৎসরেক পরে সে' পবিত্র স্মৃতি

অভাগার হৃদে জাগা'য়ে দাও।

প্রতিভা-প্রদীপ্ত বদনমণ্ডল

রঞ্জিত ধর্ম্মের অরুণ-রাগে !

জ্ঞান-বিস্ফারিত নয়নযুগল

কে আর ধরিবে নয়ন-আগে !

কূট-নীতিদলে পদেতে দলিয়া,
প্রচারি' সত্যের সুনীতিরাশি—
ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা ঘোষিয়া,
কে আর সম্মুখে দাঁড়া'বে আসি' !

নূতন আলোকে করি' আলোকিত—
দেখাইলে জীবে নূতন পথ।
অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান করি' প্রচারিত—
বুঝাইলে সেই পুরাণ মত !

মহাজড়বাদী আজি এ জগতে
নূতন নূতন সকলে চায়।
একটু নূতন পাইলে কোথাও—
উন্মাদের মত নাচিয়া ধায়।

মানব-মনের নিগূঢ় বুঝিয়া
প্রচারিলে তুমি সে' সব কথা,
নূতন রচিয়া নূতন ভাবেতে—
ঋষিরা গায়িল যে' সব গাথা !

আপন-জীবন করিয়া অর্পণ,
যুঝি' জগতের কাঠিন্যসনে,
বুঝেছিলে তুমি সুখ-দুখ মিছে,
শুধু অজ্ঞানতা মানব-মনে !

সুখ-দুখ বলি' নাই কিছু হেথা—
যাহা ল'য়ে ব্যস্ত মানব-মন ;—
দ্বারে দ্বারে ফিরি' বুঝা'তে সে কথা—
তাই ক'রেছিলে জীবন-পণ।

শুধু অজ্ঞানতা, অবিদ্যা-আশ্রয়,
তাই গো জগৎ লাঞ্ছনাময় !
(তাই) প্রেমানন্দময় প্রেমের সংসারে,
জগতের জীব প্রসন্ন নয় !

নাশিতে আঁধার আসিলে আবার—
বিলাইতে জ্ঞান-রতনধন।
বস্তু-জ্ঞান দিয়া—দুঃখ বিমোচিয়া,
তুলিয়া ধরিতে পতিত-জন !

সদা সন্ত্রাসিত অজ্ঞান মানবে
দিয়াছিলে তুমি অভয়-বাণী।
"তত্ত্বমসি" শুনে তড়িৎ-প্রবাহে
দাঁড়া'য়ে উঠিল পতিত-প্রাণী।

"একা মাত্র আমি এ মহাজগতে—
আর কে বা আছে আমার'পরে"—
এই মহাসত্য দ্বারে দ্বারে গিয়া—
কে আর জানা'বে জীবেরে ধ'রে !

পর, পর বলি' নাই যে গো কেহ—
সকল(ই) আনন্দময়ের ছবি !
তাই পর-সেবা—দিলে মহামন্ত্র,
যাহে ফুটে উঠে প্রাণের রবি !

তাই সেবাশ্রম, অনাথ-আগার,
তাই দুর্ভিক্ষের মোচনে আশ !
তাই অদ্বৈতের মহিমা ঘোষিতে
চারিদিকে আজি "অদ্বৈতবাস" !

তাই সিন্ধুতীরে, ভূধর-শিখরে,
দ্বীপ-দ্বীপান্তরে নুতন কথা !
কুমার-সন্ন্যাসী ধায় উপবাসী,
দিতে জনে জনে নূতন গাথা !

তাই উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ ভুবন,
প্রবুদ্ধ-ভারত জাগায় সবে !
তাই ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মের মহিমা
প্রচারে জগতে মহান্ রবে !

চিকাগোর সেই ধরম-সভায়
হ'য়েছিল যেই শঙ্খের ধ্বনি,
আজ (ও) চারিদিকে বাজে মোর কাণে—
সে' অপূর্ব্ব শুভ শিবের বাণী !

বন্দনা

বেদান্তের কথা—হৃদে হৃদে গাঁথা,
বেদান্তের প্রাণে প্রাণিত তুমি ;
বেদান্তের সেই পূর্ণ অবতার—
"রামকৃষ্ণ" ছিল তোমার স্বামী।
"দাও দাও দাও—ফিরে নাহি চাও"—
এই মহামন্ত্র দিয়াছ জীবে!
"চূর্ণ স্বার্থ-মান—হৃদয়-শ্মশান,
তবে ত তাহাতে নাচিবে শিবে"!
ব্রত-ত্যাগ-জপ, তপস্যা কঠোর
করি' জেনেছিলে জীবনে সার—
প্রেম-নামে তরি করে পারাপার,
প্রেম-বিনা কিছু নাহি ক আর!
তাই যাচি ভিক্ষা—দাও, জ্ঞান দাও,
প্রেম-শতদল ফুটুক হৃদে!
আত্মপর-ভুলে ডুবে যাই আমি
প্রেমের পবিত্র আনন্দ-হ্রদে।
বৎসরেকপরে করিনু তর্পণ
দীনহীন আমি, নাই ক জ্ঞান।
দয়া করি' তুমি লহ, লহ দেব,
প্রেমহীন দেয় প্রাণের দান।

আষাঢ়-কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী—উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ১৫ই আশ্বিন, ১৩১০

ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ

পূরব দুয়ার খুলে কে এল রে ধীরে ধীরে,
জ্বালিয়া জ্ঞানের দীপ আঁধার বঙ্গের ঘরে।
নিখিল চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ, কে তুমি গো মহামতি,
দ্বিতীয়-ভাস্করভাতি বিশ্বভূমি আলো করে।
হেরে সে' আলোকরাশি চমকিত বিশ্ববাসী,
চাহিয়ে মানবপানে আত্মার স্বরূপ হেরে।
শুনেছি পণ্ডিতপাশে, এ আলোক কভু আসে—
দিতে "তত্ত্বমসি"-বার্ত্তা, জাগা'তে অজ্ঞান নরে।
শুনিনু এ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, পুনঃ ভাসাইতে ক্ষিতি,
দিতে সেই তত্ত্ব-ভাতি উদিত ভারত-দ্বারে।
তাই আজি লোকময় আনন্দের ধারা বয়,
এ সংবাদ সুধাময় বিলাইতে ঘরে ঘরে।

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী—১৩১০

উদ্বোধন, ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১০

আত্ম-নিবেদন

কি ছিনু, কি হ'য়েছি এখন !
মনে পড়ে এই বাণী— কাঁদিয়ে উঠে গো প্রাণী,
মুখে মোর সরে না বচন।

কি কহিব—ভাষা না জুয়ায় !
বাল্যের সে পবিত্রতা, প্রেমেমাখা সরলতা—
আর কভু হৃদি নাহি পায় !

উৎসাহ সে অসীম অপার!
মনে নিত্য নব আশা, প্রতি জীবে ভালবাসা,
প্রতি কার্য্যে আশার সঞ্চার !

নব নব বিদ্যা উপার্জ্জন!
সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, হ'ত পূর্ণ মনোরথ,
যে' সঙ্কল্প ক'রেছি যখন !

নাহি কিছু ছিল গো গোপন !
ছিনু এক মুখে-মনে, সমভাব জনে-জনে,
সকলেরে হেরেছি আপন !

ফুল্ল-ফুল-কোমল পরাণ !
মধু-গন্ধে হৃদিভরা, মন মম মাতোয়ারা,
এবে সব ক'রেছে পয়াণ !

এবে হৃদি শূন্য চারিধার !
নাই সে' সরল মন, নাই সে' সন্তোষ-ধন,
এবে তথা দৈত্যের সংসার !

হা বিধাতঃ, হ'ল এ কেমন !
হৃদয়ের দেব-বৃত্তি কেন নাহি পায় স্ফূর্ত্তি,
যাহে সব হেরেছি আপন !

এবে ক্ষুদ্র "আমি" করি' সার,
আত্ম-সুখ অন্বেষণে মন রত প্রাণপণে,
নাহি বিন্দু উদারতা তার !

বাসনায় বিকল পরাণ !
সাগর-লহরী মত উঠে পড়ে অবিরত,
অন্বেষণে পেয়েছি সন্ধান !

যত কিছু এবে ভাবে মন,
নব নব বাসনায় যে'দিকে যে'দিকে ধায়,
মূলে তা'র কামিনী-কাঞ্চন !

এই যুগ্ম-নাগপাশে বাঁধা,
ইচ্ছা করি শতবার যাই চ'লে এর পার,
নাহি পারি—কি বিষম ধাঁধা !

বন্দনা

বার বার সুধাইছি মনে,
এই কি প্রাণের আশ, নাহি অন্য অভিলাষ—
মন তাহা স্বীকার না মানে !

মন কহে—নাই এ বাসনা !
শুধু সংস্কারবশে, আজীবন নানা রসে
ঘুরিতেছি—এ কি বিড়ম্বনা !

কোথা' গুরু—জ্ঞানের আধার,
এস প্রভু দয়াময়, নাশ সংস্কারচয়,
করি শুধু ভরসা তোমার !

দাও শক্তি—ও হে শক্তিধর,
হে বিবেকানন্দ স্বামী, তুমি দেব অন্তর্য্যামী,
তব কাছে মুক্ত এ অন্তর !

হৃদয়ের তম করি' নাশ,
দাও খুলে জ্ঞান-পথ, হ'ক পূর্ণ মনোরথ,
চ'লে যাই কৈবল্য-নিবাস !

'উদ্বোধন', ষষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

বাৎসরিকী

গেল গেল গেল   বরষ চলিয়া,
  কি করিনু আমি তোমার লাগি' !
বৎসরেকপরে জাগা'তে সে' স্মৃতি—
  চিদাকাশে তাই উঠিলে জাগি' !
কে ভাবিবে আর   অভাগারতরে,
  তুমি না ভাবিলে করুণাসিন্ধু।
তুমি মুক্তা মাত্র   এ হৃদি-সাগরে,
  নাহি তাহে আর রতনবিন্দু ॥
অপার করুণা,   নাহি ক তুলনা,
  জাগা'তে ধরার পতিত-জনে।
কভু একাশনে,   কভু অনশনে,
  ভ্রমিলে ধরার নগরে-বনে ॥
যে' বাণী হৃদয়ে   জাগিত সতত,
  জাগাতে সে' বাণী নরের মনে—
করি' প্রাণপণ,   স্বার্থ-ত্যাগ শত,
  ব্যস্ত ছিলে দেব, যামিনী-দিনে—
হিমালয়-হৃদি   অগাধ কন্দরে
  শুনেছিলে যেই প্রণব-ধ্বনি—
'অস্তি'-'ভাতি'-'প্রিয়'—অপরূপ স্বরে,
  উদ্বুদ্ধ যাহায় তোমার প্রাণী—

রম্য-বৃন্দাবন- মাধব-নিকুঞ্জে
'পিতম-পিয়ার' অপূর্ব্ব গান—
শুনেছ ধ্বনিত— যাহা কুঞ্জে কুঞ্জে,
যাহাতে নাচিত তোমার প্রাণ—

নদীয়ার গোরা ভাবে মাতোয়ারা,
প্রেমের নর্ত্তন-তরঙ্গলীলা—
যে' ছবি তোমার প্রাণ-মনোহরা,
মানস-নয়নে করিত খেলা—

গুরু নানকের সেবকগণের
অপূর্ব্ব 'ওয়াই গুরু কি ফতে'—
যে বাণী শুনিয়া নাচিত সে হিয়া,
ব্যস্ত ছিলে যাহা মানবে দিতে—

বেদান্ত-বৃক্ষের অনন্ত ছায়ায়
'তত্ত্বমসি'-গীত কেহ বা গায়।
ঘটে-পটে প্রাণ কেহ বা জাগায়,
কেহ বা নামের মহিমা গায়॥

অদ্বৈতের ভাব করি' নিরীক্ষণ,
প্রাচীন নবীন সকল পথে,—
জগতের জীব করি' সম্ভাষণ
বুঝাইতে এই নূতন মতে॥

যেই সব কথা ছিল হৃদে গাঁথা,
বুঝাইতে তাহা মানবগণে।
আপন জীবন করি' সমর্পণ—
ভ্রমিলে ধরায় যামিনী-দিনে ॥

অসহায় দেব, ছিন্ন-বাস ধরি'
অনন্ত-তুষার-আবৃত দেশে।
'তত্ত্বমসি'-বার্ত্তা দিতে জনে-জনে—
অনশনে কত' স'য়েছ ক্লেশে ॥

'নহি নহি নহি মেষ-শিশু মোরা,
সিংহের কুমার জগৎমাঝে'—
এই মহাবাণী জীব-মাতোয়ারা
অন্য কা'র আর শ্রীমুখে রাজে ?

'অনন্তের মোরা সবে অধিকারী,
প্রেমসিন্ধুনীরে হৃদয়ভরা'—
এই মহাতত্ত্ব প্রাণোন্মাদকারী,
মানবমনের তিমিরহরা—

কে আর দানিবে, কে আর কহিবে—
উঠ, জাগ জীব, প্রস্তুত হও !
কে আর কহিবে মানবে-মানবে—
অভীপ্সিত বর ত্বরায় লও !

শুনিয়াছি দেব, ছিল তব ব্রত—
ভারতে করিতে ধর্ম্মের গুরু।
হইয়াছে দেব, সে কার্য্য-সাধন,
শোভিছে হিন্দুর ধরম-মেরু ॥

ব্রাহ্মণ-ইতর জাতির উন্নতি—
ছিল তব দেব উদ্দেশ্য আর।
দরিদ্র-অনাথ— ইতর-সংহতি—
পেয়েছে সন্ধান, পেয়েছে তার ॥

আচণ্ডাল জীব সবে অধিকারী
উন্নত করিতে আপন প্রাণ—
পেয়েছে এ তত্ত্ব জীব-হিতকরী—
ছড়ায়ে প'ড়েছে নূতন জ্ঞান ॥

তাই আজি তব গুরুভ্রাতৃগণ
চ'লেছে তোমার চালিত পথে।
স্মরি' ইষ্টদেব যুগল-চরণ—
ঢেলেছে জীবন মহান্ ব্রতে ॥

দ্বারে দ্বারে ফিরে ল'য়ে জ্ঞানরাশি—
তুলিতে জগৎ-পতিতজনে।
দ্বারে দ্বারে ফিরে সাজিয়া সন্ন্যাসী,
পূরিল জগৎ মঙ্গল-গানে ॥

বন্দনা

জীব-সেবা-ব্রত করিয়া ধারণ—
ভ্রমিছে তাহারা ভুবনময়।
নারায়ণ সেবা করে নারায়ণ—
তোমার (ই) সে' শিক্ষা প্রচার হয়॥

কবে হবে দেব,' সে দিন আমার,
স্মরিয়া রাজীব চরণ ছুটি,—
অনাথের মত সেবিব অনাথে—
জ্ঞান-সূর্য্য হৃদে উঠিবে ফুটি' !

যাবে অহমিকা, হবে তিরোহিত
অধম মনের তিমির ঘোর !
কবে হ'বে দিন, সাধি' জীব-হিত
ঝরিবে নয়নে প্রেমের লোর !

দিয়াছ অনেক বহু জনে দেব,
দাও কিছু এই পতিত-জনে।
খুলে যাক্ তা'র হৃদয়-ভাণ্ডার—
সেও কিছু দিক্ স্বজনগণে॥

উদ্বোধন, ষষ্ঠ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১১

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিরচিত।

দেব-বোধন

কেন আজি দেবগণ বাজায় দুন্দুভি ঘন ?
কেন আজি, কেন আজি পুলকিত জগ'জন ?
মহর্ষি-চারণগণ করে কা'র সম্বোধন,
আঁধার ভারতে পুনঃ হ'ল কা'র আগমন !
কে তুমি গো বীরাগ্রণি, ধর্ম্মের কৌস্তুভ-মণি
জ্বলে যেন দিনমণি হইয়ে শিরোভূষণ !
জ্ঞান-বর্ম্মে ঢাকা তনু, হৃদে ভক্তি-স্রোত অনু,
করেতে কর্ম্মের ধনু, বিজিত হে বীরগণ !
সমর-সঙ্গীত তব— 'তত্ত্বমসি'-মহারব,
শুনি' ধর্ম্ম-বীরসব ছাইল হে ত্রিভুবন!
যখনি হে বিশ্বরূপ, ভুলে নর স্ব-স্বরূপ,
ধরি' তমোনাশী রূপ জাগাও পতিত-জন !
বিবেক-আনন্দ নাম, বিবেক-বৈরাগ্য-ধাম,
বিজিত-কাঞ্চনকাম—বন্দিত-ধার্ম্মিকগণ !

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩১১

উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১১

রামকৃষ্ণ-জন্মতিথি

জগতের প্রান্তভাগে বাঙ্গালীর দেশে
পবিত্র জনম ল'য়ে এসেছিলে তুমি !
কি জানি, কি মন্ত্র-বলে অশ্রু-জলে ভাসে
স্মরিয়া সে পূত-কথা আজো বঙ্গভূমি !
কি জানি, কি মহাব্রত করিয়া ধারণ,
মাতাইয়া ত্যাগ-মন্ত্রে বাঙ্গালীর প্রাণ,
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-মর্ম্ম করিলে জ্ঞাপন—
তাই বিশ্বে বেজে উঠে সমন্বয়-গান !
ভাগীরথীতীর-পীঠে, পঞ্চবটীতলে,
তুচ্ছ করি' জগতের অনিত্য বৈভব,
যোগাসনে মহাতত্ত্ব লভি' যোগ-বলে
বিলায়েছে যেই জন মহারত্ন সব—
আজি তাঁ'র হ'বে পূজা—সেই জন্ম-তিথি !
এস, এস বিশ্ববাসী, করি গো প্রণতি ।

তত্ত্ব-মঞ্জরী, দশম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

'কামার-পুকুর' গ্রাম নহে মানুষের ধাম,
প্রভু-দেব জন্মিল যথায়।
চেয়ে দেখ বিশ্ববাসী, উথলে আনন্দরাশি
'ক্ষুদিরাম'-গৃহ-আঙ্গিনায়॥

কে গো দেব জ্যোতিষ্মান, গায় ধরা তব গান,
ও কি দেখি বরাঙ্গে তোমার।
চারিদিক জ্যোতির্ম্ময়, নিবসে দেবতাচয়,
এ কি নব মূরতি এবার॥

শিব-শক্তি সহস্রারে আনন্দে বিরাজ করে,
নারায়ণ ললাট-ফলকে।
অপূর্ব্ব হেরম্ব-ছবি, ধক্ ধক্ জ্বলে রবি,
হেরে রূপ পরাণ চমকে॥

রাম-শ্যাম একাধারে মরি কি বিরাজ করে,
পুনঃ হেরি শ্রীবুদ্ধ-গৌতমে।
শিবরূপী সে শঙ্কর শোভে যেন দিবাকর,
শক্তি মম নাহি ক বর্ণনে॥

বন্দনা

ভাবে-ভোরা গোরা-রায় নাচে প্রমত্তের প্রায়,
মুখে করে হরি-হরি-ধ্বনি।
শ্রীনানক, তুকারাম, ধরি' রূপ অভিরাম,
আরো কত—নাম নাহি জানি॥

মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট, শোভে কঁফু, জরথুস্ত্র,
অপূর্ব্ব এ কায়া-প্রকটন।
সাধক-হিতের তরে ব্রহ্ম যত রূপ ধরে,
সকলি তোমায় সুশোভন॥

'যত মত—তত পথ', তাই এ অপূর্ব্ব মত—
হ'ল এবে জগতে প্রচার।
সাধিয়ে সকল মতে, ভ্রমিয়ে সকল পথে,
দেখাইলে মহিমা তোমার॥

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মবাদ, ছাড়ি' মিথ্যা বাদাবাদ,
এস ভাই, করি আলিঙ্গন।
'মন-মুখ এক করি,' অর্থকাম-পরিহরি'
লভি সেই অমৃতত্ত্ব-ধন॥

তত্ত্ব-মঞ্জরী, ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৪

গুরু-পূজা

(প্রথম অর্ঘ্য)

শুন মহাবাণী জলদ-গম্ভীরে
ধ্বনিত হ'তেছে ভারতাকাশে !
শুন সেই কথা অন্তরে বাহিরে—
ত্যাগি-চূড়ামণি সন্ন্যাসী ভাষে !

"মানি না সে ধর্ম্ম, না মানি ঈশ্বর,
বিধবার অশ্রু মুছিতে নারে !
বুভুক্ষিত, আর্ত্ত, অনাথ-বালকে
এক মুষ্টি অন্ন দিতে না পারে !

"অন্ন, অন্ন, শুধু অন্নের অভাব;
ইহলোকে অন্ন যদি না পাই !
ত্রিদিবে অখণ্ড সুখ-শান্তি ল'য়ে
পরলোকে মোর কি হ'বে ছাই !

"অনাথের সেবা, শিক্ষার বিস্তার—
কর মূল-মন্ত্র—জীবনে সার !
জাগাও ভারতে, পাল' বিধিমতে,
এমন ধরম নাহি ক আর !

বন্দনা

"ধর্ম্মের প্রসূতি চাহে না ধরম,
ভারতে অন্নের কণিকা নাই!
জঠর-জ্বালায় জ্বলে কোটী নর,
শুষ্ক কণ্ঠে হের—কাঁদিছে তাই!

"চাহ যদি ধর্ম্ম— শ্রেষ্ঠ সনাতন,
চল যাই—দেখি পথের পাশে,
ছুই-দশজন আর্ত্ত-নারায়ণ
বুভুক্ষিতে আনি' আপন-বাসে—

"দিয়ে অন্ন-জল, দিয়ে অঙ্গবাস,
বিধিমতে পূজি দেবতাসম!
তা' ছাড়া সাধন থাকে যদি কিছু—
তাহে প্রয়োজন নাহি ক মম!

"মানবে দেবতা বিশেষ প্রকাশ,
কর ভাই, সবে মানব-সেবা!
তা' ছাড়া ঈশ্বর বৈজয়ন্ত-ধামে,
লুকা'য়ে র'য়েছে কোথায়, কে বা!"

ঈশ্বর অখণ্ড- মণ্ডল-আকার,
চরাচর-ব্যাপ্ত ভুবন-স্বামী—
চরণ-সন্ধান যিনি দেন তাঁর—
গুরু তিনি—তাঁ'রে প্রণমি আমি।

ওই হের ভাই, এসেছেন গুরু—
ব্রহ্মের সন্ধান সবায় দিতে !
চরাচর-পূজা শিখান মানবে,
কেন না পারিবে চিনিয়া ল'তে !

এস ভাই, হৃদে করি' আবাহন
প্রেম-হেমে গড়া মূরতিখানি,
অনাথের সেবা করি' আয়োজন—
পালি সবে সেই আদেশ-বাণী ! *

(দ্বিতীয় অর্ঘ্য)

জলদ-গম্ভীর স্বরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে
করে পুনঃ সে' বাণী আঘাত।
শুন নর সেই কথা, অপূর্ব্ব এ ধর্ম্ম-গাথা,
গুরু-পদে কর প্রণিপাত ॥

"কর দীন-জন-সেবা, অন্য ধর্ম্ম আছে কি বা,
মূলমন্ত্র হ'ক জীবনের।
আমরণ এই ধর্ম্ম, নাহি আর কর্ম্মাকর্ম্ম,
শ্রেষ্ঠ কার্য্য—সেবা অনাথের ॥

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩১৪

উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৪

বন্দনা

ক্ষণস্থায়ী এ জীবন, অনিত্য এ রত্ন-ধন,
ঢাল ভাই, অনাথ-সেবায়।
তবেই অমর হ'বে, মর্ত্ত্য-ধামে কীর্ত্তি র'বে,
যশোগান গাইবে ধরায়॥

না বুঝে ইহার মর্ম্ম, না ক'রে এমন কর্ম্ম,
ভক্তি-মুক্তি ল'য়ে কি বা ফল।
সহস্র-নরক শ্রেয়ঃ, এ জীবন করি' হেয়
পর-সেবা করি গিয়া চল॥

নরে যদি বাস ভাল, কি কাজ ঘুরিয়া বল,
যথা-তথা দেবতা-সন্ধানে॥
আর্ত্ত-জন, বলহীন, চৌদিকে ভ্রমিছে দীন,
পূজা কর দীন-নারায়ণে॥

ভাগীরথীতীরে আসি' কেন কূপ-অভিলাষী,
স্নিগ্ধ হও পূত-বারিপানে।
জীবন-যৌবন-ধন কর সবে সমর্পণ
দেবতুল্য মানব-চরণে॥

অশিক্ষিত, প্রপীড়িত, শতরূপে যে লাঞ্ছিত—
মত্ত তা'র দুঃখ-নিবারণে।
যে জন হইতে পারে, অনন্ত সে শক্তি ধরে,
মহাকার্য্য সক্ষম সাধনে॥

অনাথ-পীড়িত-দীনে যেই জন শিব-জ্ঞানে
পূজা-সেবা করে শ্রদ্ধাভরে।
সেই সে পরম ভক্ত, সুবৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত—
যথার্থ সে সেবিছে ঈশ্বরে ॥

মন্দিরে মূরতি হেরে ভক্তিভরে পূজা করে—
শিব তত সুপ্রসন্ন নয়!
শিবে হেরি' আর্ত্ত-জীবে, যে জন তাঁহারে সেবে—
তা'র প্রতি তুষ্ট অতিশয় ॥

লই জন্ম শতবার, ভুঞ্জি দুঃখ অনিবার,
শিখি যদি সেই শ্রেষ্ঠ-পূজা।
দুষ্ট-ক্লিষ্ট-দীন-জনে পূজা করি' শিব-জ্ঞানে,
করি সবে হৃদয়ের রাজা ॥

সফল সাধন মম, নাহি ধর্ম্ম সেবাসম,
জীব-সেবা জীবনের সার।
জীবে-শিবে এক জান, নাহি কর ভেদ-জ্ঞান,
ধন্য হ'বে জনম তোমার ॥”

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী—১৩১৫

উদ্বোধন, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৫

সমাজ-সম্মেলন

এই আমাদের সম্মেলন—নয় ত কিছু নূতন তেমন।
নূতন ধাঁজে, নূতন সাজে লাগ্‌ছে বটে কেমন কেমন॥
আমরা চাই বাঁধ্‌তে জোরে নূতন তর প্রেমের বাঁধন।
মনে আছে তাহার আভাস, ভাষায় প্রকাশ হয় না তেমন॥

আমরা চাই বালক-বুড়ো রাখবে না ক আপন-গোপন।
রোজ মিলে-মিশে হেথা এসে প্রেমের বীজ করবে রোপণ॥
বামুণ-দাদা, কায়েত-জেটা, সে কালের সেই ধরণ-ধারণ।
বড়ই মিষ্ট লাগ্‌ত সেটা—ফেরা'তে চাই সেটা এখন॥

আদব্‌-কায়দা ছেড়ে দিয়ে সাদা-সিদে চাষার মতন।
হলুমই বা একটু সরল—হবে না ক ইন্দ্র-পতন॥
একটু হ'ল খেলার রঙ্গ—তাস্‌ দাবার ওড়োন্‌ পাড়োন্‌।
একটু হ'ল নাটক-চর্চ্চা, নাট্যকলার আন্দোলন॥

হ'ল একটু সমাজ-প্রথা-দোষ-গুণের অন্বেষণ।
কিম্বা হ'ল ধর্ম্মের কথা—বেদ-বেদান্তের আলোচন॥
দিন-যামিনী পেটের দায়ে খেটে খুটে হ'য়ে যখম।
আছিই ত হ'য়ে আমরা শ্মশান-ভূমে হীন-চেতন॥

বন্দনা

দুর্দ্দশার আর বাকী কি বা—চূড়ান্ত এ অধঃপতন।
এবে যেন-তেন-প্রকারেণ কর্‌ছি মোরা প্রাণ ধারণ॥
নাই ক কোন ধন-রত্ন, বাঙ্গালীর এ হেয় জীবন।
যদি সুখে-দুঃখে, মিলে-মিশে ক'র্‌তে পারে কোন রকম॥

কোন রকমে ক'র্‌তে হ'বে মরুর মাঝে জল-সেচন।
শুক্‌নো মুখে হাসির রেখা তুল্‌তে প্রাণে আকিঞ্চন॥
কতকটা গো সেই উদ্দেশ্যে হ'য়েছে এই সম্মেলন।
ছোক্‌রা গুলো ক'র্‌ছে আশা—ধ'র্‌বে চাঁদ হ'য়ে বামন॥

বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নের পরিচয়—৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৬

গুরু-পূজা

(তৃতীয় অর্ঘ্য)

বাজিল দুন্দুভি-নাদ, গেল বাদ-বিসম্বাদ,
জাগ, জাগ প্রেমময়ী ধরা !
শুন মা, নূতন-কথা, সুসন্তান গায় গাথা,
নব-রস, নব-তত্ত্বেভরা !

উঠ হে জগৎবাসী, ধর জ্ঞান-অবিনাশী
তত্ত্ব-সুধা ত্রিদিব-বাঞ্ছিত !
গুরুদত্ত-মহাধন বিলাইছে মহাজন,
"সমন্বয়"—জগৎ-ঈপ্সিত ।

যেখানে যে' ভাবে থাক, বিভুরে যে' নামে ডাক,
পাবে তাঁরে—ইথে নাহি আন্ ।
বাঁকা কিম্বা সোজা পথে, রুচি হয় যেই মতে,
"যত মত—তত পথ" জান ।

'উঠ-জাগ'-মহাগান— যাহার মাতান তান,
বেদ-শেষ—'তত্ত্বমসি'-কথা !
প্রতি জনে দেন গুরু, মহাবীর, কল্পতরু,
সমস্বরে গাও গুরু-গীতা !

জীবে-শিবে নাই ভেদ— সতত কহিছে বেদ,
নিত্য দাও নরে দেব-সেবা!
ভুলে যাও আত্ম-পর, ভাই-ভাই হৃদে ধর,
এক ভিন্ন দ্বিতীয় বা কে বা!

এক বিভু সনাতন, ঘটে-ঘটে নারায়ণ,
মিছে কেন ভেদ-দ্বন্দ্বমাঝে!
ধর গুরু-উপদেশ, হইবে মোহের শেষ,
ওই শুন—শুভ-শঙ্খ বাজে!

ভাঙ্গ সুখ-স্বপ্নঘোর, ছিন্ন কর মায়া-ডোর,
বীরভাবে হও আগুয়ান্!
কামিনী-কাঞ্চন-কায়া— সকলি মিছার ছায়া,
গুরু দেন সত্যের সন্ধান।

ওই শুন, গুরু কয়— 'ত্যাগে শুধু মোক্ষ হয়,
ত্যাগ শুনে—হ'ও না চকিত!
ত্যাগেই পরম ভোগ, সদানন্দসনে যোগ,
নিত্যানন্দ কা'র না বাঞ্ছিত?

বন্দনা

ত্যাগী বলে—মিথ্যা ছাড়ি, সত্যেরে আশ্রয় করি',
হও তুমি মহাধনবান !
সত্যের বিমল জ্যোতিঃ, জ্ঞানের অপূর্ব্ব ভাতি
উজ্জ্বলিবে তোমার পরাণ !'

'সাজে না তোমার আর'—ক'ন গুরু বারম্বার—
'মোহাবেশে জীবন-যাপন।
স্বার্থ-মান পদে দলি', সিংহসম গর্জ্জি' চলি'
লভ আজ (ই) পরমার্থ-ধন।'

অমৃত-সন্তান মোরা, অমৃতে হৃদয়ভরা,
এস ভাই, অমৃত বিতরি।
ফুটুক অদ্বৈত-তত্ত্ব, বেদান্তের মহাসত্য
ধন্য হই জগতে প্রচারি'।

যাঁর শুভ-আগমনে ভাসে দেশ মহাজ্ঞানে,
আসে সেই জ্ঞান-গরীয়ান্।
এস, আছ কে কোথায় দীন অভাগার প্রায়,
গুরুপদে অর্ঘ্য করি দান !

পৌষ-কৃষ্ণসপ্তমী ১৩১৬,

উদ্বোধন, ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১৬

অবতরণ

আবার আসিল, জগৎ হাসিল,
আনন্দে ভাসিল প্রকৃতি-রাণী!
'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় সমন্বয়'
চারিদিকে আজি উঠিল বাণী!

ভক্ত-জন কয়— ভক্তিমাত্র সার,
নাই অন্য পথ জগতে আর।
কর্ম্মী ক'ন—কর্ম্ম এক কর্ণধার
এ ভব-সমুদ্র করিতে পার॥

জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচারে জ্ঞানীরা—
জ্ঞানভিন্ন মুক্তি নাহি ক হয়।
গোলক-ধাঁধাঁয় পড়িয়া মানব
ইতস্ততঃ ঘুরে পথ না পায়!

এদিকে আবার নাস্তিকের দল
ধরমের নামে শিহরি' উঠে।
বিজ্ঞানবাদীরা রহস্য প্রকাশে,
ফলে কিন্তু জড়-মাহাত্ম্য রটে!

বন্দনা

জিন, অমিতাভ, খৃষ্ট, মহম্মদ—
জগৎ মজিল যা'দের প্রেমে !
রাম, কৃষ্ণ আদি, শঙ্কর, নিমাই—
রাখে নিজ কীর্ত্তি আপন নামে !

সকলে ডাকিল, সকলে মোহিল,
উদ্ধারিল কোটী মানবকুল !
হাত ধরি' নরে তুলিয়া সাদরে,
নিজ-পথে ল'য়ে ভাঙ্গিল ভুল !

কিন্তু কোথা' হ'তে এল আচম্বিতে—
সাম্প্রদায়িকতা—ভেদের জ্ঞান !
ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব দিয়া জলাঞ্জলি,
পরস্পরে নর হানিছে বাণ !

তাই ধর্ম্ম-গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
হাহাকার-রব জগৎমাঝে !
ভেদিয়া অম্বর গেল সেই ধ্বনি—
মহাবিশ্বপতি যথায় রাজে !

বন্দনা

করুণা-সাগরে উঠিল তরঙ্গ,
উঠে তথা হ'তে নূতন মূর্ত্তি !
মহিমাছটায় জগৎ মাতায়,
প্রেম-ঘন-কায়, মহান্ স্ফুর্ত্তি !

নহে গো নূতন, নহে পুরাতন,
পাইল মানব অপূর্ব্ব পথ !
ধর্ম্ম-সমন্বয়, ভাব বিপর্য্যয়,
পুরাতনমাঝে নূতন মত !

সকলি ত ছিল, ছিল না কেবল
ধর্ম্ম-মহাসভা—মিলন-গান !
দূরে পলাইল গোঁড়ামি অসার,
পাইল মানব নূতন প্রাণ !

তাই লোকময় 'লোকগুরু-জয়'
সমস্বরে দেয় জগৎবাসী !
সমন্বয়-গানে মত্ত ত্রিভুবন,
কে আছ কোথায়—দেখ গো আসি' !

উদ্বোধন, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৭

গুরু-পূজা

(চতুর্থ অর্ঘ্য)

কৈলাশ-শিখরদেশে　　　নাচে ভোলা মহোল্লাসে,
নাচে অগণিত ভূতগণ !
কিছু নাহি দেখা যায়,　　　বিশ্ব ঘন জ্যোতিঃ ছায়,
শ্রুতমাত্র বিষাণ গর্জ্জন !

'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্'　　　চমকিত সূর্য্য-সোম,
কাঁপে বিশ্ব হেরি' নব ভাব !
গরজে জীমূত-মন্দ্র,　　　ত্রাসে ভাষে দেব-ইন্দ্র,
উঠে উঠে উঠে সে আরাব !

ধরা যায় রসাতল,　　　হেরি' হাসে সে পাগল,
খসে জটা মাথা হ'তে তাঁর !
পড়ে আসি' ধরা'পরে,　　　বীরেশ্বর-দেহ ধ'রে
শিব-অংশে জন্মিল কুমার !

শান্ত হ'ল বিশ্বভূমি　　　অপূর্ব্ব সে' রূপ চুমি',
প্রলয়ের হ'ল যেন লয় !
আনন্দে অধীরা ধরা,　　　প্রেমোল্লাসে মাতোয়ারা,
চারিদিকে শব্দ জয়-জয় !

এ দিকে নিভৃত কোণে ব'সে ছিল সঙ্গোপনে
জগতের আচার্য্য মহান্ !
কা'রে দিবে মহাতত্ত্ব, সমন্বয়-মহাসত্য,
ল'তেছিল তাহার সন্ধান !

কি অজ্ঞাত মহাটানে ভক্ত মিলে ভগবানে,
সমে হয় সম-সম্মিলন !
মিলে কেন হরি-হরে, বুঝে সেই ভাগ্যধরে,
মুক্ত যার তৃতীয় নয়ন !

'গদাধরে'-'বীরেশ্বরে' চেনা-চিনি পরস্পরে,
গুরু-শিষ্যে অপূর্ব্ব মিলন !
গুরুদত্ত-মহাসত্য লভিয়া প্রচারে ব্যস্ত,
ধরা'পরে অমৃত-সিঞ্চন।

দেবকণ্ঠে দেব-ভাষা, অজ্ঞানতা-তমোনাশা,
ওই শুন আগ্নেয় উচ্ছ্বাস !
'জ্ঞান'-'ভক্তি'-'কর্ম্ম'-মত— আছে যত ভিন্ন পথ,
ভিন্ন নামে একের(ই) প্রকাশ !

বন্দনা

"ভিন্ন ভিন্ন স্রোতস্বতী কা'র(ও) নহে ভিন্ন গতি,
সবে গিয়া সমুদ্রে মিলিত।
"ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-মতে ভাবি লও এক-পথে
দ্বন্দ্ব ত্যজি' সাধ জীব-হিত।

"বৃথা দ্বেষ, বৃথা দ্বন্দ্ব, লভ লভ মহানন্দ,
'সমন্বয়ে' হও সবে ভোর।
"উঠ, জাগ, তত্ত্বমসি" হুঙ্কারে নবীন ঋষি,—
"ভাঙ্গ' ভাঙ্গ, বৃথা-ঘুমঘোর।

"পবিত্রতা, মহাত্যাগে, লভ প্রেম-অনুরাগে,
হ'বে মিল আত্মায় আত্মায়।
"প্রেম, প্রেমমাত্র পথ, নাহি আর অন্য মত,
প্রেমেবাঁধা এ বিশ্ব-সংসার।"

আর কি বুঝিতে চাও, বিশ্ব-গুরু চিনে লও,
ঢাল অর্ঘ্য চরণে তাঁহার।
বিবেক-আনন্দ নামে, উদিত এ বঙ্গ-ভূমে,
জাগে ধরা কৃপায় যাঁহার।

পৌষ-কৃষ্ণসপ্তমী, ১৩১৭

তত্ত্ব-মঞ্জরী, ১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৭

প্রকৃতি-পুরুষ-পঞ্চক

ভীমা ভয়ঙ্করী নিশি, ঘোর ঘনে ব্যোম-ভরা।
ভৈরব-ভৈরবীদল লক্ষ্যশূন্য, পন্থাহারা॥
বীভৎস তাণ্ডবে মত্ত—সন্ত্রাসিত বিশ্ববাসী।
মহাবেগে ছুটে শূন্যে জ্বালামুখী উল্কারাশি॥
কক্ষচ্যুত গ্রহতারা—মহাবিশ্ব হ'ল লয়।
সোম-সূর্য্যে পাশাপাশি, ছুটাছুটি-অভিনয়॥
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নর-যক্ষ-রক্ষ-ব্যোমচর।
জলচর সবে প'ড়ে—সংজ্ঞাশূন্য কলেবর॥
ব্রহ্মাচ্যুত-দেবগণ যোড়-করে কাঁপে কায়।
হ'ল বুঝি অচৈতন্য—বাক্য নাহি সরে হায়॥
কেন্দ্রে শুয়ে মহারুদ্র সহস্র-ভাস্করোজ্জ্বল।
বক্ষে নাচে মহাকালী—চূর্ণ কাল-দর্পবল॥

হিমাবাসে হেমচূড়া শোভে স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়।
সুধাংশুর করে ঝরে ছানিত কিরণ-পয়ঃ॥
ফুটেছে অযুত ফুল, ছুটেছে ভ্রমরদল।
প্রেম-পয়োন্মত্ত বিশ্ব করিতেছে ঢল ঢল॥
আনন্দে ভ্রমিছে নন্দি শিবানীর সিংহসনে।
হিংসাদ্বেষ পলায়েছে দেবাসুর-সম্মিলনে॥
দেবতা-দানব-নরে—সবে করে স্তব-গান।
ধ্বনিত হ'তেছে বিশ্বে সে' অপূর্ব্ব মহাতান॥

বন্দনা

হর-গৌরী সদানন্দে সদাই বিরাজমান।
নিত্যানন্দ-উৎস হেথা, মহানন্দ-অধিষ্ঠান॥
মহাশিব ঢালে শিব জগৎ-মঙ্গলতরে।
সুধাংশুশেখরা বামে—ল'য়ে বরাভয় করে॥

কম্পিত-সাগরাঞ্চলা ধরা বুঝি দীর্ণ হয়।
মহারোলে মহাবায়ু ছোটে উন্মাদের প্রায়॥
ব্যোম-পথে শ্রুত মাত্র সহস্র কুলিশ-ধ্বনি।
দামিনী-দলকে ওঠে শত শত ঝন্-ঝনি॥
অসংখ্য আগ্নেয় স্রোত ধরা করে উদ্গিরণ।
আঁধারে আঁধার মিশি' পুনঃ করে মহারণ॥
নাগ-নাগিনীরদল গরজি' গরল-কণ্ঠে।
করিতেছে কিলিবিলি ঘেরি' সেই নীলকণ্ঠে॥
মহামারী বিভীষণ রক্ত-মাংস-অস্থি ছোটে।
ডাকিনীযোগিনী-চিত্র শুধু নেত্রে ফুটে উঠে॥
আনন্দ-কানন হ'ল মহাশ্মশানের প্রায়।
সে' করাল মহাদৃশ্যে মহাকালী নেচে ধায়॥

প্রেমের, শান্তির স্থান—ঝরে প্রেম অবিরত।
প্রেমের সে হিমবিন্দু দোলে মণি-মুক্তা মত॥
ধবল-তুষার গিরি—গায়ে প্রেম-স্রোত বয়।
গলাইয়া ঢালে অঙ্গ—পাছে ধরা শুষ্ক হয়॥

বন্দনা

বহে প্রেম-মন্দাকিনী পবিত্রিয়া ধরাধাম।
সুরাসুর-নর স্পর্শি' পূর্ণ করে মনস্কাম॥
শুধু প্রেম, শুধু শান্তি—ঐশ্বর্য্যের নাহি লেশ।
স্বর্গরাজ্যে অনুপম কৈলাসের শান্ত বেশ॥
দেব-দৈত্য-নরগণ আপন কল্যাণতরে।
বিশ্বনাথ-বিশ্বেশ্বরী পুলকে বন্দনা করে॥
সকল(ই) মঙ্গলময় পবিত্র এ শিবাবাসে।
সদানন্দময়সনে সদানন্দময়ী হাসে॥

স্মরারি, ভৈরব, রুদ্র, বিশ্বধ্বংসকারী কাল।
ব্যাল-উপবীতধারী, পরিধৃত-বাঘছাল॥
ভোলানাথ, আশুতোষ, শিব সদানন্দময়।
নাহি চাহে স্তব-স্তুতি—নাম মাত্র নিলে হয়॥
মহাচণ্ডী, মহাকালী, মুণ্ডমালাবিভূষণা।
দিগম্বরী, রুদ্রপত্নী, করালিনী, শবাসনা॥
অভয়া, সর্ব্বমঙ্গলা—নামে কাল-ভয় হরে।
অন্নপূর্ণা, ক্ষেমঙ্করী বরাভয় ল'য়ে করে॥
বিপরীত-সম্মিলনে গৌরীসনে স্থিত হর।
নত-বুধজনে ভাষে—বিশ্বেশ্বরী-বিশ্বেশ্বর॥
মহাভীমা-মহাক্ষেমা—মহারুদ্র-তাপহর।
কিরণে চরণে শেষে রেখ' উমা-মহেশ্বর॥

উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৮

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

(মহাসমাধি)

ভেদিয়া অবনী কেন শোক-ধ্বনি ?
কেন থর থর কাঁপিছে কায় ?
ত্যজিয়া ধরণী— ভক্ত-চূড়ামণি
কে আজ কোথায় চলিয়া যায় ?
'জয় রামকৃষ্ণ' ! 'জয় জগদিষ্ট !'
কাঁপা'য়ে গগন উঠিছে ধ্বনি !
নগরে, বাহিরে, ভাগীরথীতীরে
এক(ই) মহানাম শ্রবণে শুনি।
ভক্তি-প্রেমমাখা, জ্ঞান-রাগে ঢাকা
কা'র ও বিশাল সোণার দেহ !
ফুলের শয্যায় কা'রে ল'য়ে যায়,
আঁধার করিয়া ধরার গেহ !
ন্যাসি-শিরোমণি, ভক্ত-বীরাগ্রণী
শুনা'য়ে গুরুর অমৃত-কথা—
রামকৃষ্ণ-লোকে পরম পুলকে
চলিলে—রাখিয়া স্মৃতির ব্যথা !
অপূর্ব্ব সাধনা, গুরু-আরাধনা,
তোমার সমান জগতে নাই !

ভক্তির প্রবাহ, সাকার বিগ্রহ,
প্রেমোচ্ছ্বাস অত কোথায় পাই !
ছিন্ন করি' পাশ জীবন-প্রভাতে
গুরু-পদে প্রাণ সঁপিলে আসি' !
সাধনার বলে নিরবাণ-পথে
ভ্রমিয়া লভিলে অমৃতরাশি !

উত্তরীয়ে বাঁধি' 'বরফের কণা'
এক ক্রোশ দূরে শ্রীগুরুপাশে—
ল'য়ে গেলে তুমি— আশ্চর্য্য ঘটনা !
কে বা পারে হেন মরত-বাসে ?

জন্মতিথি-পূজা সারা দিবানিশি
কে আর সক্ষম তোমার মত !
সেবিয়া গুরুরে একাসনে বসি,
'সিদ্ধাসন' নামে হ'য়েছ খ্যাত !

জ্যেষ্ঠ গুরু-ভ্রাতা 'বিবেক-আনন্দ'-
আজ্ঞা শিরে ধরি' প্রবাসে, দূরে—
প্রচারিলে ধর্ম্ম 'রামকৃষ্ণানন্দ'—
'রামকৃষ্ণ-তত্ত্ব' প্রেমের ভরে ! (১)

---

(১) "Sri Ramakrishna and His Mission."

শেষ-অবতার লক্ষ্মণের মত
চতুর্দ্দশ বর্ষ থাকিয়া ব্রতী—(২)
শেষাচার্য্য-দেশে গুরু-কার্য্যে রত
করি' প্রাণ-পণ ছিলে হে যতি!
উজ্জ্বল সে' দেশ তব প্রতিভায়,
'ব্রহ্মবাদী' গায় মহিমা-গান!
জয় রামকৃষ্ণ! জয় সমন্বয়!
চারিদিকে সেথা উঠিছে তান!
'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত— রাখাল-বালকে'—(৩)
তোমার লেখনি-গৌরব গায়!
সেই কৃষ্ণ-কথা— 'সাম্রাজ্য-স্থাপকে'—(৪)
তোমার প্রতিভা প্রকাশ পায়!
'পূর্ণত্বের পথ,' 'তত্ত্ব-জীবাত্মার,' (৫) (৬)
'বিশ্ব ও মানব'—বেদান্ত-কথা—(৭)
কে আর শুনা'বে নাশি' অন্ধকার,
কে আর হরিবে অজ্ঞের ব্যথা!

---

(২) ১৮৯৭ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ ১৪শ বর্ষ মান্দ্রাজে 'রামকৃষ্ণতত্ত্ব'-প্রচারে প্রাণপাত করিয়া ছিলেন। (৩-৪) "Sri Krishna"—the Pastoral and the King-Maker নামক পুস্তিকাদ্বয়।

(৫) "Path to Perfection" (৬) "The Soul of Man" নামক গ্রন্থ। (৭) "The Universe and Man"—নামক গ্রন্থ।

'রামানুজ'-কথা লিখি' 'উদ্বোধনে' (৮)
আচার্য্য-মহিমা গাহিলে তুমি।
কাঁদে চারিভিতে তোমার বিহনে,
কি তব মহিমা গাহিব আমি!
ভক্তি-নিষ্ঠা-ত্যাগ অপূর্ব্ব তোমার,
কঠোর তপস্যা বিরল নরে!
বুঝেছে যে জন মাহাত্ম্য অপার,
পূজিবে মানসে প্রেমের ভরে!
গুরু-প্রেমাবদ্ধ 'রামকৃষ্ণানন্দ,'
গুরুগত-প্রাণ—আদর্শ ঋষি,
অভেদ-সম্বন্ধ, গুরু-নামানন্দ,
যাও গুরু পাশে মহর্ষি 'শশী'!
যাও দেব, যাও সেই মহালোকে—
যথা রাম-কৃষ্ণ বিরাজমান!
কীর্ত্তি-গান তব ভরিল ভূ-লোকে,
দ্যু-লোকে জ্যোৎস্না কর গে দান!
এক বিন্দু প্রেম, এক বিন্দু জ্ঞান
তোমার অনন্ত ভাণ্ডার হ'তে—
দিও দয়া ক'রে— অধম সন্তান
চলে যেন তব চালিত পথে!

উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৮

---

(৮) 'রামানুজ-চরিত' নামক বৃহৎ চরিতাখ্যান।

বিল্বমঙ্গল

কে চিনিবে ভাল-মন্দ, ভাল-মন্দে ভরা ধরা!
ভাল হ'তে মন্দ ঘটে, মন্দ কভু ভালয় ভরা!
হের প্রেমরত্ন-আশে
প্রেমিক ধায় মন্দ-বাসে,
বারনারী যথা হাসে ছড়'য়ে গরলধারা!
সর্পসম ব্যবহার,
চমক ভাঙ্গিল তার,
ত্যজিয়ে সে মোহাগার ফিরে প্রেমে মাতোয়ারা!
চৈতন্যরূপিনী আসি'
ঢালে জ্ঞানামৃতরাশি,
হ'ল শুদ্ধ তনু-মন— ছিল যা' বিকারভরা!
রূপ-মোহ নাহি আর,
বনিকেরা সাক্ষী তার,
বিদ্ধ করি' আঁখি-দ্বার চলে পাগলের পারা!
রাখালবালক-বেশে
হের সে চতুর আসে,
লতে' বৃন্দাবন-বাসে মহাসাধু প্রেমে ভরা!

প্রতিবাসী, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩১৮

বহুপূর্ব্বে নাগপুরের পোষ্টআফিস ড্রামাটিক ক্লাবের 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয়ের প্রস্তাবনা-রূপে রচিত ও গীত।

কর্ম্ম

আছে কি ধরায় হেন বিষম বন্ধন,
কেহ নাহি যাহে পায় ত্রাণ ?
দেহ হ'তে দেহান্তরে যাহার ভ্রমণ,
দেব-নরে সম-বর্ত্তমান !
না মানে শাসন তা'র, হেন আছে শক্তি কা'র,
ক্ষুদ্র নর করে প্রাণ-পণ,
ক্রীত-দাসসম রয় বাঁধা চিরন্তন !

ঈশাকার * জীব নর বহুশক্তিমান,
ধন-ধান্যপূরিত আগার !
সগৌরবে বিজ্ঞানের শয্যায় শয়ান,
অপূরণ কি অভাব তা'র ?
কি অজ্ঞাত শক্তি-বলে, অকস্মাৎ পদে দ'লে
চূর্ণ করে তার অভিমান !
অলক্ষ্যেতে শক্তিধর কে গো আগুয়ান্ ?

কাল যা'র ছিল হেথা সম্রাট্-আসন,
জয় যার গীত চারিভিতে—

---

* "So God created man in his own image," Genesis—Chap. 1. Verse 27.

বন্দনা

বৈভবের, বিলাসের আনন্দ-নর্ত্তন
উথলিত সদা যার চিতে—
সে কেন ভিখারি-বেশে চলিল অরণ্য-দেশে
কে করে এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ?
অন্তরালে কে সে বলী করে অভিনয় ?

সাজে কি নরের হেথা এত অভিমান,
কর্ম্ম-রজ্জু গলে বাঁধা যা'র ?
কুহকী নাচায় যা'রে পশুর সমান,
আস্ফালন বৃথায় তাহার !
মনে যা' কল্পনা আনে, সম্পাদিতে নাহি জানে,
স্রোতে যেন ভাসে তৃণপ্রায় !
কোন্ যাত্নকর নরে হাসায়-কাঁদায় ?

রাজা-প্রজা'পরে আছে সম-অধিকার,
বিজ্ঞ-অজ্ঞে সমান বাঁধন !
প্রাচীন-নবীনে সম-প্রভাব বিস্তার !
নারী-নরে সমান তাড়ন !
হে কর্ম্ম, কুহকী বীর, তব কাছে নত শির
নাহি করে—হেন কেহ নাই !
তব-শক্তি সনে যুঝে—কা'রে হেন পাই ?

কর্ম্মে নর হয় যোগী—কর্ম্মে যোগভ্রষ্ট!
কর্ম্মে পায় পদবী রাজার!
কর্ম্মে সমুন্নত জীব—কর্ম্মে পুনঃ নষ্ট!
কর্ম্মে দীন ভিখারী ধরার!
কর্ম্মে নর মারে, মরে, কর্ম্মে নব জন্ম ধরে, *
কর্ম্মে নর পায় পুরস্কার!
কর্ম্মে কটুবাক্য কত—কত তিরস্কার!

কর্ম্মে কর্ম্মবীর হ'য়ে জগৎ মাতায়,
কর্ম্মে পুনঃ জড়-আচরণ!
কীর্ত্তি-গাথা সমস্বরে কা'র' লোকে গায়!
কর্ম্মে কেহ নিন্দার ভাজন।
সিংহসম নর কত কর্ম্মে মেষে পরিণত—
নাহি আর তর্জ্জন গর্জ্জন!
কাপুরুষ হ'য়ে করে অকীর্ত্তি অর্জ্জন!

কি কুক্ষণে আদি-নর কর্ম্ম-অনুষ্ঠান,
কে জানিত কর্ম্মফল-কথা!
কর্ত্তা হ'য়ে এবে নর কিঙ্কর সমান,
কর্ম্মসূত্রে পায় কত ব্যথা!

---

* শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ। কঠোপনিষৎ ১।৬

বন্দনা

কর্ম্মে কর্ম্ম বেড়ে যায়, রক্তবীজ-জন্মপ্রায়,
কর্ম্ম-জাল লুতাতন্তুসম,
শেষহীন, অন্তহীন—ধাতার নিয়ম!

নির্গুণ সগুণ হয় কর্ম্ম-বাসনায়!
কর্ম্মে হয় সৃজন-সংহার!
কর্ম্ম-বীজ হ'তে কর্ম্ম-পাদপ জন্মায়!
বীজে পুনঃ বিটপি-সঞ্চার!
স্রষ্টা-সৃষ্টি আদি-হীন কহে শাস্ত্র সুপ্রাচীন!
গুণাতীত গুণে বিজড়িত!
কে বা বুঝে কর্ম্মে কত রহস্য নিহিত!*

কর্ম্ম-সূত্রে বাঁধি' ধাতা এ বিশ্ব-সংসার—
কত খেলা খেলে সে চতুর!
বুঝিতে সে মহাতত্ত্ব শক্তি আছে কা'র—
প্রেমময়-লীলা সুমধুর!
সেই জন মহাজ্ঞানী, ধন্য ব'লে তারে জানি,
কর্ম্ম-মর্ম্ম হ'য়ে অবগত—
নিষ্কাম হইয়া যিনি হ'ন কর্ম্মে রত!

---

* আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তা জগদন্তর্ব্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্ম্মজনিত সংসারবশবর্ত্তিনঃ॥
রামানুজ শ্রীভাষ্যোদ্ধৃত প্রাচীন আচার্য্য উক্তি।

চেয়ে দেখ অতীতের অতি দূর দেশে,
উদেছিল নর-নারায়ণ!
রথিসনে রণ-ক্ষেত্রে সারথির বেশে
কর্ম্ম-গীতে ভ'রেছে ভুবন!
সে মহাসঙ্গীত-রাগে আজ(ও) কোটী নর জাগে—
কর্ম্ম-রস ক'রে আস্বাদন,
কর্ম্ম-মুক্তি—অমৃতত্ব করে আকিঞ্চন!

যোগিজন-লভ্য তত্ত্ব কুরুক্ষেত্র মাঝে—
যোগেশ্বর—যোগের ভাণ্ডার
বিলাইল—বুঝাইল সারথির সাজে—
বীর-কার্য্য যুদ্ধ অনিবার!
আসমুদ্র-হিমাচল চুমিয়া চরণতল—
হ'ল ধন্য যাঁহারে পূজিয়া!
আজ ও যাঁর প্রেমে মত্ত কত নর-হিয়া!

জন্ম-মৃত্যুমাঝে বদ্ধ সংসার-কারায়
হ'য়ে নর কত দুঃখী ছিল!
বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতায়, ব্যাধির জ্বালায়
নরকুল কত যে কাঁদিল!

ল'য়ে ব্যথা নিজ-বুকে, ফেলি' অশ্রু নর-দুঃখে
প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিল।
ধরাধামে আত্মত্যাগ দুন্দুভি বাজিল।

ত্যজিয়া রাজ্যের লিপ্সা নরের কল্যাণে—
সঁপিল সে আপন-জীবন।
কর্ম্ম-বিজ্ঞানের তত্ত্ব লভি' মহাধ্যানে—
প্রচারিল সেই মহাজন।
সেই 'বুদ্ধ' নরলোকে, অচঞ্চল সুখে-শোকে,
দেখাইল নির্ব্বাণের পথ।
কর্ম্ম-পারে যায় নর চড়ি' কর্ম্ম-রথ।

পুনঃ আসি' দিল দেখা জর্দ্দানের তীরে
প্রাকৃত পুরুষ এক জন।
প্রচারিল মহাতত্ত্ব ভাসি' অশ্রুনীরে,
ক্রুসে ত্যজি' অমূল্য জীবন।
ধন্য। ধন্য। তুমি ধীর, কর্ম্মজ্ঞ, প্রশান্ত বীর,
বুঝাইলে কর্ম্ম-তত্ত্বকথা।
ভ্রমান্ধ পাইল দৃষ্টি—শুনিয়া বারতা।

আচার্য্যের রূপ ধরি' মন্ত্র-দেশমাঝে
এসেছিল জগতের গুরু।
আজ(ও) যাঁর অদ্বৈতের সিংহ-নাদ বাজে,
আজ(ও) যাহা জ্ঞানের সুমেরু।
ফুটিল সহস্রদল অদ্বৈতের সে' কমল,
রূপ-রস-গন্ধ ঢালে কত।
কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি ক'রে আনে জ্ঞান শত।

ধ'রেছিল পুনঃ কে সে সুগৌরাঙ্গ তনু—
নারী-নর অপূর্ব্ব মিলন।
হরিনাম-মূলমন্ত্র—সর্ব্ব-কর্ম্ম-অনু,
বিলাইল নরে সেই জন।
শুধু নাম—শুধু প্রেম, ভক্তির কষিত হেম,
মরি মরি—কি অপূর্ব্ব কথা।
হরিনাম-মহৌষধি হরে কর্ম্ম-ব্যথা।

মহাজন আর(ও) কত আসিল ধরায়
কর্ম্ম-কথা করিতে জ্ঞাপন।
নানা মতে, নানা ভাবে কর্ম্ম-মর্ম্ম গায়,
করি' নর-ভ্রম-নিরসন।

কা'রা এরা নরাকারে   আসিয়া নরের দ্বারে,
নব নব কর্ম্ম আচরিয়া,
কর্ম্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে পূর্ণ করে নর-হিয়া ?

পুণ্য-ভূমি ভারতের দূর প্রাচ্যভাগে
আজি পুনঃ কোন্ মহাজন !
জেগে উঠে সুপ্ত ধরা যাঁর প্রেম-রাগে,
ত্যজি' দীর্ঘ অলস-শয়ন !
কে বা এ আচার্য্যবর,   কর্ম্মি-কুল-ধুরন্ধর,
'জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সমন্বয়'—
প্রচারিল নব তত্ত্ব,—উঠে জয় ! জয় !

ত্যজিয়া কাঞ্চন-কাম, হ'য়ে ধ্যানরত
কি তপস্যা আচরিলে তুমি !
অনশনে-অনিদ্রায় করি' দিন-গত,
প'ড়েছিলে শ্যামা-পদ চুমি' !
বটতলে, বিল্বমূলে,   পূত-ভাগীরথীকূলে,
যথা দেব করিলে সাধনা—
মহাতীর্থরূপে আজ তাহার গণনা !

'কর্ম্ম হ'তে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের প্রসার—
ছিল এই তত্ত্ব সুপ্রকাশ!
মহাজনগণ আসি' করিল প্রচার—
'কর্ম্মে হয় কর্ম্মের বিনাশ'!
যাগযজ্ঞ-কর্ম্মচয়— কর্ম্মের প্রসূতি হয়,
স্বর্গ আদি উচ্চ-লোকে বাস! *
কামনা-রহিত কর্ম্মে কাম্য-কর্ম্ম-নাশ!

ঈশ-আরাধনা এক কর্ম্মের লক্ষণ—
শাস্ত্রে কয় নিষ্কাম-সাধনা;
একাগ্রতা-জপ-ধ্যানে তাহার গণন,
সর্ব্ব-ত্যাগে সেই উপাসনা!
কিন্তু ঈশ-কৃপা ভিন্ন † কভু নাহি হয় ছিন্ন—
সংস্কার-সংশয় জীবের! ‡
কে জানে হইবে কবে—সে' লাভ নরের!

* "জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং, ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হিধ্রুবং তৎ"। কঠোপনিষৎ ২।১০ বা ৩৯

† 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—দেবী-সুক্ত। চণ্ডী।

‡ "This bondage can only fall off through the mercy of God." Hinduism—Vivekananda.

কে বা সে সৌভাগ্যবান্ অবনী ভিতরে—
যার প্রতি ধাতা দয়াবান ?
কামিনী-কাঞ্চন-লোভ ত্যজিয়া অন্তরে
ল'তে চায় সে' রত্ন মহান্ !
সনাতন শাস্ত্র বলে—ঈশ-সনে দেখা হ'লে *
টুটে যায় কর্ম্মের বন্ধন !
সে লাভ কি ভাব নর, সুলভ এমন ? †

তবে কি উপায় নাই সংসারী জীবের,
ছিঁড়িতে এ দৃঢ় কর্ম্ম-পাশ ?
করতলগত-মুক্তি না হ'বে নরের—
র'বে চির কর্ম্ম-ক্রীতদাস ?
শ্রীগুরুর শিষ্য কয়—আছে মুক্তি—নাহি ভয়,
জীবে নর কর শিব-জ্ঞান—
জীব-সেবা মহাব্রতে ঢাল মন প্রাণ !

বহুরূপে বহুরূপী সম্মুখে তোমার
চারিদিকে করেন ভ্রমণ !

---

* "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮

† "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৪

নরে নরে নারায়ণ বিরাজে ধরার—*
হেথা-সেথা কেন অন্বেষণ ?
আর্ত্ত, বুভুক্ষিত, দীন, যোগী, ভোগী, সাধু, হীন—
সেবা কর অদ্বৈতের জ্ঞানে ! †
কর্ম্ম-পাশ হবে ছিন্ন শিব-সন্নিধানে ! ‡

উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩২৮

* "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং"—গীতা—১৩।২৮
"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। ঈশোপনিষৎ—১

† এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্॥

‡ The ultimate of happiness should be reached when it becomes universal consciousness. Hinduism—Vivekananda.

দীপান্বিতা

১

আকাশেতে ঘোর ঘটা, আঁধারের মহাছটা,
মহাহিমে ঘেরা হেরি অনন্ত বিমান !
কিছু নাহি লক্ষ্য হয়, অনন্ত আঁধারময়,
ব্রহ্মাণ্ডের—জগতের নিস্তব্ধ পরাণ !

২

অকস্মাৎ একি হ'ল, দীপ কোটী উজলিল,
আলোকের শিরস্ত্রাণে ঘেরা অট্টালিকা !
লক্ষ লক্ষ গৃহ-দ্বার ধরে শোভা চমৎকার,
হাসি-মুখে ছোটে শত বালক-বালিকা !

৩

দুম্ দাম্ বাজী ছোটে, লাখে লাখ ব্যোম ফোটে,
আকাশে হাউই ওঠে কিবা চমৎকার !
সারি সারি তুব্‌ড়ি ফোটে, আলোক-ফোয়ারা ছোটে,
আলোক-কিরণে ঘেরা শোভার আধার !

৪

জগতে প'ড়েছে সাড়া, বাজিছে দামামা-কাড়া,
যুবা-বুড়া-শিশু সবে আনন্দে মগন !
সুপ্ত ধরা জেগে উঠে, মরু-ভূমে ফুল ফুটে,
শ্মশান হইল যেন নন্দন-কানন !

৫

মহাব্যোমে ধূম ভেদি' জ্বলিছে ও' কা'র বেদী,
শত সৌদামিনী-ভাতি করে ঝল্ মল্ !
অনন্ত আঁধারে ঝকে, কা'র মূর্ত্তি চক্‌মকে,
পাদ-মূলে রজতের গিরি অচঞ্চল !

৬

এলোকেশী দিগম্বরী ভয়-লজ্জা-পরিহরি'—
নেচে ধায় কা'র বালা সমর-রঙ্গিণী !
পদ-ভরে কাঁপে বিশ্ব, কে প্রকাশে এ রহস্য—
আঁধার-বরণী বামা আঁধার-নাশিনী !

৭

যাম্যে বরাভয়করা, সব্যে মুণ্ড-অসিধরা—
বিপরীত-ভাবাবেশা—অপরূপ-রূপা !
কে এ বিশ্ব-বিনাশিনী, জগদ্ধাত্রী, মা-জননী—
মাতৃ-রূপ ধরি'—তবু শোণিত-লোলুপা !

৮

আয়্ মা, আয়্ মা শ্যামা, জগতের আদি-বামা,
'মহাকালী'-রূপ ধরি' আয় এ শ্মশানে !
ভারত-শ্মশান মাঝে নাচ্ মা রঙ্গিণীসাজে,
জাগুক তনয় তোর উন্মাদ-আহ্বানে !

রচিত—১৩১৮ সালের 'দীপান্বিতা'-উদ্দেশে।

ভিখারী প্রিয়নাথ

আজ হেথা' মেলা বসে যাঁ'র তরে—
ক'জন আমরা তাঁহারে জানি ?
নীরবে নিভৃতে ফেলে প্রেমভরে
ফোঁটাকত জল দু'এক প্রাণী !

সে যে গো ভিখারী, প্রেমানন্দ-আশে
ছুটেছিল মধু-মাছির মত !
ক্ষুদ্র অস্তিত্বের এ বিশাল বাসে
কে আর সন্ধান লইবে অত ?

ব্রাহ্মণ, ভিখারী, দীন প্রিয়নাথ,
আসিলে 'জীবন-পরীক্ষা' দিতে !
সংসার-দারিদ্র্য-দুঃখ-ঝঞ্ঝাবাত
সহিয়াছ তুমি নানান্ মতে !

নীরবে স'হেছ শ্বাস-ব্যাধিজ্বালা,
নিভৃতে সাধন ক'রেছ কত !
সাহিত্য-কাননে গাঁথি' ফুলমালা—
সারস্বত-সেবা করিলে শত !

'মদ খাও নেশা ছুটিবে না'—ভাই,
শুনেছ কি কেহ এমন কথা ?
সে' মদিরা ল'য়ে প্রিয়নাথ ওই—
ডাকিছে হরিতে হৃদয়-ব্যথা !

জান কি বাঙ্গালী, জান কি তাঁহারে ?
'আনন্দ-তুফানে' মেতেছ তাঁর ?
শক্তি-পূজা হয় যে যে উপচারে—
ল'য়েছ সন্ধান কভু কি তা'র ?

'জীবন-পরীক্ষা—স্বপ্ন চতুষ্টয়,'
পতিত জীবের মনের ছবি !
সে' পরীক্ষা ঘোরে দানিয়া অভয়
পথিককে পথ দেখান কবি !

'কেবা আমি ?' 'কেন এসেছি হেথায় ?'
'করিতেছি কি বা এ ভব-বাসে ?'
ভুগে থাক যদি এ তত্ত্ব-ব্যথায়—
পড় এ 'পরীক্ষা' পাথেয়-আশে !

যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সম্পদে, বিপদে—
জীবের কর্ত্তব্য কখন কি বা ?
'আহ্নিক-ক্রিয়া'য় বুঝা'য়ে বিশদে
'প্রিয়নাথ' করে প্রিয়ের সেবা !

বন্দনা

'কুমার-রঞ্জনে' তুলি' কাব্য-কলি
গাথিল সুকবি কবিতামালা !
'জীবন-কুমারে' সরস সকলি,
স্বর্গচ্যুত-নর-জীবন-লীলা !

আছে কি পাঠক, আছে কি তোমার,
নয়নের কোণে দু' ফোঁটা জল ?
'দুঃখী-ইতিহাস'—শোকের পাথারে
ভাসা'বে তোমার হৃদয়-স্থল !

এখন' ফোটে নি আর' কত ফুল—
পায় নি দেখিতে অরুণ-আলো !
হয় ত থাকিবে আচির মুকুল,
যদি কভু কার' না লাগে ভাল !

কিন্তু যদি কেহ দেখে থাক তাঁ'রে,
শুনে থাক দুটা শ্রীমুখে বাণী—
পিয়ে সে স্বর্গীয় শান্তি-সুধাধারে
শীতল হ'য়েছে তোমার প্রাণী !

দারিদ্র্য ও ব্যাধি হ'য়ে মূর্ত্তিমান্
প্রিয়নাথপাশে দাঁড়ায়েছিল !
হাসি মুখে করি' তাদের সম্মান—
হৃদয়-আসন পাতিয়া দিল !

বন্দনা

কি বা দীন-হীন, কি বা লক্ষপতি,
কি বা গুণী, জ্ঞানী, পতিত নর—
জুড়া'ত সকলে হেরে সে মূরতি—
আত্মারামমুগ্ধ তাপসবর !

ছিল না'ক লোভ-হিংসা-দ্বেষ-রাগ—
প্রীতি-দয়া-প্রেমে হৃদয়ভরা !
জীবে-শিবে সদা সম অনুরাগ !
এ হেন জনেরে হ'য়েছি হারা !

এ সারদা-পীঠে বাণীপুত্রগণ
সম্মিলিত আজি পূজিতে তাঁরে !
দীন কবি করে অশ্রু বরিষণ,
তাঁর তরে—প্রাণ পূজিত যাঁরে !

১৫শ, বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, তত্ত্ব-মঞ্জরী, পৌষ, ১৩১৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে মহাত্মা প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত ও পঠিত—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ।

অভিষেকোৎসব উপহার

স্বাগত ভারতে বৃটন-ঈশ্বর,
বৃটন-ঈশ্বরী লইয়া সাথে !
ধন্য হই মোরা, ও হে নরবর,
রাজপদ-ধূলি লইয়া মাথে।

যুগযুগান্তের আজি সে' নগরে
উঠে জয়-গীতি—আনন্দ-রোল !
অভিষেকোৎসব বহুযুগপরে,
'ড্রাম'-সনে বাজে দামামা-ঢোল !

পুণ্য-শ্লোক সেই রাজা 'যুধিষ্ঠির'
এক-ছত্র হ'য়ে বসিল যথা !
স্থাপিয়া সাম্রাজ্য পাণ্ডব সুধীর
রাজসূয়-যজ্ঞ করিল তথা !

যে' ইন্দ্র-প্রস্থের স্বর্ণ-সিংহাসন
পেয়েছিল মহা পুণ্যের বলে,
ধীর 'আকবর'—মোগল-রতন,
খ্যাতনামা শাহ ধরণীতলে !

আজি পুনঃ সেই মহোচ্চ আসন
পেতেছে ভারত তোমার তরে!
হে ইংরাজ-রাজ, হে 'জর্জ্জ-পঞ্চম,'
ব'স সসম্ভ্রমে গৌরবভরে।

দেখ' দেব, যেন ঘোষে সেই মত
মহিমা তোমার জগৎবাসী!
সুখে থাকে তব প্রজাদল যত
রাজ-ভক্ত হ'য়ে আনন্দে ভাসি'!

শুনি তব রাজ্যে অস্ত নাহি যায়
ভগবান দেব মরীচিমালী!
ঢালি' গুণরাশি সহস্র ধারায়,
হও তাঁ'র সম মহিমাশালী!

দূর অতীতের প্রথম উন্মেষে
ভরা ছিল দেশ বেদের গানে!
দর্শন-পুরাণ-অপূর্ব্ব-আবেশে
চির-শান্তি ছিল হিন্দুর প্রাণে!

ছিল 'বেদব্যাস', কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
'বাল্মীকি', 'বশিষ্ঠ' এ পুণ্য-ভূমে!
ছিল 'বিশ্বামিত্র' ব্রহ্মর্ষি, রাজন,
ছায়িত গগন যজ্ঞের ধূমে!

বন্দনা

রঘুকুলচূড়া 'শ্রীরাম'-'লক্ষ্মণ'
জগৎ-বিখ্যাত ছিল গো হেথা!
উদেছিল হেথা' 'নর-নারায়ণ'
গাইতে অপূর্ব্ব সুগীতা-'গীতা'!

ছিল এই দেশে 'বুদ্ধ' নরেশ্বর,
অমিত আভায় ছায়িল ধরা!
জ্ঞানালোক জ্বালি' 'আচার্য্য-শঙ্কর'
উজ্জ্বলিল ধরা তিমিরভরা!

'রামানুজ,' 'তুকা,' শ্রীগুরু-'নানক,'
'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' জ'ন্মেছে দেশে!
'রামকৃষ্ণ'-রূপে সে' বিশ্ব-পালক
এসেছিল হেথা ভিখারী বেশে!

সেই পুণ্য-ভূমি আজি, হে রাজন,
মুকুট পরায় তোমার শিরে!
প্রদানে তোমায় সম্রাট-আসন,
কি সৌভাগ্য তব অবনি'পরে!

ওই দেখ, তব অভিষেকোৎসবে
সম্মিলিত আজি ভারত-প্রাণ!
খুলিয়া অন্তর গায় উচ্চরবে
কোটী কণ্ঠে তব মহিমা-গান!

বন্দনা

চন্দ্র-সূর্য্য-ঋষি-বংশধরগণে—
মিনতি—আদরে পালিও রাজা!
কীর্ত্তিত-মহিমা পুরাণ-দর্শনে—
নহে ত তাহারা নগণ্য প্রজা!

তব-সুখে-সুখী হইয়া ফেলিবে
আজি এ ভারত যে' অশ্রু-জল,
প্রেম-অশ্রু এই—আচির শোভিবে
ও রাজ-মুকুটে মুকুতাদল!

সনাতন-ধর্ম্ম-প্রসূ এ ভারতে
নাহি অন্য কোন রতন-ধন!
ধর্ম্ম-বলে বলী শুধু এ জগতে—
ধর্ম্মাশীষ ঢালে ভিখারিগণ!

কত রাজ-কবি গায় চারিভিতে
মহিমা তোমার জগতিতলে!
দীন কবি প্রেম-প্রীতি-পূর্ণ হৃদে
প্রেমাঞ্জলি দেয় প্রেমাশ্রু-জলে!

উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৮

৭ই ডিসেম্বর, ১৯১১ দিল্লী প্রবেশের দিন রচিত ও বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নের অভিষেকোৎসব-সভায় ১২।১২।১১ পঠিত।

হারাধন

(গাথা)

তা'দের সে' দেশে সভ্যতা না পশে,
কেবল চাষার মেলা।
পথে, গোঠে, মাঠে, নদীতটে, ঘাটে
সরল প্রাণের খেলা॥

নাই কোন লজ্জা, নাই সাজ-সজ্জা,
মাগী মোটা-সাড়ী-পরা।
হাতে রুলি-শাঁখা, গায়ে উল্কি-আঁকা,
তা'তেই পরাণভরা॥

ছেঁড়া-কপ্নি আঁটা, বেশ মোটা-সোটা
ছেলেমেয়েগুলা ছোটে।
গরু-মোষ ল'য়ে খেলিছে অভয়ে,
বাড়ী হাতে ক'রে মাঠে !!

যুবা-বুড়া যত ক্ষেতে অবিরত
চাষে করে কাল-ক্ষয়।
শুধু মাঝে-মাঝে তাম্র-কূট সাজে,
শ্রমের লাঘব হয়॥

বুঝে না ক ধর্ম্ম, রাজনীতি-মর্ম্ম,
ঘামায় না কভু মাথা।
'দেশ', 'দেশ' ক'রে— হাঁকি' উচ্চৈঃস্বরে—
পায় না ক হৃদে ব্যথা॥

তবে শুধু দেখি— দয়া মাখামাখি,
মায়ায় হৃদয়ভরা।
বাপ-মাকে ভক্তি, জায়া-অনুরক্তি,
ভা'য়ে ভা'য়ে হাত-ধরা॥

প্রতিবেশিগণে সমান যতনে
দেয় কত ভালবাসা।
রোগে-দুঃখে-সুখে এক ভাবে দেখে,
যেন প্রাণে প্রাণ মেশা॥

পাথরের চাঁই পূজে ঠাঁই-ঠাঁই,
'শিব'-ব'লে নৃত্য করে।
ঢালে নদী-জল, দেয় বিল্বদল,
তৃপ্ত করে মহেশ্বরে॥

(২)

'হারাধন' নামে তা'দের সে' গ্রামে—
আছিল কৃষক-যুবা।

বলিষ্ঠ, সুঠাম, নয়নাভিরাম,
ছিল সে গ্রামের শোভা ॥

দেহটী যেমন, হৃদয়(ও) তেমন,
পর কা'রে নাহি ভাবে।
প'ড়ে রোগে-শোকে যেখানে যে ডাকে—
তাহারে নিকটে পা'বে ॥

রাত-দিন জেগে হৃদয়-আবেগে
ব'সে থাকে রোগি-পাশে।
রোগী সেরে উঠে যবে যায় মাঠে—
মুখখানি তা'র হাসে ॥

যদি কোনখানে বরষার দিনে
ভেঙ্গে যায় কা'র(ও) ঘর।
শুনে সেই কথা হারু ছোটে তথা,
শ্রম করে অকাতর ॥

পিপাসিত জনে দেখে কোনখানে,
জল এনে দেয় ছুটে।
নিজ-অন্ন-দানে তোষে অন্নহীনে,
মুখে হাসি তা'র ফুটে ॥

আহারের পরে চারিদিকে ঘোরে,
সারিয়া নিজের কায।

বসিতে বলিলে ভাসে আঁখি-জলে,
পড়ে যেন শিরে বাজ ॥

কোথা' আৰ্ত্ত-জন মলিন-বদন
ভাসিছে নয়ন-জলে।
হারাণ ছুটিয়া তা'র কাছে গিয়া
দুটা মিঠে কথা বলে ॥

দ্বেষ-হিংসাভরে গাঁয়ের মাঝারে
উঠিলে কলহ-রোল।
হারাণ তথায় দ্রুত চ'লে যায়,
মিটাইয়া দেয় গোল ॥

(৩)

দেশাচার মতে একদিন প্রাতে
গাইতে গাইতে গান।
যত নর-নারী যায় সারি সারি,
নদীতে করিতে স্নান ॥

'কল্যাণ-ঈশ্বর' নামেতে পাথর
নদীতীরে প'ড়ে আছে।
কত কাল ধ'রে বলিতে না পারে,
যায় সবে তাঁ'র কাছে ॥

ফুল-জল দিয়া তাঁহারে পূজিয়া,
মাঠে ব'সে খায়-দায়।
আজ(ও) সেই মত গ্রামবাসী যত
নদীতীরে শোভা গায়॥

কেহ করে স্নান, কেহ গায় গান,
কেহ করে শিব-পূজা।
ছেলেগুলো মাতে, বাঁশী ল'য়ে হাতে
সেজেছে রাখাল-রাজা॥

হঠাৎ 'কি হ'লো'— শবদ উঠিল,
হায়! হায়! করে সবে।
সকলে ছুটিয়া, নদীতটে গিয়া,
কাঁদিতেছে উচ্চ রবে॥

হাবু-ডুবু খায়, দূর-স্রোতে ধায়
কৃষক-যুবতী কা'র।
বাঁচাতে তাহারে কেহ নাহি পারে
আত্মীয়-স্বজন তা'র॥

কি ক'রে, কি হ'বে, কেমনে বাঁচিবে
আহা! সে দুঃখিনী-বালা।
সাহায্য-অভাবে অভাগিনী ডুবে,
ফুরায় জীবন-খেলা॥

এমন সময়ে হেরিল বিস্ময়ে,
জলে ঝাঁপ দিল কেবা।
তুচ্ছ করি' প্রাণে, দ্রুত সন্তরণে
ধায় স্রোতে এক যুবা ॥

(৪)

অতি ধীরে ধীরে ল'য়ে যুবতীরে
আসে যুবা তীরপানে।
কভু আগে আসে, কভু যায় ভেসে,
প্রখরা নদীর টানে ॥

তীরস্থ সকলে ভাবে কুতূহলে,
নির্ব্বাক পুতুলপ্রায়।
বাঁচাতে ইহারে যদি যুবা মরে,
ঘটিবে নূতন দায় ॥

বুঝি এল, এল, ওই বুঝি গেল,
উঠিল নানান্ রব।
ভাসে মৃত-প্রায় সোপানের গায়,
ঘাটে ধেয়ে গেল সব ॥

সকলে মিলিয়া তীরেতে তুলিয়া
সেবিতেছে দুই জনে।

যুবতী বাঁচিল, সকলে কহিল—
'মরে বুঝি যুবা প্রাণে' ॥
ফেলে দীর্ঘ-শ্বাস, করে হা-হুতাস,
চিনিয়া সে বীর-যুবা।
অন্য কেহ নয়— 'হারাণ' নিশ্চয়—
তা'দের গ্রামের শোভা ॥
অন্যে দিতে প্রাণ দিল বলিদান
অমূল্য পরাণ তা'র।
'ধন্য', 'ধন্য' করে অমরী-অমরে,
এমন জীবন যা'র ॥
তা'র গ্রামবাসী— চল দেখে আসি—
কি ক'রেছে তা'র তরে।
রচিয়াছে গাথা— তা'র কীর্ত্তি-কথা—
গায় সদা প্রেমভরে ॥
বর্ষে বর্ষে আসে, নর-নারী মিশে
ঢালে তথা ফুল-জল।
'হারাণ' যথায় নিশ্চিন্তে ঘুমায়,
ভাবি' পূণ্য-ভূমিতল ॥

উদ্বোধন, ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৮

---

* বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত—উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি ২৯শে পৌষ, ১৩১৮

স্বপ্ন না সত্য

নিশাশেষে অকস্মাৎ দেখিনু স্বপন হায়!
কি যে সে' অপূর্ব্ব কথা—ভাষে নাহি কহা যায়।
আচম্বিতে স্বর্গদ্বার খুলিল বিমান-পথে!
বীরেন্দ্র সম্মুখে এক—বীর ল'য়ে সাথে সাথে।
জ্ঞান-বর্ম্মে আঁটা-তনু, করেতে কর্ম্মের অসি।
নূতন অপূর্ব্ব বীর—মুখে বাণী 'তত্ত্বমসি'!
মুখে শুধু 'ধর্ম্ম', 'ধর্ম্ম',—দ্বন্দ্বপূর্ণ এ সংসার;
ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্মের দ্বন্দ্ব চলে অনিবার!
হেরিয়ে ধরার গতি ব্যথিত বীরেন্দ্রদল
ছুটিল অসংখ্য পথে—পদে পৃথ্বী টল টল।
কামিনী-কাঞ্চনে রত, মোহাচ্ছন্ন বসুমতী!
দানিল মানব সবে বিবেক-আনন্দ-জ্যোতিঃ।
পাইয়া স্বরূপ-বার্ত্তা জগতের জনগণ
চূর্ণ করি' সম্প্রদায় করে প্রেম-আলিঙ্গন।
এই সে' মিলন-স্থল হের ভক্ত-জ্ঞানিগণ।
'বিবেক-আনন্দ'-রূপে সেনাপতি আগমন।

তত্ত্ব-মঞ্জরী, ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৮

বহু পূর্ব্বে ১৩১২ সালে রচিত ও পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী বিতরিত

ভক্তি

হে দেবি! করুণাময়ি! অনন্ত মহিমাময়ি!
কি বা আছে অসাধ্য তোমার?
তোমার পরশে নর দেবতা সাকার!
তুমি না থাকিলে মর্ত্ত্যে, পড়িয়া এ মোহাবর্ত্তে
অনিত্যের করিত সাধনা;
কে বা দিত নরকুলে ঈশ্বর-ধারণা?
দানব দেবতা—পেয়ে তব কৃপা-কণা!

অনন্ত করম-ডোরে বদ্ধ হ'য়ে ভব-ঘোরে,
নাই সাধ্য পায় পরিত্রাণ!
গোলক-ধাঁধায় ঘোরে নাহি ক সন্ধান!
তুমি যদি দয়া ক'রে, বসি' তা'র হৃদি'পরে
দাও দেবি, অমৃতের স্বাদ—
তবে তা'র ঘুচে সব সংশয়-বিবাদ—
মুগ্ধ জীবে উৎসারিত আনন্দ-আহ্লাদ।

কর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন, মোহবদ্ধ, অতি দীন,
পরিমিত আয়ু ল'য়ে নর
কেমনে হইবে পার সংসার-সাগর?

তুমি না করিলে দয়া, কা'র সাধ্য তরে মায়া,
মায়াতীতে কে দেয় সন্ধান ?
জীবে শিবে তুমি মাত্র আছ ব্যবধান।
শাস্ত্র তাই ভনিছে—ভক্তির ভগবান্!

কেহ করে অধ্যয়ন, জপে নাম অনুক্ষণ,
কেহ করে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান,
কোথা শান্তি, কোথা মুক্তি, কোথা পরিত্রাণ ?
ভক্তিশূন্য অধ্যয়ন কিম্বা নাম-উচ্চারণ,
ভক্তিহীন কর্ম্মের সাধনা—
আকাশ-কুসুম সম শুধু বিড়ম্বনা।
নিত্য বস্তু অনন্তের না দেয় ধারণা!

কি অমিয়-সুধা তুমি, যাহার কণিকা চুমি'
নরকুল হাসে, নাচে, গায়,
হুঙ্কারিয়া হরিবোলে জগৎ মাতায়।
বল দেবি' দয়া করি', কেমনে তোমায় ধরি,
সিন্ধু তরি গোষ্পদ-সমান ?
কৃপা করি' দাও দেবি, তাহার সন্ধান,
যাক্ অধমের জ্ঞান-কর্ম্ম-অভিমান।

বন্দনা

শুনিয়াছি শাস্ত্রমুখে— মুক্তি দেন ধাতা সুখে,
ভক্তি দিতে অক্ষম, কাতর !
কা'র সাধ্য বুঝে তাঁ'রে—শঠ, নটবর !
এ কি ভয়ানক কথা— ভক্তি-মুক্তি-প্রেম-দাতা,
পিতা হ'য়ে সন্তানে ছলনা !
তাই বুঝি তব রূপ বঙ্কিম কল্পনা !
তবু হরি, তব তরে কাঁদে জগ-জনা !

তাই দেবি, তব তরে এ দীনের আঁখি ঝরে,
দয়া করি' হও অধিষ্ঠান !
তখন বুঝিব—পাই, না পাই সন্ধান !
দীন নর তব আশে ভ্রমিতেছে ধরাবাসে,
বিপর্য্যস্ত মায়ার তাড়নে ;
তা'য় পড়ে পুনঃ পুনঃ রিপু-প্রলোভনে !
কেমনে হইবে মুক্ত বিষম বন্ধনে ?

স্পর্শমণি স্পর্শ ক'রে লৌহ স্বর্ণ-দেহ ধরে—
মালিন্য, কাঠিন্য যায় তা'র !
তব স্পর্শে সেই মত নরের উদ্ধার !
কিসে নর ভক্তি পায়— ব'লে দাও সে' উপায়,
অক্ষম সে সাধন-ভজনে ;

নিত্য নব নব ব্যাধি নাশিছে জীবনে !
তাহে ধর্ম্ম ধ্যানের প্রবৃত্তি নাই মনে !

ধাতার করুণা তুমি, আছ ব্যাপি' বিশ্ব-ভূমি,
তবে কেন কিঙ্করে ছলনা ?
অসম্ভব এ দাসের তোমার সাধনা ।
দয়া মূর্ত্তিমতী তুমি, সন্তানের শির চুমি'
কর দেবি, কর আশীর্ব্বাদ—
পাই যেন মৃত-দেহে অমৃতের স্বাদ ;
ঘুচে যাক অধমের মালিন্য-বিষাদ !

লাল লাঠি, রাঙ্গা ফলে ভুলিয়া মায়ার ছলে,
আর নাহি হই প্রতারিত,
যে ক'দিন আছে বাকী কর মোর হিত !
জ্ঞানী, কর্ম্মী তব যোগে ব্রহ্মানন্দ উপভোগে,
শক্তিহীন হয় শক্তিমান !
তব রসে গলাইয়া কঠিন পাষাণ,
অধম পতিতে এবে কর পরিত্রাণ !

নামে স্বেদ, শিহরণ, আনন্দাশ্রু বরিষণ—
শুনিয়াছি ভক্তির লক্ষণ,
কোথা' পাব' সে' অবস্থা আমি অভাজন !

আমি আর্ত্ত, বিপর্য্যস্ত, মহাভবব্যাধিগ্রস্ত,
মাঝে মাঝে তাই ডাকি তাঁ'রে—
এ ভব-যন্ত্রণা যদি কৃপায় নিবারে,
হাবুডুবু কত কাল খা'ব এ পাথারে ?

বিষয় বাসনা ত্যজি' নিষ্কামে ঈশ্বরে ভজি—
হেন সাধ্য আছে কি আমার ?
ঈশ্বরে পরম প্রেম করি অনিবার ? (ক)
কোথা' পাব' সেই ভক্তি, শিবে পরমানুরক্তি,
সে' স্বরূপ জানিব কেমনে,
কে তাঁ'র মহিমা কথা শুনা'বে শ্রবণে ? (খ)
সম্ভব কি কভু তাহা মম সম জনে ?

'বিবেক', 'বিমোক', 'ক্রিয়া', 'অভ্যাস', 'কল্যাণ' দিয়া
'অনুদ্ধর্ষ' ও 'অনবসাদ'—
পায় নর ইথে না কি ভক্তির আস্বাদ ! (গ)

(ক) 'ওঁ সা কাময়মানা নিরোধরূপাৎ'। নারদ-সূত্র—২।৭
'ওঁ সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা'। ঐ—১।২

(খ) 'সা পরমানুরক্তিরীশ্বরে'। শাণ্ডিল্য-সূত্র, ১ আঃ, ২য় সূত্র।
'ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনুপশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তঃ'।
ঐ স্বপ্নেশ্বর-টীকা।

(গ) শ্রীরামানুজ-কথিত ভক্তির সাধন-সপ্তক। (১) বিবেক

সর্ব্ব-ত্যাগে তার পর, পরাভক্তি লাভান্তর
প্রেমে করে শিব-আরাধনা!
কোথা' পা'বে হীন জন সে' যোগ-সাধনা;
স্বার্থ-কূপে নিমজ্জিত আকণ্ঠ যে জনা?

প্রহ্লাদ ভক্তের রাজা, ভক্তি-বলে মহাতেজা,
কহিয়াছে ভক্তির লক্ষণ;—
সে' পথ(ও) কি আমাদের সুলভ তেমন?
'অজ্ঞ-জন যেই মত সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ে রত,
সেই মত প্রভু দয়াময়,
হৃদয়-আসক্তি যেন তোমাতেই রয়'! (ঘ)
ভক্তির লক্ষণ এই—ভক্ত-রাজ কয়।

—খাদ্যাখাদ্য বিচার, (২) বিমোক—ইন্দ্রিয়-সংযম, (৩) অভ্যাস—আত্মসংযম বা আত্ম-ত্যাগের অভ্যাস, (৪) ক্রিয়া—পঞ্চ মহাযজ্ঞ—যথা ব্রহ্ম-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূত-যজ্ঞ, (৫) কল্যাণ—পবিত্রতা—সত্য, আর্জ্জব, দয়া, অহিংসা, দান ও অনভিধ্যা, (৬) অনবসাদ—সর্ব্বদাই সন্তোষ থাকা, (৭) অনুদ্ধর্ষ—অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ হইতে বিরত থাকা।

(ঘ) 'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
বিষ্ণু-পুরাণ, ১ম অংশ, ২০শ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক

বন্দনা

সবে হায়! কহে যত— ভক্তির স্থলভ পথ—
আমি দেখি অতীব দুর্গম,
ভীষণ, বন্ধুর পথ—নহে মনোরম!
কাম-কাঞ্চনের দাস, তবু 'ভেকে' অভিলাষ,
মুখে করি নাম-উচ্চারণ,
অনিত্য বিষয়ে কিন্তু ম'জে আছে মন!
ইথে কভু হয় কি গো ভক্তির অর্জ্জন?

বাহিরে বৈষ্ণব-সাজ, মনে প্রেত(ও) পায় লাজ,
কি হইবে সন্ন্যাস-গ্রহণে,
প্রেম-রাগে রঞ্জিত না করে যদি মনে?
'মন মুখ এক যা'র' (ঙ) সাধন সহায় তা'র,
ধর্ম্ম-তত্ত্ব সে বুঝিতে পারে,
অন্তরে বাহিরে সম-ভাব যে আচরে!
সহজ কিছুই নহে জেন' এ সংসারে!

শ্রীহরির পূজা করি', কিম্বা জীবে প্রেম ধরি',
ভাবিও না সাধনা-পূরণ,
প্রাকৃত, মধ্যম ভক্ত হইবে গণন।

(ঙ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব কথিত—'মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধন'—স্বামী শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত তা'রে কয়— যে হেরে জগৎময়
এক বিভু ব্যাপ্ত চরাচর—
সর্ব্বভূতে বিরাজিত অব্যয়, অক্ষর! (চ)
কোথা' পা'বে সে' অবস্থা মম সম নর!
তাই দেবি, তব কাছে এ দীন দাঁড়ায়ে আছে,
দুর্ব্বলের গতি কই আর!
কৃপা করি' উর দেবি, অন্তরে তাহার।
পাইলে তোমার শক্তি ভগবানে অনুরক্তি
নিশ্চয় লভিবে এক দিন!
উজ্জ্বল তৃতীয় নেত্র ফুটিবে নবীন!
শান্তি পা'বে, মুক্ত হ'বে এ অধম দীন!

উদ্বোধন, ১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৯

(চ) সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত—১১শ স্কন্দ, ২অ, ৪৩—৪৫

"In the heart of things, there is Unity still. If you seek within, you will find this Unity, between man and man, woman and child, race and race, between high and low, rich and poor, God and man. All, even the animals, are One, if only you go deep enough! He, who has attained to this vision, is no longer under delusion."
Swami Vivekananda—Jnana-Yoga.

বিশ্ব-নাট্যশালা

(The World is a stage.)

বিশ্ব-নাট্যশালা শোভে নাট্যশালা যথা,
অসংখ্য অযুত জীব অভিনেতা তাহে.
বহুরূপে বহুরূপী বিরাজিত হেথা,
নৃত্য করে অহরহ কামনার মোহে !
তৃণ-গুল্ম-তরুলতা-জীব-জন্তু-নর,
তটিনী-নির্ঝর-মরু-সাগর-ভূধর,
ব্যোম-পথে অগণিত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল
কি যেন পা'বার আশে সদাই চঞ্চল !
রূপ-রস-গন্ধ-ভোগে তৃপ্তি নাহি পায়,
আকুল হইয়া ভ্রমে নট-নটী সম,
ধীরে ধীরে আয়ু-নিশি পোহাইয়া যায়,
তখন বুঝিতে পারে নিজ নিজ ভ্রম !
এখন(ও) সময় আছে—বুঝে পর সাজ,
শ্রেষ্ঠ-অভিনেতাসম সাধ নিজ-কায !

নাট্য-মন্দির, ৩য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৯

বাণী-আরাধনা

কবিতার জীবন্ত প্রতিমা, কোথা' তুমি আছ এ সময় ?
এস এস প্রাণ-মধুরিমা, অদর্শনে ভাষা না যুয়ায় !
তুমি দেবি, মানস-মোহিনী—মনোবীণা-প্রধান-ঝঙ্কার,
নিরমল আনন্দ-দায়িনী—কর প্রাণে সুধার সঞ্চার !
সাধ হয় রচিতে কবিতা, তুলিতে গো মধুময় তান,
কোথা' কাব্য-সরোজ-সবিতা, জাগাও এ সুষুপ্ত পরাণ !
সত্য-রূপা সরস্বতী মোর—তুমি বিনা ভাব কে যোগায় ?
ভাঙ্গ, ভাঙ্গ ভ্রম-ঘুম-ঘোর—হ'ক প্রাণ হ'ক মধুময় !
এস দেবি, এ পরীক্ষা ঘোরে—কাব্য-লক্ষ্মি, দাও দরশন !
করি মানা, ছলিও না মোরে—আমি ভক্ত, দীন, হীন জন !
তুমি দেবি, কবিতার প্রাণ—বাক্যে হয় কবিতা গঠন,
রস-রূপে তুমি অধিষ্ঠান হ'লে হয় কাব্যের গণন !
তাই গাহি তোমার মহিমা—অন্য কাব্য কি রচিব আর—
কবি-সেব্য-চৈতন্য-প্রতিমা, হও মম জীবনের সার !
ঝঙ্কারিছে এ দীনের বীণা একমাত্র শ্রীরাগে তোমার !
হয় যেন তব আরাধনা—এ দাসের জীবনের সার !

প্রতিবাসী, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৯

প্রভাত

প্রভাতের শুক-তারা আমি বড় ভালবাসি !
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সে যে—ঢালে গো অমৃতরাশি !
প্রভাতে শিশির-বিন্দু শোভে যেন মুক্তা-ফল !
বিগলিত কা'র প্রেম পুষ্প-পত্রে ঢল ঢল !
প্রভাতে তরুণ রবি কা'র প্রেম-রাগে লাল !
দূরে গেল অন্ধকার হেরে সে' কিরণজাল !
প্রভাতের ফোটা ফুল কান্তি-গন্ধ-মধুভরা,
বিলাইয়ে দেহ-প্রাণ আমোদিত করে ধরা !
প্রভাতে পাখীর গানে বাজে মধুময় তান !
শুনে সে' স্বর্গীয় সুর মাতে নরনারী-প্রাণ !
প্রভাতের গন্ধবহ বহে মৃদু মধুসনে !
শীতল জগৎ-প্রাণ জুড়ায় জগৎজনে !
প্রভাতের স্রোতস্বিনী ধীরে কল-নাদে ধায় !
পূত করে প্রবাহিণী প্রভাতে যে' স্পর্শে তায় !
প্রভাতে মানব-মন নির্ম্মল কুসুম সম !
প্রভুর বন্দনা গায়—কি মধুর অনুপম !
প্রভাতের সু-প্রভায় জেগে উঠে বিশ্ববাসী !
চারিদিকে জাগরণ—সব মুখে ফুটে হাসি !
মধ্যাহ্নের প্রখরতা মধুর প্রভাতে নাই !
সন্ধ্যার তিমির ছায়া প্রভাতে কভু না পাই !

বন্দনা

প্রভাতে সকল(ই) ভাল—সব হেরি মধুময় !
অবসান দুখ-নিশা—সুখ-দিবা সমুদয় !
জীবন-প্রভাতে ছিনু প্রভাত-কুসুম সম !
থাকি যেন তাই প্রভু, শ্রীপদে প্রার্থনা মম ! *

প্রার্থনা

ও গো তোরা ছেড়ে দে আমারে !
ল'য়ে বুক-জোড়া ব্যথা থাকিতে পারি না হেথা,
চ'লে যাই অরণ্য-মাঝারে !
যা'ব কোন অজানা প্রদেশে,
যেখানে আপন-মনে বাঁধিয়ে সাধের বীণে,
গায় সবে মনের উল্লাসে !
দিবানিশি সঙ্গীত-ঝঙ্কারে,
পুলকিত প্রাণ-মন রহে যথা অনুক্ষণ,
যাই তথা—ছেড়ে দে আমারে !
হেথা আমি নিয়ে মরা মন,
বহিতে পারি না আর কঠোর কর্ত্তব্য-ভার,
সদা মোর প্রাণ উচাটন !

---

* প্রভাত, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৯

বন্দনা

চারিদিকে নিয়ম-শাসন,
দুর্ব্বল হৃদয় মোর যুঝে হেথা নাহি জোর,
বৃথা কেন অভাগা পীড়ন !
বীর তাঁরা সংসার-মাঝারে,
সঁপি' যাঁরা প্রাণ-মন, সাধি'ছেন অনুক্ষণ
পর-হিত—এই ধরা'পরে !
আমি ক্ষুদ্র, অতি দীন-হীন,
বিপুল এ বিশ্ব-ভূমি, কি কাযে আসিব আমি—
জ্ঞান-ভক্তি-সাধন-বিহীন !
কোন আশা নাহি রে আমার,
হইয়াছি পথহারা, তা'য় মোর মন মরা,
চোখে মম নৈরাশ্য-আঁধার !
কোথা গুরু, জ্ঞানের আধার,
সঞ্জীবিত কর মন, হে তিমির-নিরসন,
দূরে যা'ক জড়তা আমার !
জ্ঞানালোকে হ'য়ে আলোকিত
করি তত্ত্ব অন্বেষণ— 'কেন হেথা আগমন,'
'কেবা আমি,'—'কাহার রচিত' ?

'নাট্য-মন্দির,' ৩য় বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৯
রচিত—১৪ই মাঘ, ১৩০৬, ইং ২৭শে জানুয়ারী, ১৯০০

ভারত-বন্দনা-গীতি

বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত, হোমের অনল প্রজ্জ্বলিত,
ধ্যান-তপস্যায় মগ্ন যথা থাক্‌ত নরনারী,
অল্প কথায় সে' দেশ-কথা বর্ণিতে কি পারি ?
ও গো দক্ষিণে যার ছোটে মলয় সাগর-অম্বু চুমি',
সকল দেশের শিরোমণি সে যে আমার ভারত-ভূমি ।

সাংখ্য, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, দর্শনের যার নাই ক অন্ত,
যোগ-বাশিষ্ঠের জ্ঞানালোক আর গীতার জ্ঞানে ভরা,
(এমন) জ্ঞানের কথা কোথায় পা'বে খুঁজে বসুন্ধরা !
ও সেই দক্ষিণে যার গর্জ্জে সিন্ধু চরণ-প্রান্ত চুমি',
সে যে সকল দেশের শিরোমণি আমার ভারত-ভূমি ।

ব্রহ্ম-বিদ্যা, ব্রহ্মতত্ত্ব, 'জগন্মিথ্যা—ব্রহ্মসত্য',
কোন' দেশে এ সব তত্ত্ব কেউ আনে নি ধ্যানে,
ব্রহ্ম-জ্ঞানের তত্ত্বালোচন হয় নি কোন'খানে ।
ও গো উত্তরে যার নগাধিরাজ ওঠে গগন চুমি',
সকল দেশের শিরোমণি (ও যে) আমার ভারত-ভূমি

বন্দনা

বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র, ব্যাস, বাল্মীকি সুপবিত্র,
ও গো কোথায় আছে জনক-রাজা রাজর্ষির সেরা
সীতা, সতী, সাবিত্রী ও সেই দময়ন্তী-ঘেরা।
এমন দেশ আর জগৎ-মাঝে কোথায় পা'বে তুমি,
সে যে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমার ভারত-ভূমি।

'রাম', 'কৃষ্ণ', 'বোধি-সত্ত্ব', 'শঙ্করাচার্য্য' জ্ঞানোদ্দীপ্ত,
প্রেমের 'গোরা' মাতোয়ারা জ'ন্মেছে কোন্ দেশে,
এল সমন্বয়ের মহাগুরু 'রাম-কৃষ্ণ' শেষে!
ও গো জগৎ-মাঝে কোথায় পা'বে এমন পুণ্য-ভূমি?
সে যে স্বর্গাদপি গরীয়সী আমার ভারত-ভূমি।
আমি থাকি যেন জন্ম-জন্ম চরণ-প্রান্ত চুমি'
ও গো 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমার ভারত-ভূমি!

নাট্য-মন্দির, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৯

জন্মোৎসব-সঙ্গীত

গাও সবে আজি রামকৃষ্ণ-গান,
মাতিয়া উঠুক তোদের পরাণ,
উড়ুক ভারতে ধরম-নিশান,
দেখুক জগৎ তোদের চেয়ে !

'সমন্বয়-গানে' মত্ত ত্রিভুবন,
শ্রীগুরু তুলেছে সে' ধর্ম্ম-পবন,
সসাগরা ধরা প্রেমে নিমগন,
ছুটেছে মহিমা জগৎ ছেয়ে !

কামিনী-কাঞ্চনে ভুল' না ক আর,
ছেঁড়, ছেঁড় পাশ অবিদ্যা-মায়ার,
জ্ঞানালোক জ্বালি' নাশ অন্ধকার,
গুরু-মহারাজ দাঁড়া'য়ে ওই !

পাপী-তাপী ব'লে ভেব' না তোমারে,
পতিত-পাবন আসিয়াছে দ্বারে,
আচণ্ডালে প্রেম বিলা'য়ে উদ্ধারে,
পুরাণ পুরুষ এসেছে সেই !

বন্দনা

তোল উচ্চ-তান, উড়াও নিশান,
জীবন্মৃত সবে দাও প্রাণ-দান,
'তত্ত্বমসি'-রবে হও আগুয়ান—
সমন্বয়াচার্য্য হুঙ্কারি' কয় !

ক'র' না ক হেলা, রাখ তব খেলা,
রাখ হাসি-খুসি, রাখ হেলা-দেলা,
সার কর ভাই, গুরু-পদ-ভেলা,
থাকিবে না তব শমন-ভয় !

'মন-মুখ-এক—সাধনার সার,'
সত্য-পথ ছাড়া আছে কি বা আর ?
আত্ম-পর ভুলে হও একাকার,
ভেদ-দ্বন্দ্ব-মাঝে থেক' না তুমি

সনাতন ধর্ম্মে সব সমন্বয়,
পুণ্য-ভূমি চির সেই কথা কয়,
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম এক(ই) পথ হয়,
কহিছে আবার ভারত-ভূমি !

বন্দনা

জগতে যথায় যত মত ছিল,
সব পথে প্রভু সাধন করিল,
তাই 'সমন্বয়'-ধর্ম্ম প্রচারিল,
দিতে জনে জনে অমৃতরাশি।

কোথা' হিমালয়, কোথা' কুমারিকা,
ধরা-প্রান্তে কোথা' সেই আমেরিকা,
আচার্য্য তুলেছে মোহ-যবনিকা,
ধরমের গ্লানি গিয়াছে ভাসি'!

আঁখি মেলি' তোরা দেখ একবার,
নর-নারায়ণ এসেছে আবার,
'ব-কলমে' নর হইল উদ্ধার,
বিশ্বময় তাই প'ড়েছে সাড়া!

পাঞ্চ-জন্য বাজে—শোন তোরা শোন,
উল্লাসে জুড়াক তোদের শ্রবণ,
মহানন্দে মত্ত হল ত্রিভুবন,
বাজে উদ্বোধন-দামামা-কাড়া

নাট্য-মন্দির, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৯

উচ্ছ্বাস

এ ভব-ভবনে অলস শয়নে
অলীক স্বপনে কেন অচেতন।
কেন অকারণ হেথা আগমন,
কেমনে কাটিবে মায়ার বন্ধন॥

পারিবে না তুমি করিতে সংসার,
চারিদিকে গোল, বিষম ব্যাপার,
থত-মত খেয়ে পলাইবে ধেয়ে,
হবে না, হবে না, সংসার-সাধন॥

লাল-লাঠি পেয়ে ভুলিয়াছ তুমি,
বিচিত্র হেরিছ এই বিশ্ব-ভূমি,
সকল(ই) অসার এ ভব-সংসার,
বিনা বিশ্বনাথ জগৎ-কারণ॥

খেলা-লাঠি ফেলে বালক যেমন
কেঁদে করে মা'র অঞ্চল ধারণ,
সেই মত তুমি ত্যজি' বিশ্বভূমি
বিশ্ব-জননীর লও হে শরণ॥

দয়ার নির্ঝর, প্রেমের আধার,
খুলিবে নয়ন কৃপায় তাঁহার,
জগত হাসিবে, মোহ দূরে যাবে,
সফল হইবে—এ ভব-ভ্রমণ॥

প্রতিবাসী, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২০

আত্ম-বিসর্জ্জন

স্থসভ্য মার্কিন শোভে নিশিদিন
সভ্যতা-আলোকে ঘেরা !
জগতে তাকাও, কোথা' নাহি পাও—
তা'র মত দেশ সেরা !
বিদ্যা, ধন, মান, মহোন্নত প্রাণ
চারিদিকে তথা রাজে।
দুঃখ নির্ব্বাসিত, দারিদ্র্য বারিত,
সবে সুখ-পুষ্প সাজে !
বিলাস, বৈভব— সব অভিনব,
তবুও আলস্য নাই।
মূর্খতা, হীনতা বা শ্রীকাতরতা
পায় না তথায় ঠাঁই !
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানালোচন,
ধর্ম্ম-চর্চ্চা কত মত।
নিত্য নব জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা অর্জ্জনে—
কোথা' নাই আর তত !
এ-হেন সে' দেশে, 'দৈনিক' বিশেষে
সে' দিন প্রকাশ হ'ল ;—
অদ্ভুত সংবাদ, হরিষে-বিষাদ,
'মোটর' জ্বলিয়া গেল !

সিকাগো সহরে— যে মহানগরে
'বিবেক-আনন্দ' বীর,
আর্য্য-ধর্ম্ম-গানে, বিজয়-নিশানে
নোয়াইল সব শির,—

ষোড়শী কুমারী, জনেক সুন্দরী
'মোটর-বাইকে' যায়,
দাউ দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে যান পড়ে,—
পোড়া'য়ে কুমারী হায়!

জনৈক ডাক্তার করিল প্রচার,—
'নর-চর্ম্ম যদি পাই,
কুমারীর প্রাণ দিতে পারি দান;
এস কোন বীর ভাই!'

প'ড়ে গেল সাড়া, মহাতোলা-পাড়া,
কত লোকে কত ভাবে!
এ-হেন সংবাদে কত লোকে কাঁদে,
অবশ্যই কেহ যা'বে!

এক-পদ-রুগ্ন বালক বিশীর্ণ
আসিয়া ভীষকে কয়,—
'মম এই পা'য় কি হইবে হায়!
কাট শীঘ্র মহাশয়!

সংবাদ-বাহক মাত্র এ বালক,
দেখিয়া মহত্ত্ব তা'র ;
হ'ল চমকিত, সবে বিমোহিত,
পড়ে কত অশ্রুধার ।

ধন্য হে মার্কিন, যদিও নবীন,
শ্রেষ্ঠ তুমি ভূমণ্ডলে,
যথায় বালকে সংবাদ-বাহকে
দেহ দেয় প্রেম-বলে !

'তব পদ-চ্ছেদে পড়িবে বিপদে'—
বালকে ভীষক কয় !
তবু অচঞ্চল, বালক অটল,
নাই কোন তা'র ভয় !

ভাবে মনে মনে,— মম ক্ষুদ্র প্রাণে
কি আর হইতে পারে !
সফল সাধন, যদি এ জীবন
যায় পর-উপকারে !—

শুনিল না কথা, মানিল না বাধা,
শুইল টেবিল' পরে,
কুমারী যথায়, জ্ঞান-হারা-প্রায়
পড়িয়া যাতনা-ভরে !

বন্দনা

অপূর্ব্ব কৌশলে, অস্ত্র-শস্ত্র-বলে
হ'য়ে গেল সব কাজ!
কুমারী বাঁচিল, বালক মরিল,
বৈদ্য-শিরে ফেলি' বাজ!
চারিদিক হ'তে নিন্দে নানা মতে,
লজ্জিত ডাক্তার অতি!
একে প্রাণ-দানে, অন্যে নাশে প্রাণে,
একে নিন্দা—অন্যে স্তুতি!
বালকের নামে, বালকের প্রেমে—
উঠে কত জয়-গান!
(তা'র) সমাধি-মন্দিরে, নগর বাহিরে,
উড়িল দেব-নিশান!
তাহার মহিমা, ত্যাগের গরিমা
জগতে আচির র'বে!
তা'র সম বীর, কীর্ত্তিমান ধীর,
আছে কয় জন ভবে!
নহে সে সন্ন্যাসী, দীন-গৃহবাসী—
অশিক্ষিত সে বালক!
আত্ম-বিসর্জ্জনে পূজ্য ত্রিভুবনে,
ক্ষুদ্র সংবাদ-বাহক!

প্রভাত, ১ম বর্ষ, ৯।১০ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২০

শ্রীবিবেকানন্দ

নিবিড় আঁধার-কোলে চমকিল রূপরাশি।
নিমেষে আলোক-কণা ছাইল অবনী আসি' ॥
সংসারের মহাঘোরে
মলিন করিতে নারে,
বিমল বিদ্যুৎসম বেড়ায় বিমানে ভাসি'।
জগতে প'ড়েছে সাড়া,
বিশ্বময় তোলাপাড়া,
'তত্ত্বমসি'-মহাতত্ত্ব পেয়ে মত্ত ধরাবাসী।
দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দূরীভূত,
প্রেমানন্দ বিরাজিত,
'সমন্বয়ে' সম্মিলিত পিয়ে জ্ঞানামৃতরাশি।
বেদ-ধর্ম্ম ফিরে পায়,
ব্রহ্ম-সূত্র স্তোত্র গায়,
সত্যযুগ সমুদয় কলির কালিমা নাশি'!
"বিবেক-আনন্দ" নামে
অবতীর্ণ ধরাধামে
অবতারী-লোকগুরু—বিশ্বমুখে ফোটে হাসি!

সুহৃদ্—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি

(নটরাজ-শ্রাদ্ধবাসরে)

হে অর্দ্ধেন্দু নটবর রসের সাগর,
তোমার বিরহে আজি সকলে কাতর।
রঙ্গালয়ে ঘটে নিত্য এ কি এ জঞ্জাল!
কাল হ'ল বুক দীর্ণ, আজি ভাল বজ্রে চুর্ণ,
অমৃত ১ করিয়া মৃত চ'লে গেল কাল!
তোমা' হারা হ'য়ে আজি ভাঙ্গিল কপাল!

সে অমৃত ১ হ'য়ে হারা আছে এ সান্ত্বনা,
সুযোগ্য সুরেন্দ্র ২ শিষ্য বারিবে বেদনা।
কিন্তু তুমি চ'লে গেলে কারে দিয়ে ভার?
তব নাট্য-যশঃ বঙ্গে, চ'লে গেল তোমা' সঙ্গে,
রঙ্গালয়ে নব রঙ্গ কে দেখা'বে আর!
'ম্যাক্‌বেথে' ছটী চিত্র—অদ্ভুদ্ ব্যাপার!

অর্দ্ধেন্দুরতনহারা বঙ্গ-রঙ্গভূমি,
সুপুত্র চলিয়া গেল, কাঙ্গালিনী তুমি!
একে একে চ'লে গেল তোমার সুসার!
চ'লে গেছে মতিলাল ৩ অভিনেতা সুবিশাল,

---

১ খ্যাতনামা অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। ২ বর্ত্তমান খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু)।

মকরত-রঙ্গভূমি' ৪ মকরত-সার।
'বেল বাবু' ৫ সনে খসে তারকা 'তারা'র।৬

গেছে সে মহেন্দ্রলাল ৭ নট-শিরোমণি—
রঙ্গভূমি-সমুজ্জ্বল, রতনের খনি!
হায়, হায়, একে একে করিছে প্রয়াণ
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যত, নাট্যকলা-বিশারদ—
শরত ৮ বিহারী ৯ 'বঙ্গ-রঙ্গভূমি'-প্রাণ!১০
নগেন্দ্র ১১ কিরণ ১২ কই তা'দের সমান!

গায়কের চূড়ামণি অঘোর পাঠক, ১৩
তোমা' সনে হারাইল সঙ্গীত-নায়ক!

---

৩ খ্যাতনামা অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর। ৪ এমারেল্ড থিয়েটার। ৫ খ্যাতনামা অভিনেতা ৺ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। ৬ ষ্টার থিয়েটার। ৭ নটশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু। ৮ বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ। ৯ ঐ অধ্যক্ষ, নাট্যকার ও নাট্যচার্য্য স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। ১০ বেঙ্গল থিয়েটার। ১১ স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ও খ্যাতনামা অভিনেতা। ১২ তদীয় ভ্রাতা খ্যাতনামা অভিনেতা স্বর্গীয় কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ সঙ্গীত-শিক্ষক স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক।

নট-কবি 'রাজকৃষ্ণ' গিয়াছে অকালে !
'বীণা' রঙ্গমঞ্চে তাঁ'র উঠে না ক সে' ঝঙ্কার।
না জানি কি আছে, আহা, রঙ্গভূমি-ভালে,
যে জন সাজায় তা'রে সেই যায় চ'লে !

'সধবার একাদশী'—দীনবন্ধু কবি,
লিখিয়া অমর—নট-কবিকুল-রবি !
দূর অতীতের কথা—হে অর্দ্ধেন্দুশেখর,
দেখা'লে জীবন ১৪ ছবি, মুগ্ধ হ'ল নট-কবি,
সুযশ গাইল যত দর্শক প্রবর !
হ'লে লীলাবতী-হরবিলাসে ১৫ অমর !

বৈতনিক রঙ্গালয় জনমের সনে
চারি অংশে প্রবেশিলে সে 'নীল-দর্পণে।'
সাহেবের ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিলে সুন্দর।
তাই গো সাহেব-নামে খ্যাত তুমি রঙ্গ-ভূমে,
'বিবাহ-পাগল-বৃদ্ধ'—রসের নাগর !
মুকুজ্যে রাজীব ১৬ আহা কিবা মনোহর !

---

১৪ 'সধবার একাদশী'র জীবনচন্দ্র। ১৫ 'লীলাবতী'র হরবিলাস। ১৬ 'বিয়ে পাগলা বুড়োর' রাজীব মুকুজ্যে।

জলধর ১৭ বিদূষক ১৮ সে আবুহোসেন, ১৯
অপূর্ব্ব বরুণ-চাঁদ, ২০ কেহ কি পারেন ?
এত হাস্যরস-ছবি অন্যে অসম্ভব !
তাই তব লোকান্তরে এ দীনের আঁখি ঝরে,
মিলিয়াছে আজি তাই গুণগ্রাহী সব !
গুণের মহিমা গায়, উঠে জয় রব !

খোল হে দেবেন্দ্র, খোল স্বর্গ-নাট্যশালা,
হে অপ্সরাবৃন্দ, দাও মন্দারের মালা !
ধরার অর্দ্ধেন্দু এবে শোভিত গগনে !
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিনেতা শোভিয়া বিরাজে যেথা,
বসাও 'শেখরে' উচ্চ রত্ন-সিংহাসনে—
অমরা উজ্জ্বল হ'ক তাঁহার কিরণে !

নাট্য-মন্দির, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২০

১৭ 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর। ১৮ 'জনা'র বিদূষক। ১৯ 'আবুহোসেনে'র আবুহোসেন। ২০ 'মুকুল-মুঞ্জরা'র বরুণচাঁদ।

(জন্ম—বুধবার, ১০ই মাঘ, ১২৫৮ মৃত্যু—ঐ ৩১শে ভাদ্র, ১৩১৫)

রচিত ও বিতরিত—ভাদ্র ১৩১৫

প্রার্থনা

(নাট-কবিতা)

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মোরে,
থাকিতে পারি না হেথা ;
দূরে, দূরে চ'লে যাই
প্রাণের আবেগে।
ক্ষুদ্র মন কেমনে সহিবে ?
দুর্ব্বল এ হৃদয় আমার
বল কোথা' পা'বে
যুঝিতে সংসার সনে ?
তাই করি গো মিনতি—
ছেড়ে দাও অভাগারে।
অনেক স'হেছি, অনেক বুঝেছি,
আর নাহি সাধ—
থাকিতে এ মরীচিকামাঝে।
প্রাণ জ্ব'লে যায়,
ভাষা না যোয়ায়
প্রকাশিতে অন্তরের ব্যথা !
শত খান্ খান্, হৃদয় শ্মশান,
আর কেন র'ব হেথা ?

বন্দনা

সুখের আশায় ভ্রমেছি ধরায়—
সুখ কোথা' দুঃখের পাথারে !
চারিদিকে প্রলোভন-বালা,
ছদ্মবেশে রাক্ষসী ভীষণা,
উপহাস করিছে আমারে !
ভুলে তা'র রূপের ছটায়,
ভুলে তা'র মোহিনী-মায়ায়—
দগ্ধ প্রাণ-মন মম !
দারুণ পিয়াসা, নহে ভালবাসা,
কেমনে মিটা'ব তা'য়—
ওগো, প্রাণ জ্ব'লে যায় !
এস, কে আছ কোথায় !
দাও পদাশ্রয়, লও তব সাথে !
শুনেছি—শুনেছ কথা,
শুনে থাক আর্ত্তের উচ্ছ্বাস !
মম সম আর্ত্ত-জন ধরে কি ধরণী ?
এস, এস—ডাকিছে অনাথ,
কোথা' তুমি পতিতপাবন !
কা'র কাছে যা'ব,
কা'রে বা সুধা'ব,
অন্তরের ব্যাকুল পিয়াসা, কিসে নিবারিব ?

বন্দনা

কি যে প্রাণ চায়,
বুঝেও বুঝি না তায়,
কেমনে বুঝাব তবে ?
ওই, ওই, এল, এল,
আবার, আবার, ভীষণ সংসার
ভুলাতে' এ দুর্ব্বল হৃদয়
বিস্তারি' মোহিনী মায়া।
কোই, কোই, কোথা তুমি এস এ'সময় !
এস, এস সন্তাপহরণ,
অভাগারে দাও বল !
ক্ষুদ্র রেণু আমি
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে—
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটে
কেন হে ছলনা !
কেন হেন দীন-জনে
বার বার পরীক্ষা ভীষণ !
ক্ষমা কর, আর নাহি পারি।
দাও প্রভু জ্ঞানালোক জ্বালি'
দূর হ'ক অন্তর আঁধার,
হ'ক বিশ্ব-রহস্য প্রকাশ !

রচিত—৬।১১।১৯০০
নাট্য-মন্দির, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২০

কাশী-পঞ্চক

১

দিবানিশি ব্যোম্ ব্যোম্, ধ্বনিছে প্রণব ওঁ,
মহান্ উদাত্ত সুর বাজে চারিভিতে।
অবিমুক্ত-বারাণসী, বেষ্টিতা 'বরুণা-'অসি',
শোভিছে শিবের কাশী ওই অবনীতে।

শত শত ঋষি মুনি, শত শত মহাজ্ঞানী
তপোরত, ধ্যানরত—প্রেমের আহ্বানে।
বেদ-বেদান্তের পাঠ, ব'সেছে জ্ঞানের হাট,
বিশ্বের অজ্ঞান নষ্ট সে মঙ্গল-গানে।

আঁখি মেলি' দেখ চেয়ে, ছুটিছে পাগল হ'য়ে
বিশ্ববাসী নর-নারী বারাণসীপানে।
সংসার-বিলাস-ভোগ, লালসার মহাযোগ
তুচ্ছ করি' ধেয়ে আসে কি অজ্ঞাত টানে!

বদ্ধ জীব মুক্তি চায় পিঞ্জরের পাখী-প্রায়,
অহরহ ছুটাছুটি শিবত্বের আশে!
আনন্দ-কানন নামে গৌরী-পীঠ মোক্ষধামে
প্রাণের অব্যক্ত টানে বিশ্ববাসী আসে!

২

চারি যুগ সম ভাবে বর্ত্তমান কে বা, কবে,
ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, চিন্ময়, অব্যয় !
কত রাজা, রাজ্য গেল, বিজেতা বিজিত হ'ল,
চির পুরাতন ধাম নিত্য জ্যোতির্ম্ময় ।

সেই সে প্রণব-ধ্বনি, ব্যোম্ ব্যোম্ রব শুনি,
'হর', 'হর', 'শিব', 'শিব'—প্রাণ-সঞ্জীবন !
অশরীরী দেব কত শূন্যে ভ্রমে অবিরত,
মানব-কল্যাণ তরে প্রেমে নিমগন !

নাই তৃষ্ণা, নাই ক্ষুধা, বিতরিছে প্রেম-সুধা,
অন্নদা দাঁড়া'য়ে সদা অন্ন-দান করে :
কণিকা ভোজনে যার ক্ষুধা নাহি রহে আর,
ভব-ক্ষুধা দূরে যায় চিরদিন তরে !

আনন্দ-কাননে তাই নিরানন্দ-লেশ নাই,
সদা ভ্রমে সদানন্দ প্রেম-প্রেরণায় !
পশু পক্ষী কীট আদি নর নারী নিরবধি
প্রেমানন্দে বাস করে শিবের কৃপায় !

৩

যে দিকে ফিরাই আঁখি, শত শত কীর্ত্তি দেখি,
স্তূপীকৃত, পুঞ্জীকৃত শোভে কীর্ত্তিরাশি!
কীর্ত্তির মেখলামালা পরিয়া ভুবনোজ্জ্বলা
ভাগীরথীবক্ষে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কাশী!

অযুত সোপানে ঘেরা শোভে গঙ্গা মনোহরা,
লক্ষ লক্ষ লোক ধায় পূতবারি-আশে!
পুণ্যতোয়ে ক'রে স্নান, সন্ধ্যার বন্দনা গান
গাইছে ভকতগণ অনুরাগোল্লাসে!

স্বর্ণচূড় কোটী কোটী শ্রীমন্দির পরিপাটী,
তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ নয়ন-শোভন!
বাজে ঘণ্টা, বাজে শাঁখ, ডমরু ধ্বনিছে লাখ,
নিনাদিত মহারোলে অনন্ত গগন!

বিল্বদলে সাজি ভরা, ফুলমালা মনোহরা
ল'য়ে চলে নর-নারী বিশ্বনাথপাশে!
গঙ্গাধর শিরোপরি গঙ্গাবারিপূর্ণ ঝারি
ঢালে অবিরত সবে জীবন্মুক্তি-আশে!

৪

দূর অতীতের স্মৃতি এখন(ও) উজ্জ্বল অতি,
এখন(ও) পাইবে চিহ্ন বৈদিক যুগের।
প্রতি স্থানে, প্রতি ঘাটে, প্রতি কুণ্ডে, প্রতি মঠে—
পুরাতন কীর্ত্তি-গাঁথা আর্য্য-ঋষিদের !

এই সেই বারণসী— যথা প্রজাপতি আসি'
দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল সমাপন !
এই সেই পুণ্যভূমি, যাহার শ্মশান চুমি'
রাজা হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তি করিল অর্জ্জন !

কত শাস্ত্র, কত ভাষ্য, জ্ঞান-ভক্তি-সুরহস্য,
কত যে হইল সৃষ্টি কে পারে বর্ণিতে।
সনাতন-ধর্ম্মধাত্রী, জ্ঞান-ভক্তি মুক্তিদাত্রী,
কাশীর সমান পুরী নাই অবনীতে !

মণিকর্ণিকার ঘাটে, সে মহাশ্মশান-পাটে
এখন(ও) গাইছে হর 'হরেকৃষ্ণ-রাম' !
বদ্ধ জীব মুক্ত হয়, শিবেতে সাযুজ্য পায়
শুনিয়া দক্ষিণ কাণে রাম-কৃষ্ণ-নাম !

৫

শঙ্কর 'শঙ্কর' নামে এসেছিল এই ধামে,
উদ্ধারিতে বেদ-ধর্ম্ম, ব্রহ্মবিদ্যাধন।
যাঁ'র পূত মহিমায় নর ব্রহ্ম-জ্ঞান পায়,
মহান্ অদ্বৈত-বাদ হইল স্থাপন!

কহে সনাতন বেদ— জীব-শিবে নাই ভেদ,
সেই সে পরম জ্ঞান পাইল মানব!
কাশী ভিন্ন কোথা' আর পাবে হেন সমাচার,
বেদসার পুরাতন 'তত্ত্বমসি' রব!

লভি' আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান হও জীব আগুয়ান,
পরকে আপন জেনে কর আলিঙ্গন!
জীবন্মুক্তি তব ঠাঁই, অন্য মুক্তি কায নাই,
'আত্ম-পর 'পরব্রহ্মে' হউক মিলন!

এস, আছ কে কোথায় জ্ঞানহীন জড়প্রায়,
লভ লভ মহাজ্ঞান কাশীর কল্যাণে!
ফেলে দাও মত-যুক্তি, নিশ্চয় কৈবল্য-মুক্তি
পাবে তুমি মহানন্দে শিব-সন্নিধানে!

উদ্বোধন, ১৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২০

প্রফুল্লের প্রস্থান

কে বলে 'প্রফুল্ল' তা'রে সে যে মন্দারের কলি
অস্থানে জন্মিয়া হেথা অকালেতে গেল চলি' ॥
এ নহে ত দেবকাম্য ইন্দ্রের নন্দন-বন।
অমরার দেব-শিশু করে যথা বিচরণ ॥

ধরণীর শোক-তাপ-হিংসা-দ্বেষ-উৎপীড়ন।
সহিতে পারে না তারা দেব-শিশু অতুলন ॥
কোন সাধনার ভুলে কভু আসে ধরা'পরে।
বিদ্যুতের দীপ্তি দিয়ে চ'লে যায় নিজ ঘরে ॥

চ'লে যায় দেব-দেহ, চ'লে যায় দেব-প্রাণ।
স্মৃতির সৌরভটুকু নরে দিয়ে যায় দান ॥
সে স্মৃতি জাগিয়া উঠে, হই মোরা বিচঞ্চল।
বিরহ ব্যথিত প্রাণে ফেলি শুধু অশ্রু-জল ॥

প্রফুল্ল, তোমার তরে আজি হেথা সবে কাঁদে।
পাবে কি দেখিতে কভু আর তোমা' সম চাঁদে
তরুণ অরুণ-রাগে রঞ্জিত বদন তব।
কবিতা-আবৃত্তি-কালে দেখা'ত কি অভিনব ॥

দেব-কণ্ঠে দেব-ভাষা এখন(ও) ধ্বনিত কাণে।
তোমার উজ্জ্বল ছবি চির গাথা র'বে প্রাণে ॥
বাজায়ে 'বিজয়-ভেরী', গাহি 'সন্ন্যাসীর গীতি'।
পেয়েছিলে আশীর্ব্বাদ সহ পল্লীবাসী-প্রীতি ॥

যে শুনেছে সেই গান তোমার প্রফুল্ল মুখে।
ভুঞ্জিয়াছে ক্ষণকাল অমরা-অমিয়া সুখে ॥
ত্রিদিবের প্রান্তভাগে নীলিমার কোণে আসি'।
ধরাবাসী তরে আর পুনঃ কি বাজাবে বাঁশী ॥

মধুর কোমল কণ্ঠে সেই আধ আধ বাণী।
আর কি শুনা'য়ে তুমি জুড়া'বে মোদের প্রাণী ॥
শৈশবে জনকহারা তাই গদগদ স্বরে।
আদরে সম্ভাষি' সবে লইলে আপন ক'রে ॥

ধরণীর শ্রেষ্ঠ শোভা—পূত শিশু-কলেবর।
বিরাজিত ছিলে তাই ধরি' মূর্ত্তি মনোহর ॥
প্রভাতের ফুল-কলি নিশির শিশির গায়।
ফুটিবে না ব'লে বুঝি বিরাজিলে সুপ্রভায়

বন্দনা

প্রভাত-কুসুম হয় দেবী-দেবে নিবেদিত।
মাখিয়া অগুরু গায় দেব-পদে সমর্পিত ॥
তাই বুঝি দেবোদ্দেশে অকালে চলিয়া গেলে।
মায়াতীত-আশে মায়া বিসর্জ্জিলে অবহেলে ॥

যৌবন-জরায় নর সংসার সাগরে ভাসি'।
সরলতা, পবিত্রতা হারায় সদ্গুণরাশি ॥
মিশিয়া সংসার সনে হইয়া আপনহারা।
নর-ভোগ্য কায় ল'য়ে বেড়ায় পাগলপারা ॥

তাই তুমি দেব-শিশু সংসারের আবিলতা।
ত্যজি' শীঘ্র চ'লে গেলে পবিত্রতা চির যথা ॥
আগে চ'লে গেল তারা—তোমার আপন-জন।
মায়েরে ফেলিয়া কেন কাঁদাইলে অকারণ ॥

পতি-পুত্রহারা বালা—অনাথিনী, অভাগিনী।
শিরে-বুকে-বজ্রাঘাত—শোকতপ্তা, উন্মাদিনী ॥
কঠোর পরীক্ষা তব শীঘ্র করি' সমাপন।
দাও অবলারে শান্তি দয়াময় ভগবন্ ॥

* (বাগবাজার Boys' Sunday School এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র শ্রীমান প্রফুল্লকুমার বসুর অকাল-মৃত্যু-স্মরণে রচিত ও প্রকাশিত)

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি হইতে)

উঠ, জাগ, আঁখি মেল আর একবার,
নিদ্রাঘোর মাত্র ইহা, নহে ত মরণ,
আনিবারে তোমা'তরে নবীন জীবন
দিয়া শান্তি ইন্দীবর নয়নে তোমার !
আর জাগ উচ্চতর মহাস্বপ্নতরে
সকামে এ বিশ্ব আছে যা'র প্রতীক্ষায়,
হে সত্য, অবিনশ্বর, জাগ পুনর্ব্বার ।

হও আগুয়ান পুনঃ । ধীরে, কিন্তু ধীরে,
সাবধানে হও তুমি অগ্রসর—যেন
তোমার চরণাঘাতে নাহি হয় চ্যুত
পথস্থিত ধূলিকণা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ?
তবুও সরল ভাবে, অটল সাহসে
আনন্দ-গৌরবে সদা হও অগ্রসর,
হে প্রবুদ্ধ, হে ভারত, গাহি' উচ্চ রোলে
উত্তেজনা-পূর্ণ তব উদ্বোধন-গীত ।

ভাঙ্গিয়াছে তব গৃহ, লালিত-পালিত
প্রেম-স্নেহে যথা তুমি, উল্লসিত সদা
হ'ত যথা সবে হেরিয়া উন্নতি তব !

নিয়তি অপরাজেয়া—নাহি ক উপায়,
চিরন্তন প্রথা এই ! ফিরে আসে সবে
আপন উৎপত্তি-কেন্দ্রে, স্বীয় জন্ম-স্থানে,
নবশক্তি লভি' পুনঃ হ'তে বলীয়ান্।

উঠ তবে পুনঃ তুমি জন্মভূমি হ'তে—
নীরদ-মেখলাঘেরা হিমানীমণ্ডিত
গিরিশ্রেণী যথা—সদা প্রেমে বিগলিত,
ঢালিছে তোমায় প্রেম-সঞ্জীবনীধারা
সঞ্চারিতে নব-শক্তি—যা'র বলে তুমি
সাধনা অভুত-পূর্ব্ব দেখা'বে জগতে !
কলনিনাদিনী যথা স্থর-তরঙ্গিণী
চিরদিন একতানে গায় তোমা' সহ !
দেব-দারু সারি সারি সুশীতল ছায়া
প্রদানি' অনন্ত শান্তি বিতরে যথায়,
উত্তিষ্ঠত পুনঃ স্বীয় জন্ম-ভূমি হ'তে !

আর সর্ব্বোপরি সেই উমা গিরিবালা,
ধীরা, শুদ্ধা, জগন্মাতা—সর্ব্ব-জীবে যিনি
প্রাণরূপে, শক্তিরূপে নিত্য-অধিষ্ঠিতা—
বিশ্ব-কর্ম্ম-চক্র যাঁ'র কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত,

বন্দনা

ব্রহ্ম-বীজে বিশ্ব-তরু সৃজিতে যাঁহার,
কৃপা করি' দেন যিনি সত্যের সন্ধান,
বহুত্বে একত্ব যাহে হয় সুপ্রকাশ—
সেই হৈমবতী উমা—দি'ন দয়া ক'রে
তোমায় এমন শক্তি—প্রভাবে যাহার
উদার সে' বিশ্ব-প্রেমে হইবে প্রেমিক।

করুণ মঙ্গলাশীষ তাঁহারা তোমায়,
সার্ব্বভৌম জগদ্‌গুরু সেই ঋষিগণ—
প্রতিষ্ঠাতা যাঁ'রা সর্ব্ব-মানব-জাতির,
সত্যের সন্ধানে যাঁ'রা সমাহিত থাকি'
লভিয়া অমূল্য রত্ন দিল উচ্চ-নীচে।
চির-অনুচর তুমি সেই ঋষিদের,
লভিয়াছ তুমিও সে' সত্য সুমহৎ—
'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—রহস্য অদ্ভুদ্ !

হে দয়িত, প্রিয়তম, প্রচার হে তুমি,
তবে সেই মহাসত্য—যা'র মৃদু-পূত
উদ্বোধনে দূরে যা'বে অজ্ঞান-আঁধার,
মহাশূন্যে মিলাইবে মোহ-স্বপ্নরাজি—
শেষে একমাত্র যাহা উজলি' রহিবে
নিত্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আপন-বিভায়!

বন্দনা

আহ্বানিয়া বিশ্বে তুমি কহ উচ্চৈঃস্বরে—
"উঠ, জাগ, ঘুমাও না, ঘুচাও স্বপন ;
মায়া-স্বপ্নেঘেরা বিশ্ব—কর্ম্ম-সূত্র হেথা
গাঁথে মালা মানবের চিন্তার প্রসূনে—
মূল-বৃন্তহীন সুচিন্তা-কুচিন্তা-ফুলে—
স্বপ্ন-শূন্যে সৃষ্টি হ'য়ে সত্যের ফুৎকারে
মহাশূন্যে হয় লয় সেই ফুলকুল !
অসীম সাহসে হও সত্য-সম্মুখীন,
দূরে যা'ক স্বপ্ন-রাজ্য—সত্যে তুমি হও
প্রতিষ্ঠিত ! সত্য বিনা কিছু নাই আর !
কিন্তু, যদি, স্বপ্নছাড়া না পার থাকিতে—
হের সেই মহাস্বপ্ন—সত্য-স্বপ্ন, যাহা
বিশ্বপ্রেম—সেবাধর্ম্ম শিখা'বে তোমায়' !

স্বামীজি বিরচিত 'To the Awakened India' শীর্ষক কবিতার মূলানুবাদ—১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০

ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ

(২)

ওই দিক উজলিয়া ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ ছুটে আসে!
ভেসে যায় মহাবিশ্ব, কোটী সূর্য্য মহাকাশে!!
গ্রহ, তারা, রবি, সোম—
সবে মিলে করে হোম,
জ্ঞানযজ্ঞ-মহানলে বিশ্বের অজ্ঞান নাশে!
যে করে কিরণে স্নান—
জাগে তা'র সুপ্ত প্রাণ,
সিংহ-শিশু গর্জ্জি' উঠে অদ্বৈতের মহোল্লাসে!
বিশ্ববাসী নরনারী
মহামৃত অধিকারী,
'অমৃত-সন্তান' তা'রা ধায় প্রেম-সিন্ধুপাশে!
শুধু প্রেম নিরবধি,
অদ্বৈতের মহোদধি,
সমন্বয়ে একীভূত ডোবে পুনঃ, পুনঃ ভাসে!
"রামকৃষ্ণ ব্রহ্মাদ্বয়"—
জান জীব সুনিশ্চয়,
"ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-বীরেশ্বর" ল'য়ে যা'বে ব্রহ্ম-বাসে!

"পৌষ-কৃষ্ণা-সপ্তমী"—১৩২১

বন্দনা

ও কি দেখা যায় প্রাচীর আকাশ-পটে তরুণ অরুণ জিনি'
জ্ঞান-ঘন-মূর্ত্তি কা'র!
মনে হয় যেন, ইতিবৃত্তে অতীতের এ কাহিনী বীরত্বের
আছে মাত্র একবার !!
সনাতন-ধর্ম্ম-মূর্ত্তি বেদ নিজে স্বপ্রকাশ,
শাস্ত্রের দর্পণ যাহা—ঋষিগণ-মহোল্লাস,
সুদূর অতীতে অজ্ঞানতা-মহামেঘে একদিন ছিল ঢেকে
চিরোজ্জ্বল সে আধার!
শঙ্কর শঙ্কর-বেশে অদ্বৈত-সিংহের নাদে
বিদূরিল তর্কজালে যত বাদ-প্রতিবাদে;
পুনঃ সেই মত আজি গো হেথায় আসি' নাশিয়া কুতর্করাশি
কে হরে ধরার ভার !!
বাজিছে বিষাণ পুনঃ শিবের শ্রীমুখ হ'তে,
পবিত্র প্রণব-ধ্বনি চিনে কি পার না ল'তে,
উদ্বোধন-মন্ত্রে বিশ্ববাসী মুগ্ধ সবে, নব-জাগরণ-রবে
বলে—এ কি চমৎকার!
আসিল কি আজ যুগান্তের লোক-গুরু—"নরেন্দ্র"
নরেন্দ্ররূপে "বীরেশ্বর"-অবতার !!

পৌষ-কৃষ্ণা-সপ্তমী, ২৫শে পৌষ, ১৩২২

বাঁশরীর গান

(প্রভু) সকল সময় থাক মোর কাছে,
(আমি) দেখেও দেখিতে পাই না !
(তুমি) নানারূপ ধ'রে দেখা দাও মোরে,
(আমি) চিনেও চিনিতে পারি না ॥

(ও গো) হৃদিমাঝে বসি' কহ কত কথা,
(আমি) শুনেও শুনিতে পাই না ।
(প্রভু) হেথা সেথা খুঁজে বেড়াই তোমায়
(কস্তুরি মৃগের মত)
(শুধু) আপনার পানে দেখি না ॥

(আমি) গঙ্গাতীরে বসি' রহি গো পিপাসী,
(কভূ) পূত-বারি পান করি না ।
(হরি) তব প্রেম-সুধা ঝরে অবিরত,
(আমি) ভুলেও সে সুধা খাই না ॥

(প্রভু) তব নাম-গানে তরে বিশ্বজীব,
(আমার) সে নামেতে রুচি হয় না ।
(আমি) জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম, বুঝি কর্ম্মাকর্ম্ম,
(কিছু) বিচার করিয়া করি না ॥

বন্দনা

(হরি) শ্রুতিতে, স্মৃতিতে, দর্শনে, পুঁথিতে
(মম) মন কভু তোমা' খোঁজে না।
(আমি) রচি কাব্য-কথা, গাঁথি কত গাথা,
(তব) মহিমার গীতি গাই না॥

(ও গো) এই ভাবে মোর দিন যায় প্রভু,
(আমি) কভু কি সন্ধান পা'ব না।
(হরি) অহেতুকী-কৃপা পা'ব না বলিয়া
(প্রভু) বিশ্বাস ত কভু হয় না।

(আমি) অমৃত-সাগর- তীরেতে বসিয়া
(কভু) স্নান করিতে নামি না।
(ঐ) বসে আছি শুধু তব কৃপা-আশে,
(প্রভু) চরণে ঠেলিয়া দাও না॥

রচিত—১৩ই পৌষ, ১৩২১

বাঁশরী—১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২২

বাণী-বন্দনা

যে দিন জগতে প্রথম মানব ভাষিল প্রথম বেদের ছন্দঃ।
ধ্বনিত হইল সে কি মধু-গীতি, বহিল ধরায় সে কি মা গন্ধ॥
সে দিন তোমার কৃপায় নরের কি যে শুভদিন, কি যে
মা, হর্ষ।
মর্ম্মে উঠিল পরম পুলক পাইয়া রাতুল চরণ-স্পর্শ॥
সুরাসুরনর গাইছে মহিমা, বন্দনা গায় তাপসবৃন্দ।
অম্বর ভেদি' উঠিছে মন্দ্র—তুমি সরস্বতী জগৎ-বন্দ্য॥

ইন্দু-কুন্দ-নিন্দিত-রূপে উজলি' ভারত হউক দীপ্ত।
প্রযত হইয়া ও রাঙ্গাচরণ শ্বেত-চন্দনে করি গো লিপ্ত॥
তোল মা বীণার মধুর ঝঙ্কার, পুরাণ-স্মৃতি কর মা, সৃষ্টি।
সুপ্ত ভারত জাগ্রত হ'ক পাইয়া তোমার সে' শুভ-দৃষ্টি॥
বিশ্ব-মানব মধুর কণ্ঠে গা'ক মা, আবার বেদের ছন্দঃ।
স্পর্শে তোমার ছুটুক ধরায় নন্দন-ফুল-সুধার গন্ধ॥

স্মের-আননা, শুক্ল-বসনা, শ্বেতোজ্জ্বলা, অমলা-কান্তি।
বিদ্যারূপিণী, বিবুধ-জননী ঘুচাও অন্ধ-জনের ভ্রান্তি॥
ভাবের মোহিনী রাগিণী তোল মা, হে বাগ্বাদিনী হৃদয়-যন্ত্রে।
তন্ত্রিত হ'ক সে তান-লহরী, মুগ্ধ হই মা, বাণীর মন্ত্রে॥
সুরাসুরনর গাইছে মহিমা, বন্দনা গায় তাপসবৃন্দ।
অম্বর ভেদি' উঠিছে মন্দ্র—তুমি মা ভারতী জগৎ-বন্দ্য॥

বন্দনা

বিশ্ব-কবির মানস-সরসে ফুটিল যে' দিন তোমার দৃশ্য।
মুগ্ধ-নয়নে র'য়েছে চাহিয়া সে দিন হইতে আজো এ বিশ্ব॥
জগজ্জননী, জগত্তারিণী জ্ঞানেই দিতেছ জীবন-মুক্তি।
বুঝি না ধর্ম্ম, বুঝি না কর্ম্ম, থাকে যেন তব চরণে ভক্তি॥
বিশ্ব-মানব মধুর কণ্ঠে গা'ক মা, আবার বেদের ছন্দঃ।
পদ-পরশনে ভারত-কুঞ্জে ছুটুক ধরায় কুসুম-গন্ধ॥

বিদ্যা-জননী, বেদের ধাত্রী, গায়ত্রী-দেবী, জ্ঞানের মূর্ত্তি।
স্মরিলে তোমায় ধ্যানের নেত্রে মানসে পাই মা, পরম
স্ফূর্ত্তি॥
সারদে, বরদে চিরদিন তুমি, নরনারী সবে বিতর মোক্ষ।
কিঙ্কর তব যাচিছে করুণা, কৃপা-কটাক্ষে কর মা লক্ষ্য॥
সুরাসুরনর গায়িছে মহিমা, বন্দনা গায় তাপসবৃন্দ।
অম্বর ভেদি' উঠিছে মন্দ্র—তুমি সরস্বতী জগৎ-বন্দ্য॥

রচিত—২২শে মাঘ, ১৩২২

"মাধুরী"—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৪

বুদ্ধদেব

(১)

আজি সেই দিন, যে দিনে ঈশ্বর
আসিল ধরম স্থাপনতরে!
বুদ্ধ-তথাগত ধরায় আগত,
নরেশ গৌতম প্রেমের ভরে!
বাজিল দুন্দুভি বিমানে বিমানে,
কিন্নরগণ গাইল গীতি!
ত্রিদিবে, ধরায় উথলে আনন্দ,
দেবতা মানবে বহিল প্রীতি!

প্রচলিত ধর্ম্ম করিয়া সাধন,
মিটিল না যাঁ'র প্রাণের ক্ষুধা!
দিতে জনে জনে, জ্ঞানী বা অজ্ঞানে
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত প্রেমের সুধা!

যৌবনে সন্ন্যাসী, রাজার কুমার
তেয়াগি' রাজ্যের সম্পদরাশি—
সদ্যোজাত শিশু, সহধরমিণী
ফেলে গেল জীব-প্রেমেতে ভাসি'!

বন্দনা

জীবের সন্তাপে এতটা ব্যথিত,
তুচ্ছ করি' নিজ শরীর প্রাণ—
ক্ষুদ্র ছাগগণে রক্ষা করিবারে
ছোটে নিজ-প্রাণ করিতে দান!

কঠোর সাধনা জগতে অপূর্ব্ব,
নিদাঘে, বর্ষায়, শিশির-পাতে,
নিরঞ্জনাতীরে অনশন করি'
করিল তপস্যা দিবস-রাতে!

শেষে বসি' বুদ্ধ 'বোধিদ্রুম'তলে
দেহ-প্রাণ-পণে সাধিল মন্ত্র!
লভিল মহান্ জগৎ-পাবন
জীবোদ্ধারকারী নূতন তন্ত্র!

দলে দলে ভিক্ষু- ভিক্ষুণীর সঙ্ঘ,
প্রচারকদল স্থাপন করি'—
দিল মহাতত্ত্ব জগৎ-মঙ্গল,
দয়া-প্রেমে গেল মেদিনী ভরি'!

কর্ম্মের সাধনা, কর্ম্মে-অনুরাগ,
প্রচারি' কর্ম্মের 'অষ্টাঙ্গ' মত,—
"নিরবাণ লভি' লভ অমৃতত্ব"—
দেখাইল জীবে 'নূতন পথ' !

দেশ-দেশান্তরে ছুটিল সাধনা,
কে এল জগতে নরেন্দ্রবর !
প্রচারে ধরম সন্ন্যাসীর দল,
আচণ্ডালে প্রেম নূতন-তর !

দ্বেষ-হিংসা-নাশ ছাড়িল ধরণী,
পাইয়া এ নব প্রেমিকবরে !
শুধু নরে নয়, পশু-প্রাণতরে
কত না যতন করিল নরে !

বহু শিষ্যগণে দিয়া উপদেশ,
শেষে বসি' পুণ্য-পাদপতলে,
লভিলা নির্ব্বাণ জগৎ-পাবন,
রাখিয়া কীর্ত্তি মহিমাচলে !

জগজ্জ্যোতি :—১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৪
মাধুরী—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৪
বিবেকানন্দ সোসাইটীর বুদ্ধোৎসব-সভার জন্য রচিত ও পঠিত।

জীবন্মুক্তের গীতি

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের Song of the Freeর অনুবাদ)

বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিণী,
প্রজ্বলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে,
শূন্য ব্যোমপথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি
মর্ম্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জ্জনে !

প্লাবনের ধারা ঢালে যথা মহাঘন,
দামিনী দলকে তা'র হৃদি বিদারিয়া,
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন,
মহদাত্মা উচ্চ-তত্ত্ব দেয় প্রকাশিয়া !

স্তিমিত হউক নেত্র—অন্তর মূর্চ্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেমে প্রতারণা হ'ক,
নিয়তি পাঠাক তা'র ভীতি অগণিত,
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ র'ক !

রোষ-দীপ্ত মুর্ত্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয় !

নহি স্বর্গবাসী আমি—নর, পশু নয়,
পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ, মন।
স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ যত জ্ঞান-গ্রন্থচয়
স্বরূপ বর্ণিতে মোর—সো'হম্, সো'হম্ !

সূর্য্য-সোম-বসুন্ধরা জন্মে নাই যবে,
তারাদল, ধূমকেতু জন্মে নি যখন,
কালের(ও) উদ্ভব যবে হয় নি এ ভবে,
ছিলাম, আছি ও আমি থাকিব তখন।

মেদিনী সুষমাময়ী, মহৎ তপন,
এই শান্ত সুধাকর, খচিত আকাশ
নিমিত্ত অধীনে করে গমনাগমন—
জীবন তাদের বদ্ধ—বন্ধনে বিনাশ !

বিশ্ব-মন বিস্তারিয়া অনিত্যের জাল
ধরিয়া তা'দের রাখে দৃঢ়াবদ্ধ ক'রে,
স্বর্গ ও নরক, ধরা, মন্দ আর ভাল
ও চিন্তালহরী মাঝে নিত্য উঠে পড়ে !

বন্দনা

দেশ আর কাল, আর কার্য্য ও কারণ—
এ সকল হয় মাত্র বহিরাবরণ!
ইন্দ্রিয়-মনের পারে মোর অবস্থান,
আমি দ্রষ্টা এ বিশ্বের—সাক্ষী সে মহান্!

নহে দ্বৈত, নহে বহু, অদ্বৈতের ভূমি,
একত্ব মিলিত তাই সকলি আমায়!
ভেদ-ঘৃণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি,
থাকি আমি মগ্নমাত্র প্রেমের চিন্তায়!

ভাঙ্গ মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নহি হও—বুঝ রহস্য পরম!
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
সুনিশ্চয় জেনে রাখ "সো'হম্, সো'হম্!"

রচিত—কার্ত্তিক ১৩২৩, ইং ১৯শে অক্টোবর, ১৯১৬
মাধুরী—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৪
স্বামী বিবেকানন্দের 'বীর-বাণীর' ষষ্ঠ সংস্করণে উদ্ধৃত, ১৩২৬

শ্রীশ্রীসারদা-দেবী

ভজ ভজ মায়ী শ্রীসারদা দেবী,
জগজ্জন-তাপহারিণী।
যুগে যুগে যিনি করুণা বিতরি'
অধম-তনয়-তারিণী ॥
'জয়রাম-বাটী' আসিয়া এবার
কত মতে কর পতিতে উদ্ধার,
প্রভু রামকৃষ্ণ- লীলার আধার,
লীলা-বিগ্রহরূপিণী।
আসিলে গৌরী পঞ্চম বরষে,
চিনিল 'গদাই' পরম হরষে,
পূজিল 'ষোড়শী' অপূর্ব্ব আবেশে,
অপরূপ-রূপধারিণী ॥
সে ত নহে ত্যাগ, সে যে অঙ্গীকার,
তোমারি মহিমা করিতে প্রচার,
তব শক্তি ল'য়ে জগৎ-উদ্ধার,
চিন্ময়ী, চীরধারিণী।
চন্দ্রিকার মত ঘেরিয়া তাঁহারে
রেখেছিলে দেবী পরম আদরে,
রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক না ধরে,
তুমি গো অবিদ্যানাশিনী ॥

বন্দনা

(আজ) সে চাঁদ-সুধায় জগৎ মাতায়,
দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সব দূরে চ'লে যায়,
ধর্ম্ম-সমন্বয়ে অঘটন ঘটায়,
এ লীলা বিশ্বপ্লাবিনী।
শ্রীচরণতলে রাখি' শির মোর,
তব অনুরাগে হই যেন ভোর,
কেটে দাও মা গো করমের ডোর,
ও গো সারদানন্দ-জননী ॥
ও গো জগদানন্দদায়িনী ॥

রচিত—২।১১।২০ সাল

মাধুরী, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৪

সারদা-মঙ্গল

(দেশ-মিত্র মিত্র সারদাচরণের স্বর্গারোহণে)

সারদার বরপুত্র সারদাচরণ,
আঁধারিয়া ভারত-আকাশ,
অকস্মাৎ অস্তমিত হ'লে কি কারণ,
দেশবাসী করে হা-হুতাশ !
তোমারে আশ্রয় করি', তোমাকে মস্তকে ধরি'
লোক-হিত বহে নিরন্তর
দেশের দশের কার্য্য চির অগ্রসর !

প্রতিভা, মনীষা, জ্ঞান, কর্ম্ম একাধারে—
আর কোথা' হেন সমুজ্জ্বল !
কর্ম্ম-স্রোতে সন্তরিলা এত কে সংসারে,
জ্ঞান-টীকা কোথা' ঝল্‌মল্‌ !
যে কর্ম্মে দিয়েছ মন, করিয়াছ প্রাণপণ,
নানা কাণ্ডে শোভে বনস্পতি,
সফল জীবন তার ও হে মহামতি !

স্বাস্থ্যহীন ক্ষীণ দেহে এত বাণী-সেবা,
কর্ম্মে এত প্রগাঢ় যতন,
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বঙ্গে করিয়াছে কে বা—
ইতিহাস না করে কীর্ত্তন !

বন্দনা

শুধু মিতাচার-বলে, সুদীর্ঘ জীবন পেলে
অত্যদ্ভুদ্ জীবন তোমার !
এত শ্রম, এত কর্ম্ম, অপূর্ব্ব ব্যাপার !

বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বা ধর্ম্মাধিকরণে,
তোমার ললাট-টীকা জ্বলে,
প্রতিভায় হারাইলে সহচরগণে,
শ্রেষ্ঠ স্থান—পাণ্ডিত্যের বলে !
বিচারেতে সূক্ষ্মতত্ত্ব, প্রকটিলে কত তথ্য,
যশোদীপ্ত র'বে চিরদিন,
বিচারকদলে তুমি বিজ্ঞ সুপ্রবীণ !

বাণী-সেবা করে লোকে অর্থ-উপার্জ্জনে,
অর্থসনে মান কিনে নর !
সারদা-সারদা-সেবা ব্যাপ্ত আজীবনে,
আবাল্য বার্দ্ধক্যে নিরন্তর !
ধন-যশে উপেক্ষিলে, প্রেমে বাণী আরাধিলে,
কায়মনোবাক্যে অকাতরে
পূজিলে, সেবিলে বাণী আনন্দের ভরে !

সুপ্রতিষ্ঠ 'পরিষৎ' সাহিত্য-মন্দির,
বাণী-মত্ত-ভৃঙ্গ দলে দলে
আসে যথা পূজিবারে প্রতিমা বাণীর—

সাহিত্যের নানা ফুলে-ফলে !
নবীন-নয়ন-আগে প্রাচীনের স্মৃতি জাগে,
তোমার প্রতিভা তথা ভায় !
যুগব্যাপী বর্দ্ধিত সে তোমার ছায়ায় !

কায়স্থ-জাতীয় সভা—নেতা তুমি তার !
তোমার আশ্রয়ে সংরক্ষণ,—
সিংহ-সম আচরণে সমাজ-সংস্কার !
সমকক্ষ না দেখে নয়ন !
যেই কথা—সেই কায, নাহি ঘৃণা, ভয়, লাজ,
মনে মুখে ছিলে তুমি এক,
স্বজাতির সেবা তুমি করেছ' শতেক !

স্বজাতি-সেবায় ক্ষুদ্র স্বার্থে দিয়া বলি,
অবিকৃত রাখিয়া কৌলীন্য,
রাঢ়ে-বঙ্গে মিলাইলে ক্ষুদ্র গণ্ডী দলি'—
বিজ্ঞজনে বুঝিবে সৌজন্য !
মুখে কাজে এক তুমি, গৌরবিত বঙ্গ-ভূমি,
ভারতের কায়স্থ-সন্তানে
একসূত্রে বাঁধিয়াছ প্রেমের বন্ধনে !

"বিস্তারিতে এক-লিপি" বহুভাষিমাঝে,
মুগ্ধ হ'য়ে একতা-স্বপনে,

বন্দনা

গাঁথিবারে প্রেম-সূত্রে ভারত-সমাজে,
কত না করিলে সযতনে !
শিক্ষিত উদার মন, কত মতে অনুক্ষণ
ভেবেছিলে দেশের কল্যাণ !
কত চিন্তা ক'রেছিলে, ধ'রেছিলে ধ্যান !

ধর্ম্ম-মণ্ডলের—তুমি সচিব-প্রধান !
ভারতের সে মহামণ্ডল !
নিখিল ভারতে হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান,
'আনন্দ-কাননে' সমুজ্জ্বল !
আদরে ভারতবাসী লইল মন্ত্রণা আসি'—
সঙ্কীর্ণতা চরণে দলিয়া,
বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল ভারত ব্যাপিয়া !

অকপট শ্রদ্ধা সনে স্বধর্ম্ম পালন
করিয়াছ তুমি, হে পণ্ডিত !
হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা রাখি' আজীবন,
সুদৃষ্টান্তে করিলে শিক্ষিত !
জপিতে-জপিতে নাম করে-মুখে অবিরাম,
শেষ-শয্যা জাহ্নবী-শয়ন !
হিন্দুর পুরুষ-সিংহ ত্যজিলে জীবন।

বন্দনা

মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, স্বজাতির সেবা,
স্বধর্ম্মের গৌরব-সাধন,
উৎকৃষ্ট সাধক হ'য়ে করিয়াছে কে বা—
অতীতেও না হয় স্মরণ!
প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, ধীর, অক্লান্ত করম-বীর,
তব কীর্ত্তি ঘোষে চারিভিতে,
বঙ্গমাতা সুসন্তান—ধন্য ধরণীতে!

স্বর্গীয় মহাত্মার পরলোক গমনে শোক-প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের জন্য রচিত ও পঠিত—
৭ই আশ্বিন, ১৩২৪

কায়স্থ-পত্রিকা—৮ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৪

বুদ্ধদেব

(২)

সনাতন বেদ আর্য্য হিন্দুগণ
বহু যুগ ধরি' করিল পূজা।
আচরিল ধর্ম্ম বিধি অনুযায়ী,
ঋষি, সাধুজন, রাজা ও প্রজা!

যুগ-যুগান্তের সাধনার ক্রম
ক্রমশঃ ধরিল মলিন বেশ!
বৈদিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সেই ধর্ম্ম
মাত্র যাগ-যজ্ঞে পর্য্যবশেষ!

ভুলি' ধর্ম্মনীতি, ভুলি' প্রেম-দয়া,
হিংসা-দ্বেষ-নাশে ছাইল ভূমি!
অজ্ঞানতা আসি' ভুলাইল নরে,
পাপ-স্রোত নর লইল চুমি'!

সনাতন বেদ, জ্ঞান সনাতন,
করমের শেষে জ্ঞানের লাভ!
যে জ্ঞানেতে হয় ব্রহ্মের স্ফূরণ,
দূর ক'রে দেয় অজ্ঞান-তাপ!

অজ্ঞানতা আসি' ভেদ ঘটাইল,
ভুলে গেল নর সাম্যের নীতি !
মাত্র যাগ-যজ্ঞ ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান,
পশু-নাশে তাই এতই প্রীতি !

উদ্দেশ্য হারা'য়ে মজিল মানব,
কত শোকতাপ করিল সৃষ্টি !
কত হাহাকার, কত আর্ত্তনাদ,
জরা ব্যাধি আসি' ভরিল সৃষ্টি !

শান্তির ত্রিদিবে এ দারুণ রোল
তরঙ্গিল আসি' ভাবের হৃদি !
প্রেম-দয়া ধরি' ভাব-ঘন-কায়া,
'গৌতম' সাজিল পরম নিধি !

জনমে যাঁহার পবিত্রা ধরণী,
হইল মেদিনী আনন্দ-বন !
প্রীতির, শান্তির সৌন্দর্য্য নির্ম্মল
দূর ক'রে দিল আঁধার ঘন !

এই পুণ্য-ভূমি ভারত-মাতার
শ্রেষ্ঠ সুসন্তান নরেন্দ্রবর !
সসাগরা ধরা গায় যা'র গান,
তাপ-হর বুদ্ধ পরমেশ্বর !

বন্দনা

নরের আকার করিয়া ধারণ,
মানব-ধরম পালন করি',
কি যোগ-সাধনা দেখাইল নরে
যোগাতীত সেই চিন্ময় হরি'

দূর অতীতের নিভৃত কন্দরে
চেয়ে দেখ নর, অপূর্ব্ব ছবি!
কঠোর হইতে অতীব কঠোর
সাধনা-নিরত ভারত-রবি!

হের অনশনে, হের অনিদ্রায়,
শীতাতপ-বর্ষা মাথায় ধরি',
ধ্যানে বসি' বুদ্ধ বীরের মতন,—
—"লভিব অমৃত নতুবা মরি!"

আসে সুরবালা মায়া-কুহকিনী,
আসে মার কত ছলনা ল'য়ে!
শ্মশান-তাণ্ডব ভীতি অগণন,
কভু ঝঞ্ঝা, উল্কা, বিদ্যুৎভয়ে!

না টলে আসন, স্থাণুমত বসি',
শাক্য-কুল-সিংহ জগজ্জ্যোতিঃ!
পলাইল মার সঙ্গিগণ সহ,
বিভুর চরণে করিয়া নতি!

অবশেষে বসি'   কল্পদ্রুমতলে
স্বরূপ বুঝিল, লভিল তত্ত্ব !
ত্যজিল আসন   অমৃত-বণ্টনে,
নরনারী যাহা পানেতে মত্ত !

সেই কর্ম্ম-পথে   ভুলিয়া উদ্দেশ্য
বিপথে চালিত হইলা নর !
সেই কর্ম্মমার্গে   অষ্ট-বিধ-পথে
দানিল নির্ব্বাণ ধরণীশ্বর !

যুগ-যুগান্তের   সেই মহাভাব,
এখনও জাগায় সহস্র প্রাণে !
তাই আজি পুণ্য-   ত্রি-দিন-স্মরণে
মুখরিত ধরা মহিমা-গানে !

জগজ্জ্যোতিঃ, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৭
বিবেকানন্দ সোসাইটীর উৎসব-সভায় পঠিত)

দিনাজপুরাধিপতি গিরিজানাথ

পুরাণ পুরাণে ঘোষে রাজর্ষির কথা,
ত্যাগ-কীর্ত্তি-উদ্ভাসিত চরিত-আখ্যান !
বিরল ক্বচিত শ্রুত সে পুণ্য-বারতা,
স্বার্থ, বিলাসিতা, ভোগ যথা মূর্ত্তিমান !
তোমার জীবনে তাহা হেরিনু প্রকট
রাজর্ষি গিরিজানাথ, হে ধার্ম্মিকবর,
পুণ্য-কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল তুমি কল্প-বট,
বিদ্যা-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-দয়া শোভে পরস্পর !
ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে কি বা স্বজাতি-কল্যাণে
তব তীব্র অনুরাগ আদর্শ সবার !
পুত্রসম আচরণ প্রজাগণসনে,
প্রসন্ন-বিনয়-নম্র কম-ব্যবহার ।
সমভাবে সেবা তব উত্তমে-অধমে,
রহিলে আদর্শ হ'য়ে গাথিয়া মরমে ।

ইং ৩১।১২।১৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শোক-সভার জন্য রচিত ও পঠিত।

কায়স্থ-পত্রিকা—১৩২৬

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ

তেজস্বী হৃদয়বান নির্ভীক অমর,
নাট্য-পীঠ-সমুজ্জ্বল বর-অভিনেতা,
অকালে চলিয়া গেলে রাখি' শোক-স্মৃতি,
মুহ্যমান্ সন্তাপিত বঙ্গ-রঙ্গালয়।
নাট্যকলা বিনোদনে তোমার আয়াস
চির জাগরুক র'বে নটের সমাজে!
অকপট পরিশ্রম রঙ্গরস-দানে
হবে না নিষ্ফল, রবে উজ্জ্বল স্মরণে!
না জানি সাজা'তে কত সুকলা-সম্ভারে,
গুরুপদ-অনুসরি', বঙ্গ-নাট্যশালা,
সুদীর্ঘ জীবন পেলে নানা উপচারে,
একনিষ্ঠ-সাধনায় হইয়া বিভোলা!
নাট্য-বাণী-শ্রীচরণে তব পুষ্পাঞ্জলি
ভক্ত-দত্ত অর্ঘ্যসম রহিবে উজলি'!

* বঙ্গীয়-রঙ্গমঞ্চের সুবিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত।

৩১।১২।১৯—রচিত ও ১লা জানুয়ারী। ২০ অমর-লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ঐ লাইব্রেরীর ৩য় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণে প্রকাশিত।

বন্দনা

সাহিত্যাচার্য্য সুরেশ সমাজপতি

বঙ্গবাণী-নন্দনের ফুল্ল পারিজাত,
দিগন্তে ছড়া'য়ে গেলে আপন সৌরভ !
মৃত-সঞ্জীবনী ভাষা রচি' দিবারাত,
জীবনে পেলে না তবু যোগ্য সুগৌরব !
কিন্তু, আজি অকস্মাৎ তব অন্তর্ধানে
জাগিল সারাটি বঙ্গ তোমার পূজায়,
মুখরিত দেশ আজি তব যশোগানে,
মরিলে অমর বলে এই দেশে হায় !
সুবিশাল উচ্চ বট বঙ্গবাণী-বনে,
তোমার আশ্রয়ে কত নবীন পাদপ
জ'ন্মেছে, বেড়েছে বঙ্গসাহিত্য-কাননে ;
ছায়াদানে হরিয়াছ তা'দের আতপ !
সাহিত্য-সমাজপতি তেজস্বী, মহান্ !
সমকক্ষ মহারথী কে বা গরীয়ান্ !

আরাধিয়া মাতৃ-ভাষা হইয়া প্রবীণ,
লেখনীর মিঠে-কড়া কশা-সঞ্চালনে
শাসিয়া সুদীর্ঘ কাল প্রাচীন, নবীন
বঙ্গের লেখকশ্রেণী, চঞ্চল-চরণে

বন্দনা

কেন লুকাইলে ঋষি, বর-সম্পাদক ?
কে আর নির্ভয়ে ক'বে জীমূত-আরাবে,
তোমার আদর্শ ধরি' সাহিত্য-নায়ক ?
গিরির উচ্ছ্বাস তুল্য আগ্নেয় নিস্রাবে
প্রবুদ্ধ করিয়া দীন স্বজাতীয়গণ,
দেশ-মাতৃকার-যজ্ঞে উচ্চ আবাহনে,
ঈশান-বিষাণ কা'র ধ্বনিয়া শ্রবণ
জাগা'বে বঙ্গীয় জনে নব-জাগরণে ?
সার্থক তোমার পূজা, হে বাণী-পূজারি,
ডুবি' রত্নাকরতলে গীর্ব্বাণ-বাণীর,
আহরিয়া নানা রত্ন, গাঁথি' সারি সারি,
পরায়েছ কণ্ঠে মালা মানসী-দেবীর !
বঙ্গ-বাণী গরীয়সী ভাষায়, কথায় !
প্রতিমা উজ্জ্বল তাঁ'র তোমার পূজায় !!

সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে (১লা জানুয়ারী, ১৯২১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ শোক-সভায় পঠিত—৯ই মাঘ ১৩২৭ ।

রচিত—৬।৭ই মাঘ, ১৩২৭

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কার্য্য-বিবরণী) ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৭

জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা

দুঃখিনী-অঞ্চল-নিধি এস ফিরে, এস ঘরে।
উৎসুক নয়নে দেশ চেয়ে আছে তোমা'তরে॥
পবিত্র কুল-গৌরব, জননী কৃতার্থা তব,
এস হে মহানুভব, নিজ মাতৃ-অঙ্ক'পরে।
মৃন্ময় করিত জ্ঞান, ভাবি' যাঁরে হীন-প্রাণ,
চিন্ময়ের অধিষ্ঠান তথা তব প্রেমভরে।
এক শক্তি মহাস্রোত বহিতেছে ওতঃপ্রোত,
তাঁহারি আশ্রয়ে সবে ভ্রমে বিশ্ব-চরাচরে।
ঋষির প্রতিভাবলে, বৈজ্ঞানিক সুকৌশলে,
সেই শক্তি প্রকাশিলে—'ধন্য'-'ধন্য' সবে করে।
জয়-টীকা ভালে ধরি' আসিয়াছ দেশে ফিরি',
তোমার মহিমা-গাথা গায় দেশ-দেশান্তরে।
(বঙ্গবাণী-প্রতিষ্ঠান গায় আবাহন-গান,
যথাশক্তি শ্রদ্ধাদান করিছে সম্ভ্রমভরে)। *

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ১২ই মাঘ, ১৩২৭ সালের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে গীত ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।

রচিত—১০।১০।২৭

* শেষ দুই ছত্র পরে সংযোজিত।

বুদ্ধদেব

(৩)

ব্রহ্ম সনাতন অবতীর্ণ আসি'
পবিত্রিয়া শাক্য-ক্ষত্রিয়কুল।
যুগে যুগে আসি' যিনি দেন দেখা
ভাঙ্গিতে মানব-মনের ভুল।

'কপিলবস্তু'র 'লুম্বিনী-উদ্যানে'
'মহাপ্রজাবতী' প্রসবে শিশু।
চমকিত হেরি' সে জ্যোতিঃরাশি
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-মানব-পশু।

জন্মিয়া কুমার সদর্পে চলিল,
শতদল ফুটে চরণতলে।
দেবের দেবতা এ কোন আসিল,
অমিত আভায় জগৎ জ্বলে।

কৈশোরে, যৌবনে নহে বিচঞ্চল,
ভাবেতে বিভোর সদাই রয়।
মগ্ন মহাধ্যানে মহাঋষি সম,
প্রাসাদে সকলে বিষণ্ণ হয়।

বন্দনা

ভাঙ্গিতে যোগীর এ মহাসাধনা,
অনিন্দ্যসুন্দরী আনিল নারী !
সর্ব্ব-সুলক্ষণা, নারীকুল-রাণী,
প্রেমময়ী 'গোপা' রূপের ডারি !

মিটিল না ক্ষুধা পিয়ে রূপ-সুধা,
নগর-ভ্রমণে কুমার ধায় !
নানা রূপ দেখে হৃদয় চঞ্চল,
সন্ন্যাসী হেরিয়া পাগলপ্রায় !

ত্যজিল প্রাসাদ, গোপারে ত্যজিল,
সদ্যোজাত শিশু তেয়াগি' যায় !
রাজত্বের লোভ, বিলাস-ব্যসন—
তুচ্ছ-হেয়-জ্ঞানে দলিয়া ধায় !

ছোটে মহাপ্রাণ জীবের কল্যাণে,
আনিতে জগতে মহতী শান্তি !
মহাদুঃখ হ'তে করি' পরিত্রাণ,
ঘুচা'তে নরের এ মহাভ্রান্তি !

কঠোর সাধনা, কঠোর প্রতিজ্ঞা,
এ জগতে কভু করে নি কেহ !
স্থাণুর মতন রহিল বসিয়া,
যায় যা'ক্ এতে প্রাণ বা দেহ !

কত প্রলোভন, কত না সিদ্ধাই,
টলা'তে যোগীর সে মহাব্রত !
একে একে আসি' হ'ল উপস্থিত,
তথাপি যোগেন্দ্র যোগেতে রত !

অবশেষে সেই বোধি-দ্রুমতলে
লভিল সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ-ধন !
আচণ্ডালে বুদ্ধ বিতরি' উদ্ধারে,
শোক-তাপ-ক্লিষ্ট ব্যথিত-জন !

নির্ব্বাণের পথ এখন(ও) উজ্জ্বল,
কোটী কোটী নর ধরি' সে তরী—
এখন(ও) যাইছে মহাসিন্ধু-পারে
শ্রীবুদ্ধ এখন(ও) কাণ্ডারি হরি !

হও বীর্য্যবান, হও অপ্রমাদ,
এস, এস নর, ধর গো ধ্যান !
'অষ্টাঙ্গ-মার্গে'র কর্ম্ম-সাধনায়
পা'বে সমন্বয় কর্ম্ম ও জ্ঞান !

এ নহে রূপক, এ নহে কল্পনা,
অদৃষ্ট সাধনা এ পথে নাই !
'চতুরার্য্য-সত্যে' হ'লে অগ্রসর,
প্রতিপদে সত্য দেখিবে ভাই !

বন্দনা

দ্বেষ-হিংসা যা'বে, পা'বে বিশ্ব-প্রেম,
মিথ্যা, ব্যভিচার, মোহ ও লোভ—
সকল ত্যজিয়া হ'বে পূত-চেতা,
ঘুচিবে মনের মালিন্য-ক্ষোভ !

এস মহাযোগী রাজ-রাজেশ্বর,
এস হে তুলিতে পতিত-জন !
পুনঃ পুণ্য-ভূমি মোহগ্রস্ত আজি,
মুক্ত ক'রে দাও এ মহাঘন !

বিবেকানন্দ সোসাইটীর বুদ্ধোৎসব সভায় পঠিত। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

অর্দ্ধেন্দু-প্রশস্তি

অপূর্ব্ব বিচিত্র চিত্র জাগে আজি মনে,
চিত্রিলা যে নানা চিত্র নাট্য-প্রতিভায়,
শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সম কম-তুলিকায়,
নানা রঙ্গে বিমোহিয়া বঙ্গবাসিজনে।
উজ্জ্বল তোমার চিত্র—অর্দ্ধেন্দুশেখর,
মূর্ত্তিমান-অভিনয় বঙ্গ-রঙ্গালয়ে,
তোমার তুলনা তুমি—কহিনু নির্ভয়ে,
সফল সাধনা তব নটকুলেশ্বর!
আচার্য্যের সম তুমি নাট্য-ছাত্রদলে
শিখাইলে কলা-বিদ্যা কত শ্রম করি',
দিবারাত্র এক-ধ্যানে আপনা পাশরি'—
শোভে তাই নাট্য-পীঠ নানা ফুলে-ফলে!
ভগবান-ভাগবত-ভক্ত-সমন্বয়!
নাট্যকার-নাট্য-নট তিনে এক হয়!

নটকুলচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির স্মরণে।

রচিত—৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

অর্দ্ধেন্দু-পাঠাগার-প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সভায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে পঠিত ও প্রকাশিত।

শান্তি

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের Peaceএর অনুবাদ)

হের উহা আসে মহাবেগে,
সেই শক্তি—যাহা শক্তি নয়!
অন্ধকারে যে আলোক জাগে,
দীপ্তালোকে যাহা ছায়া হয়।

অস্ফুট আনন্দ যারে কহে!
তীব্র শোক—অনুভূত নহে!
অজীবিত অমর জীবন!
অশোচিত অনন্ত মরণ!

নহে শোক, নহে এ আনন্দ!
সুখ-দুঃখমাঝে করে দ্বন্দ্ব!
নহে রাত্রি, নহে ইহা দিবা—
এ দু'য়ে মিলায়ে দেয় যেবা!

সঙ্গীতের সম যার নাম!
কলা-শিল্পে যা' হয় বিরাম!
বাক্যমাঝে যাহা নীরবতা!
রিপু-দ্বন্দ্বে চিত্ত-প্রসন্নতা!

অদৃষ্ট এ শোভা সুষমার—
আত্ম-প্রেমে প্রতিষ্ঠা যাহার !
অগীত এ সঙ্গীত-রাগিনী !
অজ্ঞাত এ জ্ঞানের কাহিনী !

মৃত্যু যুগ্ম ব্যক্ত-প্রাণমাঝে !
ঝঞ্ঝামাঝে শান্তি যথা রাজে !
যেই শূন্যে সৃষ্টির বুথান—
যথা পুনঃ হয় অবসান !

আঁখি-জল পড়ে যথা ঝ'রে—
হাসি-রেখা তুলিতে অধরে !
জীবনের যথায় নির্ব্বাণ !
শান্তি মাত্র যার হয় ধাম !

অনূদিত—'শিব-চতুর্দ্দশী'—২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৭
উদ্বোধন, ২৩শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৮

ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রতি

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি হইতে)

ঢেকে রাখে মেঘে যদি তপনে খানিক,
আঁধারে আকাশ যদিও ছায়,
তথাপি সাহস ধর, হে বীর নির্ভীক,
জানিও বিজয় আগত প্রায় !

মণ্ডল-ভ্রমণে বদ্ধ শীত-গ্রীষ্ম রয়,
আবর্ত্তই তোলে তরঙ্গ যত,
আলো-ছায়া-সম তা'রা করে অভিনয়,
চল হে অটল বীরের মত ।

জীবন-কর্ত্তব্য, বটে, অতি দুঃখময়,
সুখ—বৃথা, অনিত্য ইহার ;
অস্পষ্ট আঁধারে ঘেরা পরিণাম হয় ;
তথাপি সাহস বাঁধি', দৃঢ়-ব্রতে বীর-হৃদি,
আগে চল ভেদিয়া আঁধার !

কর্ম্ম না বিফল হ'বে, উদ্যম না বৃথা যা'বে,
শক্তি নষ্ট হয় যদি—আশা প্রতিহত ;
তোমার নেতৃত্বে পরে জাগিবে অনেক নরে—
শুভ-কার্য্য নিষ্ফল না হ'বে দৃঢ়-ব্রত !

বন্দনা

জ্ঞানী ও পুণ্যাত্মা, বটে, বিরল সংসারে,
তথাপি তা'রাই চির-পথ-প্রদর্শক !
সাধারণে সে' প্রভাব জানে বহু পরে,
না শুনে কাহার(ও) কথা—চালাও চালক

বহুদর্শী ঋষিকুল চালা'বে তোমারে,
সর্ব্ব-শক্তিমান হ'বে তোমার সহায়,
মঙ্গল-আশীষ তুমি পা'বে ভারে-ভারে,
সৎ-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাত্মা, যেন তোমারে চালায় !

অনূদিত—১৩২৭
উদ্বোধন—২৩ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৮

বন্দনা

শ্যামাচরণ-স্মৃতি-পূজা

শ্যামার চরণ-আশে, হে শ্যামাচরণ,
সুদীর্ঘ সপ্ততি বর্ষ করিয়া সাধনা,
লভিয়াছ এবে সেই পরম রতন,
যোগিজন নিত্য যাহা করিছে কামনা!
শ্রীরামপ্রসাদ আদি মহাভক্তগণ
চির-শান্তি লভিয়াছে যে চরণ-তলে,
নিত্যানন্দ উৎস—যথা অনন্ত-জীবন
পায় মাতৃ-ভক্তগণ সাধনার বলে!
পিতা তব মহাকবি—কাব্য-ফুল ঢালি'
পূজিছে বিরলে তথা ঈশ্বরী-প্রতিমা,
সাধক অনুজ গায় মাতৃনামাবলী—
দিগন্তে ধ্বনিত হয় শক্তির মহিমা।
যাও দেব, জ্যেষ্ঠতাতঃ, কৈবল্য-নিবাসে,
মোরা যেন যাই পরে তোমাদের পাশে!

মঙ্গলবার, ১২ই কার্ত্তিক ১৩১৪

মহাপুরুষের মহাসমাধি

'রাজা নাই,' 'রাজা নাই,' চারিদিকে 'নাই' 'নাই,'
কোথাকার কে সে রাজা ; মানুষ কেমন ?
কেহ কহে মহারাজ, কেহ বা রাখালরাজ,
কত নামে ডাকে তাঁরে অপূর্ব্ব কথন !

কে এ রাজা-মহারাজ, কোথায় তাঁহার রাজ—
সে কথা বলে না কেহ, ফুকারিয়া কাঁদে !
হ'য়ে ধনরত্ন-হারা ছোটে পাগলের পারা,
হাতে পেয়ে হারায়েছে আকাশের চাঁদে !

বসন্তের চতুর্দ্দশী, গগনে উদয় শশী,
হয় হয় পূর্ণ যেন—ভাসায় ভুবন !
'রাম-কৃষ্ণ'-মহারবে ফুকারি' উঠিল সবে,
শত-কণ্ঠে 'মহানাম' করে উচ্চারণ !

অকস্মাৎ এ কি হ'ল, আগুবাড়ি' দেখি চল,
ফুল-সাজে শোভে কা'র বর কলেবর ?
—ব্রহ্মের আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি ধরি' সুশোভন,
যোগ-নিদ্রা অধিভূত যেন মহেশ্বর !

বন্দনা

উর্দ্ধ-সম্প্রসারী-দৃষ্টি ভেদিয়া অনন্ত সৃষ্টি,
—চিৎ-হংস ভাসে স্থির ব্রহ্মরস-সরে!
কে বুঝা'বে মহাতত্ত্ব, কে সে মহাপ্রেম-মত্ত,
প্রকাশি' রহস্য-কথা দিবে প্রেমভরে!

'জগন্মিথ্যা ব্রহ্মসত্য'— লভি' সেই উচ্চ তত্ত্ব,
নির্লিপ্ত থাকিয়া জীবে কে শিখা'বে আর!
সমাহিত শান্ত মূর্ত্তি, প্রশান্ত প্রেমের স্ফূর্ত্তি—
প্রেম-জ্ঞান-সমন্বয়—অমৃত-আধার!

ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে গাঁথিবারে প্রেমসূত্রে
মানব তেত্রিশ কোটী নব-অবতার,
সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়ে সাথে, মহারথী মহারথে,
মহা-সমন্বয়াচার্য্য আসিল আবার!

'বিবেক-আনন্দ' দানি', সঞ্জীবিয়া কোটী প্রাণী—
জগদিষ্ট 'রামকৃষ্ণ' জগতে প্রকাশ!
বিচারিয়া সদসৎ মুগ্ধ নর পায় পথ,
নূতন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ হইল বিকাশ!

ক্রমে 'ব্রহ্মানন্দ' আসে, ভূমানন্দ-মহোল্লাসে
মাতে নরনারী-প্রাণ—হয় ধ্যানরত!
মহামৃত পেয়ে যেন, আস্বাদিয়া মূকহেন
স্তম্ভিত নির্ব্বাকপ্রায়, প্রেমভারে নত!

হারায়েছি সেই ধন, কে বা আছ মহাজন,
এস, এস, জীবন্মুক্তি দাও মূঢ় জীবে!
ফুটাও সহস্রদলে অদ্বৈতের সে কমলে,
ভেদ যেন নাহি রয় জীব আর শিবে!

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, কোথায় চলিলে আজ,
এখন ত পূর্ণ নহে কীর্ত্তি অগণন,—
ব্রহ্মামৃত প্রস্রবণ ছুটাইতে অনুক্ষণ,
কার করে মধুচক্র ঘুরিবে এখন?

বেলুড়ের মহামঠে ভাগীরথীতীর-পীঠে
এখন পূর্ণাঙ্গ নহে শ্রীগুরুর ধাম!
যার পূত স্পর্শে আসি' জুড়া'বে ত্রিতাপরাশি,
শান্তি দিবে, নষ্ট করি' জগতের কাম!

ভোলানাথ-'গুপ্তকাশী'   প্রকট করিবে আসি,'
স্থাপিয়া আদর্শ মঠ 'ভুবন-ঈশ্বরে' !
কই কই কোথা গেলে,   অকালে মোদের ফেলে,
বঞ্চিত করিলে কেন আনন্দ-নির্ঝরে !

পুণ্যভূমি ভারতের,   তীর্থ মহামানবের,
আজীবন বর্ষে বর্ষে করি' পর্য্যটন—
স্থাপিয়াছ কীর্ত্তিচয়,   উঠে জয় লোকময়,
সেবা-প্রতিষ্ঠান কত—সাধন-ভবন !

দেশ-দেশান্তরে ঘুরি'   নানা জনে প্রেম করি'
দিয়াছ মহান্ তত্ত্ব আনন্দ অপার !
নবীন জীবন পেয়ে,   প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে
জীবন্মুক্ত হ'য়ে করে প্রেমের সংসার !

'রামকৃষ্ণ-উপদেশ'   মাতায় অসংখ্য দেশ,
ধ্যান ধরি' সাজায়েছ চিদানন্দ ডারি !
পেয়ে আস্বাদন তা'র   ঘুচিল মন-বিকার,
আচণ্ডাল নরনারী স্বর্গ-অধিকারী !

বেদান্ত পরম সত্য— জানাইলে মহাতত্ত্ব;
এ জগতে নাহি কিছু, ব্রহ্ম সারাৎসার!
বার বার সেই কথা, দূরে ফেলি' কাতরতা,
বেদান্ত-কেশরিনাদে করিলে প্রচার!

ব্রজের রাখাল তুমি, পবিত্রিয়া বঙ্গ-ভূমি,
গুরুর বাঁশীর রবে মাতা'লে ভুবন!
মোহন নূপুর পরি,' মহানন্দে নৃত্য করি'
ব্রজরাজ-দেহে তনু করিলে গোপন!

যেই 'রাম'—'সেই কৃষ্ণ,' সেই এবে 'রামকৃষ্ণ,'
বুঝেও বুঝে না জীব, এ কি মহাদায়!
দাও দেব জ্ঞান-ভক্তি, শিবে হ'ক অনুরক্তি,
কেটে যা'ক মোহ-মেঘ তব মহিমায়।

'ভয় কি,' 'ভয় কি'-রবে আশ্বসিয়া ভক্ত সবে,
অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান সন্ন্যাসী-রাজন্!
তব আশীর্ব্বাদ-বলে, ভ্রমি' এই ভূমণ্ডলে,
লভুক শাশ্বতী মুক্তি ও হে তপোধন।

বন্দনা

কত প্রেম, কত দয়া, কত স্নেহ, কত মায়া
দিয়াছ অধমে তাহা জানাই কেমনে!
তোমার প্রেমের ছাপে মুছিয়া সংসার-তাপে,
মহানন্দে যাই যেন মরণ-বরণে!

গুরুর মানস-পুত্র, জগতের শ্রদ্ধাপাত্র,
যাও রামকৃষ্ণ লোকে—বিরাজে যথায়,—
'বিবেক আনন্দ বীর, 'প্রেমানন্দ' সে সুধীর,
আর আর ভাই সব অমিত আভায়!

রচিত ৯।১।২৯

বিবেকানন্দ সোসাইটীর ব্রহ্মানন্দ-শ্রদ্ধা সভায় পঠিত
২২।১।২৯

উদ্বোধন—২৪শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৯

ললনা-মহিমা

(ঋষি-কবি সুরেন্দ্রনাথের অনুসরণে)

বীণাপাণি—৪র্থ বর্ষ—সন ১৩০৩।৪ সাল

(২।৩।৪।৫।৬ সংখ্যা)

উৎসর্গ

কবিকুলচূড়ামণি ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রফুল্ল লেখনী ধ'রে, ফুল্ল নবনীত করে,
যে রতনে সাজায়েছ বাণীর ভাণ্ডার !
নাই যোগ্য উপহার, কি দিয়ে শুধিব ধার,
বন্দিব, পূজিব আমি চরণ তোমার !
"ফুলরা"র মত ছবি কোন কালে কোন কবি
আঁকিয়াছে কোন দেশে, বলিতে না পারি !
সে "সবিতা-সুদর্শন", কোথা হেন দরশন,
ভাবের লহরী ছোটে আহা মরি মরি !
মধু "মাদক-মঙ্গলে" কে দেখা'বে কুতূহলে,
কে আর "সুরমা"-বালা দিবে উপহার !
বর্ণিতে ললনা-লীলা, কে রচিবে সে "মহিলা",
কে আর 'গাহিবে গীতি খু'লি হৃদি-দ্বার' !
এ জীবনে মম সার, কৃপামাত্র সারদার,
কবিতা-কুসুমে ভরা অভাগা-হৃদয় ।
গাঁথি' মালা সেই ফুলে সাজা'তে চরণতলে,
কল্পনা-ললনা হৃদে ক'রেছি আশ্রয় ॥

কিরণ

রচিত ইং—২৩।৩।৯৬

ললনা-মহিমা

কেমনে বুঝা'ব আমি ললনা-মহিমা,
অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য কবি
পাইয়ে ললনা-ছবি,
গাহিয়াছে কত গান, নাই তার সীমা !

নানারূপে নারীজাতি এ বিশ্ব-সংসারে
খেলিতেছে কত খেলা,
ললিত লহরী-লীলা,
সম্পূর্ণ তালিকা তা'র কে বা দিতে পারে

কে বর্ণিবে ইন্দুমুখী ললনার লীলা !
কখন সে শেফালিকা,
কভু ফুটন্ত মল্লিকা—
হেসে হেসে ঢ'লে পড়ে দশদিশি আলা !

কি দিয়ে গঠিল বিধি ও রূপ-মাধুরী !
কেমনে বর্ণিব তাহা—
ভাবিয়ে না পাই যাহা ,
সম্মুখে আসিলে পরে করে মন চুরি !

রূপের প্রভাবে তোর মত্ত বসুন্ধরা ;
লো ললনে ! লীলাময়ি !
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-বিশ্বজয়ী
তোমার ও রূপরাশি প্রাণ-মনোহরা ।

ললনা-মহিমা

ধরায় উপমা তব নাহি বালা হেরি,
কি আছে এ অবনীতে—
তোমায় তুলনা দিতে,
কবির মানস-সরে মরালী-মাধুরী !

যা কিছু সুন্দর ধরে ধরা মনোরমা ;
ফুল্ল চন্দ্রমার হাসি,
কুসুম-সুরভিরাশি,
সকলি তোমায় আছে বিমলিনী বামা !

বিশ্বের জননী তুমি আনন্দরূপিনী,
তুমি মাতা জগদ্ধাত্রী,
তুমি বিশ্ব-পালয়িত্রী
অপার মহিমা তব বিশ্ববিমোহিনী !

যুবার প্রেয়সী তুমি প্রেম-কল্পলতা ;
যা'র পু॰ স্পর্শভরে
ভুলে আছে এ সংসারে,
ঢালিয়া অনন্ত শান্তি হর হৃদি-ব্যথা !

কনিষ্ঠ ভায়ের তুমি মাতৃ-স্বরূপিনী
কি ক'ব তোমার কথা,
মাতৃহীনে তুমি মাতা,
বুকে বেঁধা শোকে তুমি বিশল্যকরণী !

ললনা-মহিমা

সুমধুর বাল্যকালে সুন্দরী বালিকা ;
আধ বিধুমুখে হাস,
তায় আধ আধ ভাষ,
ধরাধামে স্বর্গচ্যুত মন্দার-কলিকা !

মূর্ত্তিমতী প্রেম-কণা নয়ন-পুতলি,
তুমি বালা খুকুমনি,
আনন্দের ক্ষুদ্র খনি,
ছুটে ছুটে খেলা কর খেলায়ে বিজলি !

তোমার বালিকা-খেলা কিবা মনোরম !
ফুল্ল নবনীত কায়,
অলঙ্কার শোভাপায়,
থেকে থেকে ঢ'লে পড় ফুলবালা সম !

বয়োবৃদ্ধি সহকারে তুমি লো ললনে,
নানা মতে কর খেলা,
কৈশোরে কিশোরী-লীলা,
কে বা সেই খেলা-ছবি আঁকিবে অঙ্গনে !

কেমনে আঁকিব আমি সেই রূপ-ছবি,
কখন চঞ্চলা মেয়ে,
হেসে হেসে যাও ধেয়ে,
কখন গম্ভীরা তুমি—হেরে নর কবি !

ললনা-মহিমা

কি সুন্দর কিশোরীর অপরূপ ভাব ;
কাল তুমি কন্যা গৌরী,
আজ হৃদি-মন চুরি,
কোমলতা চপলতা বিচিত্র স্বভাব !

অতীত কৈশোর ক্রমে আগত যৌবন ;
যেন বিকশিত কলি,
ধেয়ে আসে শত অলি,
ধরাধাম স্বর্গপুরী নয়ন-শোভন !

কে তুমি অপূর্ব্ব সৃষ্টি ওলো কুহকিনি !
কোথা' পেলি হেন শোভা,
প্রাণ-কাড়া, মন-লোভা ;
কে রে স্বীয়া শক্তিরূপা মহামায়াবিনী !

কে আঁকিবে বিধুমুখী যুবতী ললনা ;
সুমধ্যা সে নিতম্বিনী,
সুগঠিতা বরাঙ্গিণী,
লাবণ্য-প্রতিমা বালা মরালগমনা !

কাছে নাহি যেতে পারে যুবতী নারীর ;
কেমনে নিখুঁত ছবি
চিত্রিয়ে দেখা'বে কবি ?
দূর হ'তে বিমোহিত পরাজিত বীর !

ললনা-মহিমা

যা কিছু সংগ্রহ আছে ভাবিনীর ভাব,
দেখি যদি সেই সব
দিতে পারি অবয়ব,
কবি-পদ অনুসরি' পূরাই অভাব!

নখরে ঠিকরে মরি খণ্ড-শশী-আভা!
আহা কি চরণতল,
নিন্দিত রক্তোৎপল,
অলক্তের চারু রেখা বাড়াইছে প্রভা!

রুনু ঝুনু ঝম্ ঝম্ বাজিছে নুপুর;
শুনে মধুময় তান,
পথিক পুরুষ প্রাণ,
চমকি ফিরিয়ে দেখে ধরা সুরপুর।

থমকি থমকি থির মন্থরগমনা;
রাজহংসী দুলে চলে,
যেন গো সরসী-জলে,
অপূর্ব্ব মাধুরীময়ী যুবতী ললনা!

রম্ভোরু রমণী মরি, গুরু নিতম্বিনী;
কনক-মেখলা মালা,
কটি দেশে করে খেলা,
ন'ড়ে চ'ড়ে ঝলসিছে যেন সৌদামিনী!

ললনা-মহিমা

নাভিদেশে নাভিপদ্ম আহা কি সুন্দর ;
ছ'ড়ায়ে পাপড়ি গুলি,
যেন ফোটে ফুলকলি,
অলি ছোটে ভ্রমে প'ড়ে, মরি মনোহর !

পৃষ্ঠদেশে লম্বমান কাল-ভুজঙ্গিনী ;
ধাইছে লম্বিত বেণী
চুম্বিতে চরণখানি,
অথবা বিবর খোঁজে ভূমেতে ফণিনী !

রমণীর হৃদি-ভাব হৃদে না কুলায় ;
বুকখানা ফুলে ওঠে,
যেন যুগ্ম তুব্ড়ি ফোটে,
ধরণীর হৃদিমাঝে যথা হিমালয় !

ঝর ঝর নির্ঝরিণী অনন্ত ধারায়,
ঢালিতেছে পয়োধরা
জীবনাম্বু—ক্ষীর-ধারা,
পরিতৃপ্ত জীবগণ দারুণ তৃষ্ণায় !

অথবা পূর্ণিমা যোগে অনন্ত জলধি,
ফেঁপে উঠে অম্বুরাশি,
ছুটে যায় দশদিশি,
উর্ব্বরা করিছে ধরা বিপুলা বারিধি !

ললনা-মহিমা

মরি মরি হে রমণি ! এত ক্ষীররাশি
কোথায় পাইলে তুমি,
পরিতৃপ্ত বিশ্বভূমি ;
মূঢ় আমি, গুণ-গান কেমনে প্রকাশি !

কে ঢালিল ক্ষীরধারা তব হৃদিমাঝে ;
বুঝেছি, বুঝেছি বালা,
কার এই মহাখেলা,
ক্ষীরসিন্ধুশায়ী যিনি অনন্তে বিরাজে !

দাও হে করুণাসিন্ধু শকতি আমায় ;
বর্ণিতে সুন্দর সৃষ্টি,
পাই যেন সূক্ষ্ম দৃষ্টি,
পারি যেন সাজাইতে লাবণ্যবালায় !

রমণি রে, কে না বদ্ধ তোর বাহুপাশে !
সুকোমল বাহুলতা,
হরে নর-হৃদি-ব্যথা,
ধরায় সকলে ব্যগ্র তোর পাণি-আশে !

যখন বিবাহে নর ধরে পাণিতল,
পরশে অঙ্গুলিগুলি,
ছোট বড় চাঁপাকলি,
তুচ্ছ ভাবে এ সংসার—যা’ক না অতল !

ললনা-মহিমা

কিবা কম্বুকণ্ঠে মরি লগ্ন মণিমালা !
হৃদি-ফল ঢল ঢল,
তায় শোভে মুক্তাফল,
বিশ্ববিমোহিনী মরি যৌবনের খেলা !

কার না আছে গো সাধ তোমারে সেবিতে ?
তোমারে নিকটে পায়,
স্বর্গ-সুখ ভুলে যায়,
যুড়াবার তুমি স্থল মাত্র অবনীতে !

কেমনে চিত্রিব আমি তব মুখ-ছবি !
জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে,
সে উপমা কোথা রাজে,
তুমিই উপমা তব এ জগতে দেবি !

কবির কবিতা তব আনন সুন্দর !
শোভে তায় ওষ্ঠাধর,
লালে লাল মনোহর,
প্রেমের আরক্ত রাগে, ভুলে আছে নর !

আননে কপোল-আভা কিবা শোভা ধরে,
লাবণ্য উথলে যায়,
ফোটে গোলাপের প্রায়,
অথবা নলিনী ফুল্ল যেন সরোবরে !

সুন্দর নাশায় দোলে শুভ্র মুক্তাফল,
আরক্ত হ'য়েছে হায়,
কপোলের সু-আভায়,
গোলাপ-কলিকা যেন করে ঢল ঢল !

অলকার গ্রন্থিগুচ্ছ সমীরণ ভরে
থেকে থেকে ঠোনা মারে,
রাঙ্গা গাল রাঙ্গা করে,
মৃদু হাসি ফুল্ল ফুলে কটু ব্যঙ্গ করে !

সুন্দরি লো, তব আঁখি সৌন্দর্য্য-আকর ;
যা'কিছু সুন্দর আছে
ধাতার এ বিশ্বমাঝে,
সকলি আঁখিতে তব প্রাণ-মনোহর !

হৃদয়-বারতা তব নয়নেতে লেখা ;
কামিনি, কটাক্ষ তোর
ভেঙ্গেছে কলিজা মোর,
আঁখি তোর কথা কয় আছে মোর দেখা !

নানা কবি নানা মতে দেয় গো উপমা ;
তোমারে মৃগাক্ষী কয়,
কিন্তু মৃগ ভুলে যায়,
ইন্দীবরে, হেরে তব নয়ন-সুষমা ।

ললনা-মহিমা

কুসুমে কুসুম ফোটে কাণে শুনা ছিল ;
বিকশিত মুখপদ্ম,
আঁখিদ্বয় নীলপদ্ম,
হেরিয়ে নয়ন-পথে সু-কবি হাসিল !

কামিনীর কমনীয় কটাক্ষ-কশায়
কারে না শাসিতে পারে,
হেন আছে কে সংসারে ?
কে না মুগ্ধ অঙ্গনার আঁখির আভায় !

মদনের ফুলশর মর্ত্তে্য যদি থাকে,
ভুরু-চাপে আছে তোর,
সে কটাক্ষ প্রাণ-চোর ;
যে শর প্রহারে নর পড়ে লো বিপাকে !

তুমি যদি আঁখি মুদ ওলো কুহকিনি !
অন্ধকার হৃদাগার,
ধরা যেন ছারখার,
প্রাণেতে ঝটিকা বহে ভবের ভাবিনি !

মদালস আঁখি তব প্রেমে ঢল ঢল ;
সে আঁখি দেখিলে পরে,
ভুলে নর এ সংসারে,
প্রেম-সুরাপানে যেন দেহ টল টল !

ললনা-মহিমা

ললাটে লোহিত-লেখা অতি মনোলোভা ;
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা
যেন গো ক'রেছ ঘটা,
পূরব গগন-ভালে মরি কিবা শোভা !

আঁকিনু যুবতী-ছবি সাধ্য অনুসারে ;
যা' কিছু রহিল বাকি,
নিজে পড়িয়াছি ফাঁকি,
কেমনে চিত্রিব যাহা নাহি ক অন্তরে !

কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দিয়েছি রূপের ;
গুণ-পাশে রূপ ছার,
ক্ষীণ শক্তি কল্পনার,
কেমনে গণিবে ঊর্ম্মি গুণ-অর্ণবের !

হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য যৌবনের ভরে,
কারে না অবজ্ঞা করে ?
কারে যুবা ভয় করে ?
একমাত্র এ সংসারে তব আঁখি ডরে !

তুমি না থাকিলে দেবি, সংসার-মাঝারে,
হঠকারী যুবাদল
যাইত গো রসাতল,
কে তা'দের প্রলোভনে বাঁধিত সংসারে !

ললনা-মহিমা

যৌবন-তরঙ্গ ভরে হয়ে উদ্বেলিত,
হারা'ত সংসার-জ্ঞান,
তুচ্ছ ক'রে ধন-মান,
উচ্ছিষ্ট রূপের দাস হইত নিশ্চিত !

কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষেরা ক'রে পরিশ্রম,
যখন গৃহেতে আসে,
কে ব'সে তা'দের পাশে
সযতনে করিবে গো ক্লান্তি উপশম !

সংসারের নানা কর্ম্মে হইয়ে বিব্রত,
কোথায় জুড়ায় নরে,
কে বা তার ব্যথা হরে,
কে তারে তখনি করে মহানন্দে রত !

নানা উপাদেয় ভোজ্য করিয়া রন্ধন,
সহাস্যে বীজনী করে
কে ব'সে ভুঞ্জায় নরে,
নানামতে কে বা করে তুষ্টি-সম্পাদন !

পুষ্পনিভ পরিপাটী শয্যা মনোহর
কে বা করে বিরচন,
কার হেন আচরণ,
সর্ব্বদাই সশঙ্কিতা তব তরে নর !

যখন পুরুষ হয় ব্যথায় ব্যথিত,
কে তাহারে মিষ্ট ভাষে
প্রাণ দিয়ে সদা তোষে ?
কে তাহার হৃদি-ব্যথা করে গো দূরিত !

অশান্তি-পূরিত এই মরুভূ-সংসারে,
তব প্রেম-সুধাপানে,
নরগণ বাঁচে প্রাণে,
শান্তি-প্রদায়িনী তুমি আহারে বিহারে !

তুমিই ফুটাও আঁখি অন্ধ মানবের,
জ্ঞান-চক্ষু খুলে দাও,
সৎ পথে নিয়ে যাও,
সহধরমিণী তুমি বিমূঢ় জীবের ?

নিন্দুক সে মিথ্যাবাদী ! নাহি গণি তারে,
যা'র আঁখি না ফুটিল,
প্রেম তব না বুঝিল,
সে জন পাপের ভরা বলিবে তোমারে !

কত শত উপকার পায় তব পাশে,
সেই সবে ভুলে যায়,
অকৃতজ্ঞ পশু-প্রায়,
নূতন নরক তার হয় যমাবাসে !

ললনা-মহিমা

নিস্বার্থ প্রণয় নামে যদি কিছু থাকে,
রমণীর হৃদি-মাঝে
সে ত্রিদিব বস্তু রাজে,
সাধ হয় দিবা-নিশি পূজি লো তোমাকে !

লো সুন্দরি ! কি কহিব, তব প্রেম-আশে
অমর দেবতাগণ
ত্যজি' স্বর্গ-নিকেতন
মানব-মুরতি ধরি' ধরাধামে আসে !

অনন্ত ধারায় প্রেম-উৎস মধুরিমা
বহে যায় অবিরাম,
মন্দাকিনী স্বর্গধাম
পবিত্র করিছে যেন, কি ক'ব মহিমা !

প্রেম-সঞ্জীবনী-লতা মুরতি সাকারা,
পিয়ে তব প্রেম-সুধা,
ঘুচে গেল হৃদি-ধাঁধাঁ,
নূতম নূতন প্রাণ পেয়েছি আমরা !

মানবের কণ্টকিত হৃদয়-কাননে,
তুমি গো পুষ্পিত লতা,
জগতের হিতে রতা,
ভুলে আছে নর তব কমল-আননে !

ললনা-মহিমা

বীণা-বিনিন্দিত শুনি কণ্ঠের ঝঙ্কার—
পরাস্ত সে পিকরাজ,
বনে গেছে পেয়ে লাজ;—
ঢালিছে অমিয়ধারা কর্ণে সবাকার !

এ সংসারে আছে দুটি সৌন্দর্য্যের সার ;
শিশুমুখে সুধা-হাস,
আর যুবতীর ভাষ,
না থাকিলে মানিতাম সংসার অসার ।

তুমি দেবি সুধাভরা ফুল্ল পারিজাত,
নর-পশু নাহি চিনে,
দলে তাই অযতনে,
তবুও বিলাও জীবে সৌরভ সুজাত !

মধুর চরিত্র তব পবিত্র সরল,
মধুর তোমর কেশ,
মধুর তোমার বেশ,
মধুর মাধুরী হেন ধরায় বিরল !

কুসুম ছুটিয়া আসে সাজা'তে কুন্তল,
কবরী বেষ্টিয়া রহে,
শিরে সুধা-গন্ধ বহে,
নিশাকাশে শোভে যেন তারকাসুন্দরী !

ললনা-মহিমা

কবরী বেষ্টিত সেই কুসুমের মালা
বলে 'শিরে নাহি র'ব,
গলা ধ'রে দুলে যা'ব,
মুখপানে চেয়ে র'ব ও লো চারু-বালা !

ছিড়িয়া কুসুমদাম পড়িল চরণে,
কহিছে কুসুম-কলি,—
'পেয়েছি সুধার থলি,
এ চরণ ধ্যান মম শয়নে স্বপনে !'

যামিনীতে জাগে যত তারকাসুন্দরী
নীলাকাশে হাসে শশী,
হেরিতে তোমার হাসি,
সারানিশি মত্ত তারা, অস্ত বিভাবরী !

পাখী গেয়ে শাখী পরে কাকলীলহরী ;-
কহিছে কুজন তা'র
এ সংসারে হবে সার,
পশে যদি শ্রুতিমূলে তোমার সুন্দরি !

মকরন্দ-মধুপানে মধুপ মোহিত,
বলে 'ফুল কোথা গেলি,
একা ফেলে পলাইলি,'
গুঞ্জে গুঞ্জে পড়ে পদে করগো বিহিত !

ললনা-মহিমা

কত রূপে বিরাজিত মহিলা সংসারে ;
তুমি গো দয়ার নদী,
তুমি না থাকিতে যদি,
কেমনে থাকিত নর মরুভূমাঝারে !

মরি ! মরি ! পেতে তব দয়া-ভালাবাসা,
বিহঙ্গম ত্যজি' বন
আশে তব নিকেতন,
প্রেমের শৃঙ্খল পরে—নাহি ভয়-বাসা !

কি অমিয়া আছে তব সুধামাখা স্বরে,
'বউ-কথা-কও' পাখী
শাখার উপরে থাকি'
ভঙ্গিতে সে সুধারাশি সাধিছে তোমারে !

ও রূপ সম্ভবে অন্যে, কিন্তু হে রমণি,
মাতৃ-রূপে তব স্নেহ,
দানিতে পারে না কেহ,
পরাজিতা তব পাশে স্বর্গ-নিবাসিনী !

দেখ, দেখ, তপোধন-ধ্যান নষ্ট করি'
অপ্সরী মেনকাবালা
প্রসবিয়া শকুন্তলা,
না জানে পালিতে শিশু, পলা'ল সুন্দরী !

ললনা-মহিমা

মুর্ত্তিমতী তুমি দেবি স্নেহ-পারাবার,
তাই কহে সুধী জনে,
সনাতন শাস্ত্রে ভনে,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী সবার !

অনুপমা অতুলনা সেই স্নেহরাশি ;
এই মাত্র জানা আছে,
নাহি তাহা কারো কাছে,
না পাই তাহার পার, তাই ভালবাসি !

কি যত্নে সন্তান হয় লালন-পালন
জননী ব্যতীত হায়,
পরে কি বুঝিবে তায়,
মায়ার নির্ঝর মাতা, শ্রেষ্ঠ মহাজন !

সুকোমল বাহুলতা করি' প্রসারিত,
শিশু নাড়ী-ছেঁড়া-ধনে
বুকে রাখে সযতনে,
অনিমেষে চেয়ে থাকে সদাই শঙ্কিত !

পীড়িত হইলে শিশু দেখ নিরখিয়া,
মাতা ব'সে তার পাশে,
মনে কত ভয়-ত্রাসে,
পাছে কাল ফুল-কলি পলায় ছিঁড়িয়া !

রাত নাই, দিন নাই হের অবিরাম,
বরিষার ধারামত,
ঢালে স্নেহ অবিরত,
গিরি-নদী বহে যথা বিহীন-বিরাম !

যদি কভু ভাগ্যদোষে হারায় শিশুরে,
বুকে রাখে শিশু-দেহ,
কাছে যেতে নারে কেহ,
শিশুহারা সে সিংহীরে ডরে যমচরে !

জ্ঞানহারা উদাসিনী ছোটে চারিভিতে,
গণেশের মুণ্ড-নাশে
যেন চামুণ্ডার বেশে
ছোটে ভীমা মহাশক্তি শনিরে নাশিতে !

কিম্বা যথা শিশুহারা ক্ষুব্ধা কুরঙ্গিনী
এ-দিক ও-দিকে চায়,
ছোটে পাগলিনী প্রায়,
ভেঙ্গেছে কলিজা আহা, বন-বিহারিণী !

অথবা সৌভাগ্য ক্রমে যদি বাঁচে সুত,
পূজা হোম যাগ করে,
দান করে অকাতরে,
পাইয়া সে হারানিধি বৈভব অযুত !

ললনা-মহিমা

শিশু উঠে মাতা বুকে, মরি কিবা শোভা !
অলকা ধরিয়া টানে,
মাতা ধরে শিশু-কাণে,
চাঁদ-মুখে হাসে শিশু, আহা মনোলোভা !

অন্যে যদি ভর্ৎসে, শিশু কাঁদে উভরায় ;
মাতা যদি মারে তারে,
সুধু হাসি সে অধরে,
শিশু বুঝে মাতা তার স্নেহের আলয় !

জননী-স্নেহের কভু না পাই উপমা,
পঞ্চানন পঞ্চমুখে,
অনন্ত সহস্র-মুখে
কীর্ত্তনে অক্ষম—সেই স্নেহের মহিমা !

ধরার যতেক বীণা হ'য়ে একত্রিত,
গায় যদি ঐক্যতানে,
মাতাইতে 'মা'র গানে,
মাতার স্নেহের তবু হয় না বিহিত !

মাতার প্রেমের কথা বর্ণে সাধ্য কার ?
সারদা বেদের মাতা
বীণা করে গেয়ে গাথা,
পারে নাই বর্ণিবারে মহিমা মাতার !

গিরিশ-গৌরব

(শোকোচ্ছ্বাস-গীতি)

শ্রীকিরণচন্দ্র

জন্ম—শুক্লা অষ্টমী, সোমবার, ১৫ই ফাল্গুন ১২৫০ সাল।

প্রস্থান—কৃষ্ণা সপ্তমী, বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ ১৩১৮ সাল।

উৎসর্গ

বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা,
বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের চক্রবর্ত্তী সম্রাট,
বঙ্গের একমাত্র নাট্যাচার্য্য,
নটকুলচূড়ামণি
মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের
পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে
তদীয় নগণ্য শিষ্যানুশিষ্য
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কর্ত্তৃক গ্রথিত
এই শোক-শেফালিকামালা
অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত
অর্পিত হইল।

চিরপ্রণত
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

"নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়"

গিরিশ-গৌরব

'রামকৃষ্ণ-হরিবোল' এ কি শুনি মহারোল ?
প্রাণ কেন দুরু দুরু কাঁপে ?
সাঙ্গ করি' নর-লীলা নর-দেব কে চলিলা,
ধরা দগ্ধ করি' মরু-তাপে ?

হাহাকার রব উঠে, নগরে, জাহ্নবীতটে
যুবা বুড়া ছোটে শত শত !
হেরিতে কাহার মুখ বিদরিছে শত বুক ?
কার পদে শত শির নত ?

শুয়ে'ছ হে নটরাজ, অন্তিম-শয়নে আজ ;—
পড়ে বাজ বাঙ্গালীর শিরে !
হে বঙ্গ-গৌরব-রবি, ভারতের মহাকবি,
আর দেখা দিবে কি হে ফিরে ?

চিনে না জীবিতকালে, মরিলে অমর বলে,
তাই কি হে চ'লে গেলে তুমি ?
তাই খেলা সাঙ্গ করি', গুরু-পদ হৃদে ধরি'
ছাড়িলে কি ধরা-রঙ্গভূমি ?

বঙ্গ-নাট্যশালা আজ বিষাদ-মলিন সাজ ;
অস্ত গেছে গিরিশ-চন্দ্রমা !
হে নাট্য-গগন-শশী ! তব সনে গেল ভাসি'
রঙ্গভূমি-উজল-গরিমা !

গিরিশ-গৌরব

তুমি এক মাত্র নট, যাহার প্রদীপ্ত পট
নাট্য-পীঠ ক'রেছ উজ্জ্বল !
তুমি মাত্র নাট্যাচার্য্য, যাহার অসীম শৌর্য্য
রঙ্গ-ভূমি-হৃদি-ঝল্‌মল্‌ !

তোমারি প্রতিভা-জালে সব নট-নটীদলে
ক'রে ছিল কিরণ-মণ্ডিত !
পাইয়া তোমারি ছায়া ধ'রেছিল কান্তি-কায়া ;
সব বুঝি হয় অন্তর্হিত !

নাট্য-সম্রাটের স্থান বুধজন ক'রে দান
সসম্ভ্রমে ছিল সবে নত !
শূন্য সিংহাসনপাশে আজি আঁখি-নীরে ভাসে
রসিক ভাবুক শত শত !

নাট্য-সাহিত্যের রাজা চক্রবর্ত্তী, মহাতেজা ;—
তোমার সমান কোথা পাই ?
'গ্যারিক' ও 'সেক্ষপীর' একাধারে তুমি বীর ;
জগতে তুলনা তব নাই !

যে কলা-সম্ভারে তুমি সাজায়েছ রঙ্গ-ভূমি
বহু যুগ-যুগান্তের পরে ;—
সে' শোভা-সম্পদরাশি আর কে বা, কবে আসি'
দিবে বঙ্গ-নাট্যশালা-শিরে ?

শ্রীমধুসূদন কবি— বঙ্গ-কবিকুল-রবি,
ক'রে ছিল ভবিষ্যৎ বাণী ;—*
"অচিরে নাটককার বঙ্গের সাহিত্যাগার
সাজাইবে ঢালি' রত্ন-মণি!

ত্যজিয়া পুরাণ পথ, চালাইবে নাট্য-রথ
অভিনব সুউচ্চ পন্থায়!
মহান আদর্শ ধরি,' সাজা'বে নূতন করি'
মাতৃ-ভাষা ললিত কলায়!"—

তব অভ্যুদয়-সনে বঙ্গভূমি-রঙ্গাঙ্গনে
ফ'লে ছিল কবিবর-কথা ;—
তুমি সেই মহাকবি, দেশের গৌরব-রবি,
মহাকাব্য ঘোষে সে' বারতা!

করি' মাতৃ-আবাহন, 'আগমনী' নাট্য-গান,
আরম্ভিলে নাট্য-আরাধনা!
তীব্র তপে হ'য়ে সিদ্ধ হইলে অপাপ-বিদ্ধ,
'তপোবলে' সমাপ্ত সাধনা!

পুরাণ 'পুরাণ'-কথা তব দৃশ্য-কাব্যে গাঁথা,
'রাম,' 'কৃষ্ণ' চরিত-আখ্যান!
ধরিল মোহন ছবি তব তুলিকায় কবি!
দেখায়েছ আদর্শ মহান ;—

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক অনূদিত ইংরাজি 'রত্নাবলী' নাটিকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

গিরিশ-গৌরব

'রাবণ-বধে'র ছবি, 'বনবাসে সীতা'-দেবী,
অপরূপ 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' !
'পাণ্ডব-অজ্ঞাতবাসে,' 'ধ্রুব,' অভিমন্যু-নাশে,'
'প্রহ্লাদের চরিত্র' চিত্রণ !

'দক্ষ-যজ্ঞে' শিব-রূপ আঁকিয়াছ অপরূপ,
মহাবিদ্যা 'কমলে-কামিনী' !
পুণ্যশ্লোক 'নল'-রাজে সাজা'লে অপূর্ব্ব সাজে,
'দময়ন্তী' সঙ্গে সীমন্তিনী !

'পাণ্ডব-গৌরব,' 'জনা,' নানা ছবি অতুলনা ;
পুরাণ-কীর্ত্তন রচনায় !
ছোট বড় আরো কত আঁকিয়াছ নানা মত,
নানা বর্ণে স্বর্ণ-তুলিকায় !

তোমার 'চৈতন্য-লীলা' যার কর্ণে প্রবেশিলা,
জনম হইল তার ধন্য !
'রূপ-সনাতনে' কবি দেখা'লে বৈষ্ণব-ছবি,
সমতুল নাই যার অন্য !

'নিমাই-সন্ন্যাস' হেরি,' আসি' রঙ্গমঞ্চোপরি
গদাধর * কোল তোমা' দিল !
'বিল্বমঙ্গলে'র কথা আমি কি কহিব হেথা,
শত মুখে নরেন্দ্র † গাহিল !

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব † শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ

গিরিশ-গৌরব

হেরি 'বুদ্ধ-দেব' ছবি 'আর্নল্ড * ইংরাজ কবি
মুক্ত কণ্ঠে গায় গুণপনা!
বুঝিয়া অহিংসা-মর্ম্ম ত্যজে লোক হিংসা কর্ম্ম;—
পূজে দেবী বলিদান বিনা!

'নসীরাম' প্রাণে গাথা, 'কালাপাহাড়ে'র কথা,
কারে ত্যজি, কার কথা গাই?
বিচিত্র 'মায়াবসান,' 'ভ্রান্তি' আর 'সৎনাম',
অথবা সে 'করমেতিবাই'!

'পূর্ণচন্দ্রে' বা 'বিষাদে,' 'ম্যাকবেথ'-অনুবাদে
দেখায়েছ যে উচ্চ প্রতিভা!
পণ্ডিত চমকে উঠে, শত মুখে যশঃ রটে;
রঙ্গমঞ্চ ধরে কত শোভা!

নাট্য-গীতি নানা মত রচিয়াছ তুমি কত,
'মায়া-তরু,' 'স্বপনের ফুল'!
'মনের মতন' ছবি এঁকেছ হে মহাকবি,
'আবু'-মিঞা, 'মুঞ্জরা-মুকুল'!

'বেল্লিক-বাজারে' তব সামাজিক চিত্র নব;
দেখাইয়ে বেল্লিকের হাট,
'সভ্যতার পাণ্ডা' ধ'রে, সমাজ-'আয়না' প'রে
চিত্রিয়াছ তব রঙ্গ-ঠাট!

---

* Sir Edwin Arnold—author of the "Light of Asia."

চাহিয়া সমাজ পানে, হইয়া ব্যথিত প্রাণে
আঁকিলে হে কত মহাছবি—
'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' কন্যা-'বলিদান'-বিধি,
'শাস্তি কি শান্তি'তে—মহাকবি!

'সিরাজ' নবাব-কথা, 'মিরকাসিমে'র ব্যথা
করিয়াছ হৃদয়ে অঙ্কিত!
ভাবুক আকুল প্রাণে, চাহি' 'ছত্রপতি' পানে,
হইয়াছে অশ্রু প্রবাহিত!

'আচার্য্য শঙ্করে' তব উঠে জয় জয় রব ;—
প্রচারিলে বেদান্ত-মহিমা!
বৌদ্ধ-ইতিহাস মথি' 'অশোকে' এনেছ রথি!
গায় তব জ্ঞানের গরিমা!

'তপোবলে' পুনরায়, জীবনের শেষে প্রায়
দেখায়েছ তব তুলিকায় ;—
যাহা কিছু সৃষ্টি ধরে, সম্ভব সকলি নরে ;—
তপোবলে দেব নত পায়!

তব অভিনয়-কথা বঙ্গবাসী-হৃদে গাঁথা ;—
'নিমে দত্ত' রূপে নটবর!
প্রবেশিলে নাট্য-পীঠে, আজো সে গৌরব রটে ;—
'নিমচাঁদে' হ'য়েছ অমর!

'ললিতের' ভূমিকায় যে ছবি আঁকিলে হায়,
'দীনবন্ধু' গাইল সুযশ।
'ভীমসিংহ'-গরজনে নাটোর-অধিপ-মনে *
প্রবাহিত অভিনয়-রস!

রক্ষঃ 'মেঘনাদ'-বেশে মাতাইয়া এক রসে ;—
পুনঃ ল'য়ে 'রাম'-ভূমিকায়,
অন্য রস অবতরি' দেখাইলে মঞ্চোপরি ;—
একাধারে সর্ব্ব-রসালয়!

'নগেন্দ্র', 'ক্লাইভ'-রথি, 'জগৎসিংহ', 'পশুপতি'
দেখিয়া মোহিত সুধীজন!
নিত্য নব অভিনয়, গৌরব-সৌরভ বয়,
গৌরবিত নটের জীবন!

নিজ নাট্যে পুনঃ 'রাম', দর্শকের প্রাণারাম,
সে' ছবি রহিবে চিরাঙ্কিত!
সাজি' 'দক্ষ' প্রজাপতি শুনা'লে গম্ভীর গীতি ;
আজো তাহা হ'তেছে ধ্বনিত!

তোমার সে' 'চিন্তামণি' অসম্ভব অন্যে জানি,
কেহ নারে অনুকৃতি তার!
'কালীকিঙ্করের' ছবি আজো হৃদে জাগে কবি!
যোগ্য তার কেহ নাহি আর!

---

* স্বর্গীয় রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

গিরিশ-গৌরব

'ম্যাকবেথ'-ভূমিকায়   বঙ্গের 'গ্যারিক' প্রায় !
যশঃ গায় ইংরাজের জাতি !
দেখা'লে যা 'রঙ্গলালে'   আজো হৃদে শান্তি ঢালে,
শোভে ছবি যেন দিবা-রাতি !

'যোগেশ', 'করুণাময়'   তার কি তুলনা হয় ;
'বিদূষকে' আঁকিলে স্বরূপ !
'করিমচাচায়' শেষে   দেখায়েছ যেই রসে,
কোথা পাই তার অনুরূপ ?

নগরের নাট্যশালা   শোভে যেন তারামালা,
প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণদাতা তুমি !
'ন্যাশান্যাল থিয়েটার,'   'তারা' রঙ্গমঞ্চ-সার,
'মরকত' দীপ্ত-রঙ্গভূমি !—

'ক্লাসিক' ও 'কোহিনূরে'   তোমারি প্রতিভা ঝরে ;
'মিনার্ভা' সৃজিলে অবশেষে !
প্রবীণের শেষ কথা   শুনা'লে আসিয়া যথা ;
প্রতিষ্ঠিত হ'লে চির দেশে !

একাধারে কত গুণ   ধর তুমি সুনিপুণ,
রচিয়াছ শত শত গান !
বাণীর নিভৃত কুঞ্জে   যেন শত ভৃঙ্গ গুঞ্জে ;—
গান শুনে জুড়ায় পরাণ !

গিরিশ-গৌরব

নাট্য-পীঠ-শিল্পী তুমি, সমুজ্জ্বল রঙ্গভূমি,
'ধর্ম্মদাস' * জানিত সে কথা।
তব সঙ্গীতের জ্ঞানে সঙ্গীতজ্ঞ হার মানে ;—
বিজ্ঞ জনে বুঝিবে বারতা।

'বিজ্ঞান', 'জ্যোতিষ' জন্য দেখায়েছ কত দৈন্য ;
নিত্যসেবা বালকের প্রায়!
চিকিৎসা 'হোমিওপ্যাথী' ছিল তব চির-সাথী,
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পায়!

ধর্ম্ম-রাজ্যে তুমি বীর, তব কাছে নত শির
কত শত মহামহাজ্ঞানী!
ভগবানে চিত্ত স্থির করিয়াছিলে হে ধীর!
ল'ভেছিলে গুরু-শিরোমণি!

যাঁর পুণ্য-পাদ-স্পর্শে জগৎ জাগিল হর্ষে ;
দূরে গেল যুগান্ত-আঁধার!
যাঁর 'সমন্বয়'-গান জাগাইল সর্ব্ব প্রাণ ;—
পাশ-মুক্ত মানব ধরার!

'ভৈরব' তোমার নাম দিল সেই গুণধাম ;
'বকল্মা'-গ্রহণ তব তরে!
নিত্য-মুক্ত-বুদ্ধ-জনে ভক্তি ও বিশ্বাস-গুণে
বাঁধিয়া রাখিলে ধরা'পরে!

---

* বঙ্গের সুবিখ্যাত নাট্য-পীঠ-শিল্পী ৺ধর্ম্মদাস সুর।

গিরিশ-গৌরব

'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা,' বুদ্ধির নাহি ক সীমা !
গুরু-কৃষ্ণে অটল বিশ্বাস !
বিশ্বাস-ভকতি-গুণে রঙ্গমঞ্চে আন টেনে—
বাস যাঁর কৈবল্যনিবাস !
তোমার মহিমা শত, এ' দাস কহিবে কত,
তুমি না কি 'ছিপ-ভাঙ্গা ছেলে' ?*
জীবন্ত বিশ্বাস-বলে অবহেলে চ'লে গেলে ;
পে'লে স্থান গুরু-পদতলে !
অনন্ত তোমার জ্ঞান- ভক্তি-বিশ্বাসের বান
দাও দেব ! দাও ছুটাইয়া !
এ ক্ষুদ্র সরিৎ-মন মিলে সিন্ধু সনে যেন ;
গুরু-প্রেমে হয় পূর্ণ হিয়া !
পূরিবে কি এক দিন, যদিও শকতিহীন,
অন্তরের দারুণ বাসনা ?—
প্রেমে তব পূর্ণ ছবি আঁকিবে এ দীন কবি ;
বিভূ-পদে রহিল কামনা !
আজ তুমি আছ যথা, দীনের উচ্ছ্বাস তথা
পশে যদি সৌভাগ্যের ফলে ;
একবিন্দু স্নেহ-দানে জুড়া'য়ো তাপিত প্রাণে ;
সিক্ত করো আশীর্ব্বাদ-জলে !

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশ বাবুকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি দুষ্ট ছেলে হলেও বাপের কাছে যেমন ভাল ছেলে ও দুষ্ট ছেলে সমান স্নেহ পায়, তেমনি তোমার মাছধরা (সংসারের নানা উৎপাত-করা-রূপ) ছিপ ভেঙ্গে দিয়ে ভাল ছেলে নরেন্দ্রের সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাব।

চারু-স্মৃতি

"তিন দিন মানবের জীবনে প্রধান।
যেই দিন প্রসবিত,
যেই দিন পরিণীত,
সজ্জিত চিতায় হয় যে দিন শয়ান!
আদি অন্ত দুঃখ, মধ্য সুখের নিধান।"

(ঋষি-কবি ৺সুরেন্দ্রনাথ)

সন্তপ্ত স্বামী
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

চারু-স্মৃতি

জগতের আদি কবি, কবিকুল মহারবি
হ'য়েছেন মহাকবি শোকের আঘাতে !
বাণ-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ তরে ক্রৌঞ্চী শোকে কেঁদে মরে,
শোকে শ্লোক জনমিল মুনির কথাতে !
শোকে কাব্য ফুটে উঠে, সনাতন রীতি বটে,
তবু লোকে নিন্দা করে বাতুল আখ্যায় !
বলে—শোকে ব্যথা পেয়ে, কেমনে রচিবে গিয়ে
অলঙ্কারে কাব্য-কথা, মরম-ব্যথায় !
কবি তাহা নাহি মানে, কেঁদে উঠে নানা গানে,
প্রকাশে প্রাণের ব্যথা খুলিয়া হৃদয় !
আশা করে—কেহ যদি, প'ড়ে সে ব্যথিত হৃদি,
ফেলে ফোঁটা অশ্রুজল, শোকে ভাগ লয় !

বহু বরষের স্মৃতি, মধুময়ী প্রীতি-গীতি,
মরম জুড়িয়া যার ধ্বনি নিত্য উঠে !
তারে কি লুকান যায়, রোধে শত-মুখে ধায়,
স্রোতস্বিনী বাধা পেলে যথা বেগে ছোটে !
ভেঙ্গেছে মরম-স্থান, চুরমার শত খান,
তাই শোক মূর্ত্তিমান অন্তর-মাঝারে !
লইয়া তাহার ছায়া, প্রকটিত কাব্য-কায়া,
শতগুণে দীপ্ত যাহা মরমের দ্বারে !

চারু-স্মৃতি

জেগে উঠে শত স্মৃতি, শত প্রেম, শত প্রীতি,
তারে কি ফুটান যায় ক্ষীণা এ ভাষায় !
হৃদয় চিরিয়া দেখ, যদি কেহ মিত্র থাক,
প্রিয়া-হানি-ক্ষত-হৃদি কেমন দেখায় !

বৃষস্থ রোহিণী সনে তব শুভ আগমনে,
দ্বিতীয়া রোহিণী মিলে 'কিরণচন্দ্রে'তে !
নব বয়ষের বালা, চাঁদ ফুটে যোল কলা,
প্রেমিকে সন্ধান বুঝ প্রেমের ছন্দেতে !
সিকি-শত বর্ষ ধ'রে ছিল আলোকিত ক'রে
যে জন প্রাণের মাঝে উজ্জ্বল প্রভায় !
কোই কোই কোথা গেল, কোই সে প্রাণের আলো,
কোন রাহু গ্রাসিল রে 'চারু'-চন্দ্রমায় ?
সুবর্ণ কিরণে মাথা, উজ্জ্বল বরণে আঁকা,
প্রাণের প্রতিমা যাহা ছিল হৃদি-পটে !
আজ সে কোথায় গেল, কোথা গিয়ে লুকাইল,
যাহার গুণের কথা চারিদিকে রটে !

আকৌমার সহচরী, সঙ্গে দিবা-বিভাবরী,
কাটায়েছি দীর্ঘকাল আনন্দ-উল্লাসে !
সেবায় দেবীর মত যত্ন লইয়াছ কত,
আত্মায় উৎসর্গ করি' ত্যজিয়া বিলাসে !
কর্ত্তব্যে কিঙ্করীসম, প্রেমে প্রিয়া অনুপম,
ধর্ম্মের সঙ্গিনী তুমি ছিলে চিরদিন !

কত না সহিলে দেবি, ভগ্ন-স্বাস্থ্য স্বামী সেবি',
প্রেম-ঋণে চিরাবদ্ধ রহিল এ দীন !
কত ভক্তি, কত ভয়, কত শ্রদ্ধা-সুধাময়,
কত না করিলে দেবি, কত না দানিলে !
এ যুগের নারীকুলে তুলনা কদাচ মিলে,
পরার্থপরতা ল'য়ে সংসারে আসিলে !

সন্তান সন্ততিগণে পালিয়াছ দেহ-দানে,
আদর্শ জননী তুমি ছিলে গো তা'দের।
অনশনে অনিদ্রায় যাদের পালিলে হায়,
কেমনে করিলে আজ ভিখারী পথের !
অপোগণ্ড শিশুগণ কেমনে রাখে জীবন,
অন্ন-জল ল'য়ে সদা কে ফিরিবে পাছে ?
রোগ-শয্যা পাশে বসি' প্রাণ ঢালি' দিবানিশি
সেবায় বাঁচাবে প্রাণ আর কে বা আছে ?
তারা যে তোমার ঠাঁই- ছাড়া কভু হয় নাই,
তব স্নেহ-স্বর্গচ্যুত এ পান্থ-নিবাসে,
কেমনে কাটাবে দিন, আমি জানি কি কঠিন,—
মাতৃহারা হ'য়ে থাকা এই ধরাবাসে !

পিতৃহীন ভাইগণে, আন্তরিক স্নেহ-দানে,
কত না বাসিতে ভাল, ভাবিতে মঙ্গল !
ছোট বড় বোন দুটী, দেখিবারে ছুটাছুটি,
কত না ক'রেছ তুমি হইয়া বিহ্বল !

তাপিতা জননী তরে জানায়েছ স্বকাতরে
কত না বেদনা সতি, আত্মীয়ের কাছে !
আজ কোথা চ'লে গেলে অকালে তাদের ফেলে,
দুঃখে দুঃখ মিলাইবে, আর কে বা আছে ?
শুধু কি আপন-জনে বাসি ভাল সযতনে
কাটালে জীবন সাধ্বি, এ ভব-সংসারে ?
যথা দুঃখ মূর্ত্তিমান, তথায় তোমার দান,
করিয়াছ অপকট প্রেম অবিচারে !

জীবন-সঙ্গিনি মোর, কি লিখিব কথা তোর,
পঁচিশ বর্ষের কথা সব পড়ে মনে !
এক সঙ্গে সব কথা, সুখ-দুঃখ-হর্ষ-ব্যথা,
আকৌমার জেগে উঠে সব এই ক্ষণে !
অল্প-ভাষী ছিলে তুমি, জেনে ছিলে কর্ম্মভূমি,
কথা নহে, কার্য্য মাত্র—জীব-পরিচয় !
তাই সদা কায নিয়ে, থাকিতে সন্তোষ হ'য়ে,
ছোট বড় সব কাযে ব্যয়িত সময় !
শিল্প-কলা-অনুষ্ঠান, সাহিত্য, কবিতা, গান,—
এ সকলে নিয়োজিত হও নি কথন !
মাত্র সংসারের সেবা, অন্য কার্য্য কব কি বা,
কিছু শাস্ত্র-পাঠ কভু অতিথি-সেবন !

তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছ আমরণ,
বার বার মহাতীর্থে গুরুরে লইয়া !

'বৈদ্যনাথ', 'বারাণসী', কভু 'বৃন্দাবন'-বাসী
'অযোধ্যা', 'মথুরা,' 'মায়া', 'প্রয়াগ' ভ্রমিয়া,'
তীর্থরাজ 'শ্রীপুস্কর', দীর্ঘ কুণ্ড মনোহর,
তথায় করিয়া স্নান দশম বরষে,
'সাবিত্রীর' পাদ-মূলে, সিন্দূরের ফোঁটা দিলে,
কোমলা বালিকা মাত্র ধরম-হরষে !
'দারু-ব্রহ্মে' রথোপরি, জনম স্বার্থক করি',
সাধুগণসহ দেবি, করিলে দর্শন !
'গৌরী-কুণ্ডে' করি' স্নান, করি' আচমন-পান,
'ভুবন-ঈশ্বরে' অর্ঘ্য করিলে অর্পণ !

এক যাহা সাধ ছিল, শেষে তাহাও ঘটিল,
'গ্রহণে চ কাশী'—খ্যাত শাস্ত্রের আদেশ !
স্বামিসহ ব্রত ধ'রে, উত্তর-বাহিনীতীরে,
রাহুগ্রস্ত শশী হেরি' পূজিলে মহেশ !
স্নান-জপ-অনুষ্ঠানে দশ-অশ্ব-মেধ-স্থানে
কাটালে গ্রহণ-কাল পূত বারিমাঝে !
শেষে মুক্তি-স্নান করি', সাধ সব ত্যাগ করি',
জীবন্মুক্ত ফিরে এলে সংসারের কাজে !
এবে শিশু-রক্ষা তরে দিলে প্রাণ অকাতরে,
আদর্শ জননী-প্রেম দেখা'য়ে জগতে !
শেষে সব প্রেম-মায়া, অত স্নেহ, অত দয়া,
সকলি ত্যজিয়া গেলে বৈকুণ্ঠের পথে !

উজ্জ্বল বংশের মান, মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠান,
আত্মীয় স্বজনে ভরা সোণার সংসার!
আত্মীয়-স্বজনগণে নিজ-সুত-সুতাসনে
প্রেমের বাঁধনে বদ্ধ রাখি' অবিকার ;—
সহোদর-সহোদরা, স্নেহ-প্রেমে হৃদিভরা
জননী পরমারাধ্যা সবে হৃদে ধরি',
শুনি' গুরু-মুখে নাম, 'রামকৃষ্ণ', 'শ্যামা'-'শ্যাম'
গেল সে সৌভাগ্যবতী পাশ ছিন্ন করি'!
আঁখি না ফেলিল জল, ল'য়ে মন অবিকল
অবহেলে মায়াজাল এড়াইলে হায়!
কমল-কোমল হিয়া ত্যাগ-বর্ম্মে আবরিয়া,
এমন কঠিন হ'তে দেখি নি কোথায়!

এমন বাসনা-শূন্য, জীবন্মুক্ত বিনা অন্য
নারীতে সম্ভবে কভু—নাহি ছিল জ্ঞান!
না কহিলে এক কথা, না জানা'লে কোন ব্যথা,
স্বার্থ-সাধে পদে দলি' করিলে প্রয়াণ!
নিজ-মৃত্যু আলিঙ্গনে এত সাধ সযতনে—
তোমার বয়সে, স্থানে, সংসারে বিরল!
নিজ প্রায়শ্চিত্ত তরে, সবিনয়ে, সকাতরে
গুরুগণে জানাইলে সাধিতে মঙ্গল!
বিশেষতঃ তোমা সম ল'য়ে প্রাণ অনুপম,
দয়া-মায়া-স্নেহে ভরা সজল নয়ন!

কামনা করিলে জয়, মুক্তিরে করিলে ক্রয়,
'রামকৃষ্ণে' প্রদানিলে হৃদয়-আসন।

ঠাকুরের কথা শুনে ব'লেছিলে অভিমানে,
"আমার ত শেষ জন্ম—ভজিনু 'গদাই'!
তাঁর কাছে যেবা যায়, শেষ জন্ম যদি হয়,
মম ইষ্টে 'রামকৃষ্ণে' কিছু ভেদ নাই!"
ঠাকুরের কৃপা পেয়ে, কত স্বপ্ন নিরখিয়ে,
করিলে আপনা ধন্য ভক্তিতে গলিয়া!
আসক্তি ত্যজিলে তাই, দেখালে কামনা নাই,
চ'লে গেলে অবহেলে কথা না বলিয়া!
তাই তব শয্যা-পাশে, 'নিত্য-মুক্ত দেব' আসে
'ব্রহ্মানন্দ মহারাজ' আশীর্ব্বাদ-ছলে!
পাইলে পরম শান্তি, টুটিল সকল ভ্রান্তি,
'রামকৃষ্ণ-লোকে' গেলে বহু পুণ্য-ফলে!

তাই স্বপ্ন দেখে সব স্নেহের 'বিভূতি' তব,
দেব-দূতে ল'য়ে যাবে মুক্ত আত্মা তব!
অন্য দূত পরাজিত, ফিরিল সে বিষাদিত,
সতীর পুণ্যের তেজে হইয়া নীরব!
মাঘী-পূর্ণিমার নিশি, উদিত রে পূর্ণ শশী,
'সত্য-নারায়ণ'-পূজা হ'লে সমাধান!
লইয়া চরণামৃত, হইলে চির অমৃত,
অমৃতের অধিকারী, অমৃত-সন্তান!

শেষে যাহা বাকী ছিল, 'বৈদ্যনাথ' প্রদানিল—
সর্ব্ব-ব্যাধি-বিনাশন ঈশ্বর-প্রসাদ !
ল'য়ে মাতৃ-পদধূলি, শুনে 'রামকৃষ্ণ'-বুলি,
পূরণিমা-চাঁদ-'চারু' চলে অকস্মাৎ !

মাঘী-পূর্ণিমার নিশি, সুধা-স্নাত দশদিশি,
পূর্ণচন্দ্র সমুদয় নীল নভস্তলে !
পুণ্য-প্রীতি-ঢাকা ধরা, পুণ্য-গঙ্গা প্রেমে ভরা,
পুণ্য-প্রেম বহে যবে বসন্ত-হিল্লোলে !
এলোকেশে কে ললনা হ'য়ে সিন্দুরভূষণা,
সতী-সাধ্বী-সুশোভন নানা অলঙ্কারে,
অসময়ে অলকায় কোন সাধ্বী চ'লে যায়,
ভাসাইয়া পরিজনে শোকের পাথারে !
লাঞ্ছিত অলক্ত-রাগে, শুয়ে গোলাপের বাগে,
রক্ত-বারাণসী-বাসে আবরি' কায়ায়,
কপালে কালীর নাম, শিরে তুলসীর দাম,
'রামকৃষ্ণ' গুণধাম বক্ষে শোভা পায় !

ত্রিপথগে, তোর তীরে কারে ল'য়ে রাখে ধীরে,
গোলাপে সাজানু তনু পূর্ণিমার রাতে !
চন্দনে সাজান চিতা, সাধ্বি-সাজ-পরিধৃতা,
কেরে ও সৌভাগ্যবতী উজ্জ্বল প্রভাতে !
চিতা জ্বলে সমুজ্জ্বল, পদে গঙ্গা ঢল ঢল,
গঙ্গাধর শোভা পায় মন্দির-মাঝারে !

মঙ্গল আরতি হয়, মহাশিব পূজা লয়,
শ্মশান-ঈশ্বর শোভে শ্মশানের দ্বারে !
দ্বিজগণ গায় নাম, 'হরিহর', 'শ্যামা-শ্যাম',
'ভৈরবী' দেখায়ে দিল অপরূপ শোভা !
গঙ্গা ও আকাশ-পথ হইল আলোক-স্নাত,
কে যেন দেখায়ে গেল সমুজ্জ্বল প্রভা !

যাও দেবি অলকায়, যাও সাধ্বি অমরায়,
শুষ্ক নেত্র নাহি ঝরে—হৃদয় পাষাণ !
যাও দেবি, যাও সতি, যাবে গুরু শীঘ্রগতি,
শুকাইল তার চির 'সাজান-বাগান' !
শ্মশানবাসিনী-আশে রহিনু এ ধরাবাসে,
কবে স্বার্থ-সাধ-মানে দিয়ে জলাঞ্জলি,
বরাভয়করা শ্যামা ধরি'হৃদে অনুপমা,
ধাইব কৈলাস-বাসে হ'য়ে কুতুহলী !
'রামকৃষ্ণ-হরিবোল,' ঘুচিল ভবের গোল,
সকলি প্রপঞ্চময় মায়ার বিকার !
পাঁচে-গড়া জীব-দেহ, গেল নিজ নিজ গেহ,
ছিল না ক, নাই কিছু,—ব্রহ্ম সারাৎসার !
হরি ওঁ তৎ সৎ !

জন্ম—২৩শে ভাদ্র, ১২৯১

মৃত্যু—মাঘী-পূর্ণিমা, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪

স্বাধ্বি,

তোমার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

শোকাঞ্জলি দিলাম,

গ্রহণ কর।

শ্রাদ্ধ-বাসর, শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা, ১৩২৪

সন্তপ্ত স্বামী